কৃষি **মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ**

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরন				মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভূক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার(%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১।	কৃষি মন্ত্রণালয়	০৯	০৯	-	-	-	০২	০১	২০% - ৪৬.৩৭ %	০৪	৩.৭% - ৮৮.০৪ %

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ ০৯ টি

০২। ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ

নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়:

প্রকল্প প্রণয়ন ও ঠিকাদার নিয়োগে বিলম্ব, ক্রয় কার্য প্রক্রিয়াকরণে সময়ক্ষেপন, ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি ইত্যাদি। এছাড়া প্রকল্প প্রণয়নকালে বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম প্রকল্প প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত না করা, ভৌত কাজের ডিজাইন পরিবর্তন ও সিডিউল রেট/নির্মাণ সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধি হেতু ভৌত কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প সংশোধন দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ

ক্র: নং:	**সমস্যা**	**সুপারিশ**
০১।	DPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন না করা।	DPP-তে উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
০২।	প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা না থাকা।	ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা রাখতে হবে।

ক্র: নং:	সমস্যা	সুপারিশ
৩।	মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয়হীনতা।	প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করতে হবে।
৪।	ভূমি অধিগ্রহণে সময়মত উদ্যোগ গ্রহণের অভাব এবং সময়ক্ষেপণ করা।	যথাসময়ে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তা নিশ্চিত করা।
৫।	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব বাজেটের অপ্রতুলতা।	প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম প্রকল্প শেষে পরিচালনা করার জন্য রাজস্ব বাজেটে সংস্থান রাখতে হবে।
৬।	সমাপ্ত প্রকল্পের Internal ও External অডিট দ্রুত সম্পাদন না করা।	বছরভিত্তিক এক্সটার্নাল অডিট করে তা প্রকল্প মেয়াদেই নিষ্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৭।	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা যথাসময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়া।	প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী স্টিয়ারিং কমিটি ও পিআইসি কমিটির সভা আয়োজন করতে হবে।
৮।	আইএমইডি'র বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ না করা।	উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির সাড়ে তিন মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডি-তে প্রেরণ করতে হবে।

বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি **মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্তঃ ডিসেম্বর ২০১৯)

০১ প্রকল্পের নাম : বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

০২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

০৩ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)।

০৪ প্রকল্প এলাকা : ৭টি বিভাগের ৪৩টি জেলার ৪৩টি উপজেলা ।

০৫ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল : **(লক্ষ টাকায়)**

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত ব্যয়		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৩১৮৮.৫৫	২৩১৮৮.৫৫	২৩১৪৩.২০	এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত	এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত	এপ্রিল ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত	-৪৫.৩৫ (-০.২০%)	১ বছর ৬ মাস (৪৬.৩৭%)

০৬.প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপ:

অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বিচ্যুতির কারণ
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
রাজস্ব:						
(১) সরবরাহ ও সেবা:						
ভ্রমণ ভাতা	থোক	থোক	২৬.০০	থোক	২৬.০০	
পোস্টেজ	থোক	থোক	০.২৭	থোক	০.১৪	
টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	থোক	থোক	১.০৮	থোক	০.৯১	
রিজিস্ট্রেশন ফি	থোক	থোক	৩৪.৭৯	থোক	৩২.৬৪	
তেল ও গ্যাস	থোক	থোক	১৭.০১	থোক	১৬.৬২	
বীমা/ব্যাংক চার্জ	থোক	থোক	২.২৩১	থোক	২.২১	
ষ্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প	থোক	থোক	১১.৮৮	থোক	১১.৮৮	
প্রচারণা, ম্যাগাজিন ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	১৪.০২	থোক	১৪.০২	
পরাসর্শক	থোক	থোক	১৬৩.০২	থোক	১৬৩.০২৫	
সন্মানী ভাতা						
ক) টিইসি, স্টিয়ারিং কমিটি ইত্যাদি	থোক	থোক	১৭.৫০	থোক	১৫.০১	
খ) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	থোক	১১.০০	থোক	১১.০০	
বিবিধ	থোক	থোক	১৭.০০	থোক	১৭.০০	
উপমোট (সরবরাহ ও সেবা)			৩০৫.৭৮		৩০০.৫৩	
(২) মেরামত, সংরক্ষণ ও						

অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বিচ্যুতির কারণ
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
পুনর্বাসন:						
যানবাহন	থোক	থোক	১৭৭.০০	থোক	১৭৬.৭০১	
ফার্ম মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট (স্ট্রাক্টর, টিলার, হার্ভেস্টার, ট্রলি) ইত্যাদি	থোক	থোক	৯৭.৪৭	থোক	৯৭.৪৭	
ডিস প্রসিসিং মেশিনারিজ (ক্লিনার কাম গ্রেডার, সিড ড্রায়ার, ব্যাগ ক্লোজিং মেশিন	থোক	থোক	৭১.২৮	থোক	৭১.২৮	
সিড গোডাইন মেরামত	সংখ্যা	৮০টি	৩৯৭.৬৯	৮০টি	৩৯৭.৬৯	
অফিস বিল্ডিং মেরামত	সংখ্যা	৩১টি	১১২.৫৬	৩১টি	১১২.৫৬	
সিড স্টেস্টিং ল্যাবরেটরি	সংখ্যা	১৫টি	৬৪.৭৭	১৫টি	৬৪.৭৭	
ইনস্প্রেকশন বাংলো	সংখ্যা	১৪টি	৭৩.৮৬	১৪টি	৭৩.৮৬	
উপমোট= (মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন)			১০০০.৭৮		৯৯৪.৩৬	
মোট রাজস্ব ১+২ =			১৩০০৬.৫৬		১২৯৪.৮৯	
মূলধন:						
সম্পদ সংগ্রহ						
ধ) পরিবহন ও যানবাহন						
জীপ	সংখ্যা	১টি	৫৯.৩০	১টি	৫৯.৩০	
ডাবল কেবিন পিকআপ	সংখ্যা	১৪টি	৮৫৯.১৬	১৪টি	৮৫৯.১৬	
মোটর সাইকেল	সংখ্যা	৪৫টি	৭৮.৪৮	৪৫টি	৭৮.৪৮	
ট্রাক (১০ মিট্রিক টন)	সংখ্যা	২০টি	১৫৮৭.২৫	২০টি	১৫৮৭.২৫	
ট্রাক (০৫ মেট্রিক টন)	সংখ্যা	১০টি	৬৪৩.৮০	১০টি	৬৪৩.৮০	
ট্রাক (০৩ মেটিক টন)	সংখ্যা	৫টি	২১৯.০০	৫টি	২১৯.০০	
উপমোট (পরিবহন ও যানবাহন)			২৪৭৪.০৮		৩৪৫৭.৪৯	
ন) ফার্ম মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট						
ট্রাক্টর	সংখ্যা	৩০টি	১০২০.০০	৩০টি	১০২০.০০	
পাওয়ার টিলার	সংখ্যা	৫০টি	৮৮.১০	৫০টি	৮৮.১০	
কাল্টিভেটর	সংখ্যা	১৫টি	৩৭.০০	১৫টি	৩৭.০০	
রোটাভেটর	সংখ্যা	২০টি	৭৯.০০	২০টি	৭৯.০০	
রাইস সিডলিং ট্রান্সপ্লান্টার	সংখ্যা	৫টি	১০০.৫০	৫টি	১০০.৫০	
কম্পাইন্ড হারভিস্টার	সংখ্যা	১০টি	৪৯৫.৭৫	৫টি	৪৯৫.৭৫	
উপমোট (ফার্ম মিশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট)			**১৮২০.৮৫**		**১৮২০.৮৫**	
প) বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র	সংখ্যা	১টি	২৬৮৩.২৩	১টি	২৬৮৩.২৩	
ভিত্তি বীজের জন্য অটোসিড প্রসেসিং প্লান	সংখ্যা	৪০টি	১১.৫০	৪০টি	১১.৫০	
অটো হিট সিলার	সংখ্যা	৩টি	১১৯.৭০	৩টি	১১৯.৭০	
স্পেয়ার পার্টসহ (জেনারেটর (১৩৫ কিভিএ ও ৮০০ কিভিএ ১টি)	সংখ্যা	৩টি	১৩৪.৪০	৩টি	১৩৪.৪০	

অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বিচ্যুতির কারণ
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
ময়েশ্চার মিটার (ডিজিটাল)	সংখ্যা	১৫০টি	১১৫.৫০	১৫০টি	১১৫.৫০	
ড্রায়ারসহ ডসিড ট্রিটমেন্ট মেশিন (৬-৮ মে> টন/ঘন্টা	সংখ্যা	১০টি	৩৪৮.০০	১০টি	৩৪৮.০০	
ফর্ক লিফট (১.৫ – ২টন)	সংখ্যা	২০টি	৪৯৪.০০	২০টি	৪৯৪.০০	
ফিউমিগেশন সিট (২০ মি: ১৫ মি:)	সংখ্যা	৫০০টি	১৭৪৫.০০	৫০০টি	১৭৪৫.০০	
সিড প্রি-কিন্ডনার কাম-গ্রেডার (৬-৮ টন)	সংখ্যা	১৫টি	১০৩৫.৭৫	১৫টি	১০৩৫.৭৫	
সিড ড্রায়ার (৬-৭ টন)	সংখ্যা	৬টি	২৯৪.০০	৬টি	২৯৪.০০	
উপমোট বীজ প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র)			৬৯৮৯.০৮	৭৪৮টি	৬৯৮৯.০৮	
ফ) অফিস ইকুইপমেন্ট						
কম্পিউটার ও আনুষংগিক	সংখ্যা	২৬ টি	২০.৬৩	২৬ টি	২০.৬৩	
ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	৭টি	১৩.৯৬	৭টি	১৩.৯৫	
স্কান্যার	সংখ্যা	১২টি	০.৬০	১২টি	০.৬০	
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং সাইন্ড সিস্নেটমসহ লাপপ	সংখ্যা	২ সেট	৩.৯৭	২ সেট	৩.৯৭	
উপমোট (অপিস ইকুইপমেন্ট)			৩৯.১৬	৪৭টি	৩৯.১৫	
(ক) উপমোট (সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়) (ধ+ন+প+ফ)			১২৩২৩.১৭		১২৩০৬.৫৭	
নির্মাণ ও পূর্ত						
সিড গোডাউন (২০০০ মে:টিন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	সংখ্যা	৫টি	২৪৮০.০০	৫টি	২৪৭৯.৮৯	
সিড গোডাউন (১০০০ মে:টিন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	সংখ্যা	৫টি	১৭৬৯.৮৬	৫টি	১৭৬০.৭৪	
ইমপ্লিমেন্ট সেড (৭০,৪০,১৪)	সংখ্যা	১৫টি	৫৪৯.৮৮	১৫টি	৫৪৯.০৯	
সাইলো সেড অব অটোসিড প্রসেসিং প্ল্যান্ট (১৩,১৩,১৯)	সংখ্যা	৩টি	১৪৮.০০	৩টি	১৪৮.০০	
অভ্যন্তরীণ পাকা রাস্তা (আরসিসি)	রা.মি.	৬১৬৮ রা.মি.	৭৩৬.৮৭	৬১৬৮ রা.মি.	৭৩৫.৮৯	
এইচবি রোড (ফার্মের অভ্যন্তরীণ রাস্তা)	রা.মি.	৫০০০ রা.মি.	১৬৫.৬৭	৫০০০ রা.মি.	১৬৫.৬৬	
সানিং ফ্লোর (প্রতিটি ৫০০ ব;মি:)	সংখ্যা	২১টি	৩৯১.৮৭	২১টি	৩৯১.৬১	
কাভার্ড থ্রেসিং ফ্লোর (প্রতিটি ১৫০ ব;মি:)	সংখ্যা	৫টি	১০৭.৫০	৫টি	১০৭.২৫	
অফিস বিল্ডিং (প্রতিটি ৩০০ ব;মি:)	সংখ্যা	১৫টি	৯৪৫.০০	১৫টি	৯৪৪.৯১	
ট্রানজিট গোডাউন নির্মাণ (২০০ মে.টন)	সংখ্যা	২০টি	১১৫৯.০২	২০টি	১১৫৭.৮৭	
লোডিং আন লোডি সেড	সংখ্যা	৩১টি	২৫৯.৮৪	৩১টি	২৫৭.১৮	
সীমানা প্রাচীর	১১২৬৮ রা.মি.	১১২৬৮ রা.মি.	৮৪৫.৩১	১১২৬৮ রা.মি.	৮৪৩.৬৮	

অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুয়ায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন		বিচ্যুতির কারণ
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
উপমোট (নির্মাণ ও পূর্ত)=			**৯৫৫৮.৮২**		**৯৫৪১.৭৭**	
মোটমূলধন (ক+খ)=			**২১৮৮১.৯৯**		**২১৮৪৮.৩৪**	
রাজস্ব + মূলধন=			**২৩১৮৮.৫৫**		**২৩১৪৩.২০**	
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি			**০.০০**		**০.০০**	
প্রাইস কন্টিনজেন্সি			**০.০০**		**০.০০**	
সর্বমোট =			**২৩১৮৮.৫৫**		**২৩১৪৩.২০**	

৭। বছরভিত্তিক এডিপি বরাদ্দ, অর্থছাড়, ব্যয় এবং অগ্রগতি:

অর্থবছর	**সংশোধিত সংস্থান এবং লক্ষ্যমাত্রা**			**ছাড়কৃত টাকা**	**ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগতি**			
	মোট	**জিওবি**	**প্রকল্প সাহায্য**		**মোট**	**জিওবি**	**প্রকল্প সাহায্য**	**ভৌত %**
২০১৪-১৫	০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	০.০০	-	০.০০
২০১৫-১৬	৩৪১৩.০০	৩৪১৩.০০	-	৩৪১৩.০০	৩৪০৫.০২	৩৪০৫.০২	-	১৪.৭১
২০১৬-১৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০	-	১০০০০.০০	৯৯৯৯.৯৭	৯৯৯৯.৯৭	-	৪৩.২১
২০১৭-১৮	৫২৯০.০০	৫২৯০.০০	-	৫২৯০.০০	৫২৮০.২৬	৫২৮০.২৬	-	২২.৮২
২০১৮-১৯	৪৪৭২.০০	৪৪৭২.০০	-	৪৪৭২.০০	৪৪১২.০৫	৪৪১২.০৫	-	১৯.০৬
২০১৯-২০	৪৭.০০	৪৭.০০	-	৪৭.০০	৪৫.৯০	৪৫.৯০	-	০.২০
সর্বমোট	**২৩২২২.০০**	**২৩২২২.০০**	**-**	**২৩২২২.০০**	**২৩১৪৩.২০**	**২৩১৪৩.২০**	**-**	**১০০%**

৮। প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারনঃ ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান।

৯। **মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ** প্রকল্পটির সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে:

i. প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা;
ii. কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
iii. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

১০.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

ক)বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধাদি প্রতিস্থাপন, নবায়ন এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ উচ্চ ফলনশীল ফল ও সবজি চারাসহ ধান, গম, ভুট্টা, ডাল, তৈল, পাট, আলু এর ২,৪৯,৮০০ মে.টন মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহাযতা করা;

খ) অতি পুরাতান যানবাহন ও কৃষি যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কমানো;

গ) ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

ঘ) বিদ্যমান ১০০ টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হালনাগাদের মাধ্যমে বীজের বাজারজাতকরণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করা; এবং

ঙ) বেসরকারি পর্যায়ের বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।

১০.২ প্রকল্পের পটভূমিঃ বাংলাদেশ প্রধানত একটি কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি। দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কৃষি সেক্টরে উন্নয়ন ব্যতিরেকে কোন বিকল্প নাই। সুতরাং, দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবনমান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কৃষি উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। যেহেতু, কৃষকগণ স্থানীয় জাতের

পরিবর্তে উন্নত ভালো বীজের ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বাড়াচ্ছে, সেহেতু উন্নত ভালো বীজের চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার এই সেক্টরের সামগ্রিক উন্নয়নের অব্যাহত প্রচেষ্টায় নিয়োজিত যা "Country Investment Plan (CIP)"এ বীজ সাব-সেক্টরের প্রতি সরকারের পরিষ্কার মনোযোগ নিবদ্ধ। যখন কৃষকদের ক্রয়কৃত উন্নত বীজ বেসরকারী সেক্টর উৎপাদন কিংবা আমদানী করছে, তখন সরকার খাদ্য শস্যের মৌলিক বীজ উৎপাদনের জন্য পাবলিক সেক্টরের অধিক অংশগ্রহণ এবং বীজ পরিবর্ধনের জন্য সমাজভিত্তিক বীজ উৎপাদনকারী কৃষকের অংশীদারিত্বে বিনিয়োগে উৎসাহী। বিএডিসি এ দায়িত্ব পালন করতে পারে; বর্তমানে এ সংস্থাটি ২০% উন্নত দানাশস্য বীজ সরবরাহ করছে এবং কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য, গবেষণা কেন্দ্রের মৌল বীজ উৎপাদনের জন্য ও বীজ পরিবর্ধন, বীজ ক্লিনিং, প্যাকেজিং ও মার্কেটিং এর জন্য চুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বিএডিসি'র ম্যান্ডেট অনুযায়ী মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও কৃষকদের নিকট সরবরাহ করে থাকে। বিএডিসি তার নিজস্ব খামারে মৌলবীজ হতে ভিত্তিবীজ উৎপাদন করে থাকে এবং চুক্তিবদ্ধচাষীদের মাধ্যমে ভিত্তিবীজ হতে প্রত্যায়িত/ মান ঘোষিত বীজ উৎপাদন করে থাকে। এ সংস্থাটি ২০১০-১১, ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ সালে যথাক্রমে ১২৮৪৯৫, ১১৫২৮৮, ১১৪৪৬৭ ও ১১৯০০০ টন বীজ সরবরাহ করেছে। বিএডিসি ২০২০-২১ সনে ২৪৯৮০০ টন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। সাম্প্রতিক কালে খাদ্য নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে বীজ সরবরাহ কার্যক্রম অধিকতর শক্তিশালী করা হয়েছে। অধিকন্তু, বীজ শিল্প উন্নয়নের জন্য বিএডিসি বেসরকারী সীড সেক্টরে সুবিধাদি প্রদান, কারিগরি সহায়তা ও অন্যান্য সেবা প্রদান করছে।

২০২০-২১ সালের লক্ষমাত্রা অর্জরের লক্ষ্যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম (উৎপাদন, প্রক্রিয়াজতকরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ) পরিবালনার জন্য বর্তমানে বিরাজমান সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং, কৃষকদের জন্য বীজের সঠিক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে পুরাতন যন্ত্রপাতি ও যানবাহন প্রতিস্থঅপন এবং প্রসেসিং সেন্টার, খামার ও বিপণণ কেন্দ্রর আধুনিকায়ন/সংস্কার আবশ্যক। বিএডিসি'র বিভিন্ন কেন্দ্রে বর্তমানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/যানবাহন যথা, প্রি-ক্লিনার কাম গ্রেডার, সীড ড্রায়ার, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, ট্রাক, জিপ, জেনারেটর, কম্বাইনড হার্ভেষ্টার প্রভৃতি অত্যন্ত পুরাতন এবং এ গুলোর জীবনকাল কমে গেছে। অধিকন্তু, প্রসেসিং সেন্টার ও খামারের অধিকাংশ যন্ত্রপাতি আশির দশকে দাতা সংস্থা ও সরকারি অর্থে সংগৃহীত হয়েছিল। এগুলোর কার্যক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং ক্ষেত্র বিশেষে, এগুলো অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তাই জরুরী ভিত্তিতে এ সকল যন্ত্রপাতি/যানবাহন পরিবর্তনে বিএডিসি'র মনোনিবেশ আশু কর্তব্য।

অতএব, বিএডিসি নিজে পাশাপাশি বেসরকারি সেক্টরের দক্ষতার ব্যবহারের জন্য সংস্থাটি বর্তমান বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাদি খামার ও প্রসেসিং কেন্দ্র নতুন যন্ত্রপাতি/যানবাহন অর্ন্তভূক্তি ও নতুন বীজ গুদাম নির্মাণ এবং পুরাতন অফিস, বীজ গুদাম, কৃষি ও প্রসেসিং যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন সাধন জরুরী। বিএডিসি'র বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রগুলো আধুনিকায়ন ও উৎকর্ষ সাধনের পর বেসরকারি সেক্টরকে প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ, প্রসেসিং ও বীজের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম হবে। ফলে, সরকারি ও বেসরকারি সেক্টরের বীজ সরবরাহের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে যা বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে।

বিদ্যমান স্থাপনা, যানবাহন ও যন্ত্রপাতি মেরামত, বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও বীজ গুদামসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যম বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বীজ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২৩১৮৮.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য "বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯/৮/২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির মোট ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে অংগ/খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তীতে মোট ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে প্রকল্প মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। সুতরাং উল্লিখিত বিষয় বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১১। প্রকল্পের অনুমোদনঃ প্রকল্পটি মোট ২৩১১৮.৫৫ লক্ষ (জিওবি) ব্যয়ে এপ্রিল/২০১৫ হতে জুন/২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্যে একনেক কর্তৃক গত ১২/০৫/২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ১৯/০৮/২০১৮ তারিখে আন্তঃঅংগ খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং পরে ২৬/৬/২০১৯ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

১২। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনঃ প্রকল্পটির সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) গত ১০/৩/২১ তারিখে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি অবনতির কারণে প্রকল্পের ঢাকার বাইরের এলাকাসমূহ পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটি ৭টি বিভাগের ৪৩টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের কাজসমূহ সরেজমিনে দেখার জন্য গত ২৫/৬/২১ তারিখে প্রকল্পের অন্তর্গত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক বীজ গুদাম, মিরপুর, ঢাকা এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এই প্রকল্প সাইট প্রকল্পের আওতায় যেসব কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ

"বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) মিরপুর, ঢাকায় প্রকল্পের কাজসমূহঃ

ক) নির্মাণ ও পূর্ত

ক্রঃনং	কাজের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ
১	মিরপুর বীজ উৎপাদন খামারে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	২০০০ রা.মি
২	মিরপুর বীজ উৎপাদন খামারে ইমপ্লিমেন্ট শেড নির্মাণ	১ টি
৩	মিরপুর বীজ উৎপাদন খামারে কভার্ড থ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	১ টি
৪	মিরপুর বীজ উৎপাদন খামারে পাকা রাস্তা নির্মাণ	১৩৫০ ব.মি.
৫	মিরপুর বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে অফিস ভবন নির্মাণ	১ টি
৬	মিরপুর বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে লোডিং-আনলোডিং শেড নির্মাণ	১ টি
৭	মিরপুর বীজ বিপণন বিভাগের গুদামে লোডিং-আনলোডিং শেড নির্মাণ	১ টি

খ) মেরামত, পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ

ক্রঃনং	কাজের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ
	স্থাপনা মেরামতঃ	
১	মিরপুর বীজ উৎপাদন খামারে টিনশেড গুদাম মেরামত	১টি
২	মিরপুর সবজি বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে গুদাম মেরামত	১টি
৩	ঢাকা বীজ বিপণন বিভাগের গুদাম মেরামত	১টি
৪	মিরপুর বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে অফিস ভবন মেরামত	১টি
৫	ঢাকা বীজ পরীক্ষাগারে ল্যাব মেরামত	১টি
৬	ঢাকা বীজ পরীক্ষাগারে পরিদর্শন বাংলো মেরামত	১টি

অন্যান্য (যানবাহন ও যন্ত্রপাতি) মেরামতঃ

ক্রঃনং	কাজের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ
৭	মিরপুর বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের ট্রাক মেরামত	২ টি
৮	মিরপুর বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের জার্মিনেটর মেরামত	২ টি
৯	সিনিয়র সহকারী পরিচালক, মিরপুর বীজ উৎপাদন খামারে পিকআপ মেরামত	১ টি
১০	মিরপুর সবজি বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের ডিহিউমিডিফায়র মেরামত	১ টি
১১	ঢাকা বীজ পরীক্ষাগারে জীপ মেরামত	২ টি

গ) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সরবরাহঃ

ক্রঃনং	কাজের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ
১	মিরপুর বীজ উৎপাদন খামারে পাওয়ার টিলার সরবরাহ	২ টি
২	মিরপুর বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ডাবল কেবিন পিকআপ সরবরাহ	১ টি
৩	মিরপুর বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে অটো হিট সিলার মেশিন সরবরাহ	২ টি
৪	মিরপুর বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ময়েশ্চার মিটার সরবরাহ	২ টি
৫	মিরপুর বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ফিউমিগেশন শীট সরবরাহ	১০টি
৬	ঢাকা বীজ পরীক্ষাগারে অটো হিট সিলার মেশিন সরবরাহ	১ টি

ক্রঃনং	কাজের নাম	সংখ্যা/পরিমাণ
৭	ঢাকা বীজ পরীক্ষাগারে ময়েশ্চার মিটার সরবরাহ	৫ টি
৮	মিরপুর সবজি বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে মটর সাইকেল সরবরাহ	১ টি

১৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনঃ	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
যানবাহন	থোক	১৭৭.০০
ফার্ম মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট (ট্রাক্টর, হার্ভেষ্টার, ট্রলি) ইত্যাদি	থোক	৯৮.২৪
সিড প্রসেসিং মেশিনারিজ (ক্লিনার কাম গ্রেডার, সিড ড্রায়ার, ব্যাগ ক্লোজিং মেশিন)	থোক	৭১.৩৪
সিড গোডাউন মেরামত	৮০ টি	৪০২.৭৩
অফিস বিল্ডিং মেরামত	৩১ টি	১১২.৬০
সিড টেস্টিং ল্যাবরেটরি	১৫ টি	৬৪.৮৬
ইনস্পেকশন বাংলো	১৪ টি	৭৪.০১
সম্পদ সংগ্রহ খ) পরিবহন ও যানবাহন		
জীপ	১ টি	৬৯.৩০
ডাবল কেবিন পিকআপ	১৫ টি	৮৫৯.৩০
মোটর সাইকেল	৪৫ টি	৭৮.৪৮
ট্রাক (১০ মেট্রিক টন)	২০ টি	১৫৯২.৫০
ট্রাক (০৫ মেট্রিক টন)	১০ টি	৬৪৯.৫০
ট্রাক (০৩ মেট্রিক টন)	৫ টি	২২৫.০০
ফার্ম মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট		
ট্রাক্টর	৩০ টি	১০২০.০০
পাওয়ার টিলার	৫০ টি	৮৮.১০
কাল্টিভেটর	১৫ টি	৩৭.৫০
রোটাভেটর	২০ টি	৭৯.০০
রাইস সিডলিং ট্রান্সপ্ল্যাণ্টার	৫ টি	১০০.৫০
কম্বাইন্ড হারভেস্টর	১০ টি	৪৯৫.৭৫
বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র		
ভিত্তি বীজের জন্য অটোসিড প্রসেসিং প্ল্যান্ট	১ টি	২৬৮৩.২৩
অটো হিট সিলার	৪০ টি	১৯.৫০
স্পেয়ার পার্টসহ জেনারেটর- (১৩৫ কেভিএ)	৩ টি	১১৯.৭০
ইলেকট্রিক সাবষ্টেশন- (২৫০ কেভিএ ২টি ও ৮০০ কেভিএ ১টি)	৩ টি	১৩৪.৪০
ময়েশ্চার মিটার (ডিজিটাল)	১৫০ টি	১১৫.৫০
ড্রায়ারসহ সিড ট্রিটমেন্ট মেশিন (৬-৮ মে.টন/ঘন্টা)	১০ টি	৩৪৮.০০
ফর্ক লিফ্ট (১.৫-২ টন)	২০ টি	৪৯৪.০০
ফিউমিগেশন সিট (২০ মি)	৫০০ টি	১৭৪৫.০০
সিড প্রি-ক্লিনার কাম গ্রেডার (৬-৮ মে.টন/ঘন্টা)	১৫ টি	১০৩৫.৭৫
সিড ড্রায়ার (৬-৭ টন)	৬ টি	২৯৪.০০
নির্মাণ ও পূর্ত		
সিড গোডাউন (২০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	৫ টি	২৪৮০.০০
সিড গোডাউন (১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	৫ টি	১৭৬৯.৮৬
ইমপ্লিমেন্ট সেড	১৫ টি	৫৪৯.৮৮
সাইলো সেড অব অটোসিড প্রসেসিং প্ল্যান্ট (১৩মি, ১৩মি, ১৯মি)	৩ টি	১৪৮.০০
অভ্যন্তরীণ পাকা রাস্তা (আরসিসি)	৬১৬৮ টি	৭৩৬.৮৭

মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনঃ	সংখ্যা	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
এইচবি রোড (ফার্মের অভ্যন্তরীণ রাস্তা)	৫০০০ টি	১৬৫.৬৭
সানিং ফ্লোর (প্রতিটি ৫০০ ব.মি.)	২১ টি	৩৯১.৮৭
কাভার্ড থ্রেসিং ফ্লোর (প্রতিটি ১৫০ ব.মি.)	৫ টি	১০৭.৫০
অফিস বিল্ডিং (প্রতিটি ৩০০ ব.মি.)	১৫ টি	৯৪৫.০০
ট্রানজিড গোডাউন নির্মাণ (২০০ মে.টন)	২০ টি	১১৫৯.০২
লোডিং আনলোডিং সেড	৩১ টি	২৫৯.৮৪
সীমানা প্রাচীর	১১২৬৮ রা.মি.	৮৪৫.৩১

১৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন উত্তোর কাজের বর্তমান অবস্থা: প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে জুন, ২০১৯ সালে। প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের ডিপিপির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অগ্রগতি নিম্নরুপঃ

অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
রাজস্ব						
(১) সরবরাহ ও সেবা:						
ভ্রমন ভাতা	থোক	থোক	১৬.০০	থোক	১৬.০০	
পোষ্টেজ	থোক	থোক	০.২৭	থোক	০.১৪	
টেলিফোন/টেলিগ্রাম/ টেলিপ্রিন্টার	থোক	থোক	১.০৮	১	০.৯১	
রেজিষ্ট্রেশন ফি	থোক	থোক	৩৪.৭৯	থোক	৩২.৬৪	
তেল ও গ্যাস	থোক	থোক	১৭.০১	থোক	১৬.৬২	
বীমা/ব্যাংক চার্জ	থোক	থোক	২.২১	থোক	২.২১	
ষ্ট্রেশনারী, সিল ও ষ্ট্যাম্প	থোক	থোক	১১.৮৮	থোক	১১.৮৮	
প্রচারণা, ম্যাগাজিন ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	১৪.০২	থোক	১৪.০২	
পরামর্শক	থোক	থোক	১৬৩.০২	থোক	১৬৩.০২	
সম্মানী ভাতা						
ক) টিইসি, স্ট্রিয়ারিং কমিটি ইত্যাদি	থোক	থোক	১৭.৫০	থোক	১৫.০৯	
খ) মধ্যবর্তী মূল্যায়ণ	থোক	থোক	১১.০০	থোক	১১.০০	
বিবিধ	থোক	থোক	১৭.০০	থোক	১৭.০০	
উপমোট (সরবরাহ ও সেবা)			**৩০৫.৭৮**		**৩০০.৫৩**	
২) মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন:						
যানবাহন	থোক	থোক	১৭৭.০০	থোক	১৭৬.৭১	
ফার্ম মেশিনারিজ এবং ইকুপমেন্ট, (ট্রাক্টর, টিলার, হ্যার্ভেষ্টার, ট্রলি) ইত্যাদি	থোক	থোক	৯৮.২৪	থোক	৯৭.৪৭	
সিড প্রসেসিং মেশিনারিজ (ক্লিনার কাম গ্রেডার, সিড ড্রায়ার ব্যাগ ক্লোজিং মেশিন)	থোক	থোক	৭১.৩৪	থোক	৭১.৩৪	
সিড গোডাউন মেরামত	সংখ্যা	৮০টি	৪০২.৭৩	৮০টি	৩৯৭.৬৯	
অফিস বিল্ডিং মেরামত	সংখ্যা	৩১টি	১১২.৬০	৩১টি	১১২.৫৮	
সিড টেস্টিং ল্যাবরটরি	সংখ্যা	১৫টি	৬৪.৮৬	১৫টি	৬৪.৭৭	
ইনস্পেকশন বাংলা	সংখ্যা	১৪টি	৭৪.০১	১৪টি	৭৩.৮৬	
উপমোট			১০০০.৭৮		৯৯৪.৩৬	
মোট রাজস্ব (১+২)			১৩০৬.৫৬		১২৯৪.৮৯	

অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মূলধন						
পরিবহন ও যানবাহন						
জীপ	সংখ্যা	১টি	৬৯.৩০	১টি	৬৯.০০	
ডাবল কেবিন পিকআপ	সংখ্যা	১৫টি	৮৫৯.৩০	১৫টি	৮৫৯.১৬	
মটর সাইকেল	সংখ্যা	৪৫টি	৭৮.৪৮	৪৫টি	৭৮.৪৮	
ট্রাক (১০ মেট্রিক টন)	সংখ্যা	২০টি	১৫৯২.৫০	২০টি	১৫৮৭.২৫	
ট্রাক (৫ মেট্রিক টন)	সংখ্যা	১০টি	৬৪৯.৫০	১০টি	৬৪৩.৮০	
ট্রাক (৩ মেট্রিক টন)	সংখ্যা	৫টি	২২৫.০০	৫টি	২১৯.৫০	
উপমোট (পরিবহন ও যানবাহন)			৩৪৭৪.০৮		৩৪৫৭.৪৯	
ন) ফার্ম মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট						
ট্রাক্টর	সংখ্যা	৩০টি	১০২০.০০	৩০টি	১০২০.০০	
পাওয়ার টিলার	সংখ্যা	৫০টি	৮৮.১০	৫০টি	৮৮.১০	
কাল্টিভেটর	সংখ্যা	১৫টি	৩৭.৫০	১৫টি	৩৭.৫০	
রোটাভেটর	সংখ্যা	২০টি	৭৯.০০	২০টি	৭৯.০০	
রাইস সিউলিং ট্রান্সপ্ল্যান্টার	সংখ্যা	৫টি	১০০.৫০	৩টি	১০০.৫০	
কম্বাইন্ড হারভেস্টর	সংখ্যা	১০টি	৪৯৫.৭৫	১০টি	৪৯৫.৭৫	
উপমোট ফার্ম মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট			১৮২০.৮৫	১৩০টি	১৮২০.৮৫	
প) বীজ প্রকিয়াজাতকরণ যন্ত্র						
ভিত্তি বীজের জন্য অটোসিড প্রসেসিং প্ল্যান্ট	সংখ্যা	১টি	২৬৮৩.২৩	১টি	২৬৮৩.২৩	
অটো হিট সিলার	সংখ্যা	৪০টি	১৯.৫০	৪০টি	১৯.৫০	
স্পেয়ার পার্টসহ জেনারেটর (১৩৫ কেভিএ)	সংখ্যা	৩টি	১১৯.৭০	৩টি	১১৯.৭০	
ইলেট্রিক সাব ষ্টেশন (২৫০ কিভিএ-২টি ও ৮০০ কিভিএ ১টি)	সংখ্যা	৩টি	১৩৪.৪০	৩টি	১৩৪.৪০	
ময়েশ্চার মিটার (ডিজিটাল)	সংখ্যা	১৫০টি	১১৫.৫০	১৫০টি	১১৫.৫০	
ড্রায়ারসহ সিড ট্রিটমেন্ট মেশিন (৬-৮ মে.টন/ঘন্টা)	সংখ্যা	১০টি	৩৪৮.০০	১০টি	৩৪৮.০০	
ফর্ক লিষ্ট (১.৫-২ টন)	সংখ্যা	২০টি	৪৯৪.০০	২০টি	৪৯৪.০০	
ফিউমিগেশন সিট (২০ মি:-১৫ মি:)	সংখ্যা	৫০০টি	১৭৪৫.০০	৫০০টি	১৭৪৫.০০	
সিড প্রি-ক্লিনার কাম-গ্রেডার (৬-৮ টন/ঘন্টা)	সংখ্যা	১৫টি	১০৩৫.৭৫	১৫টি	১০৩৫.৭৫	
সিড ড্রায়ার	সংখ্যা	৬টি	২৯৪.০০	৬টি	২৯৪.০০	
উপমোট (বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র)			৬৯৮৯.০৮	৭৪৮টি	৪৯৮৯.০৮	
ফ) অফিস ইকুইপমেন্ট						
কম্পিউটার ও আনুষাংগিক	সংখ্যা	২৬টি	২০.৬৩	২৬টি	২০.৬৩	
ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	৭টি	১৩.৯৬	৭টি	১৩.৯৬	
স্ক্যানার	সংখ্যা	১২টি	০.৬০	১২টি	০.৬০	

অংগের নাম	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং সাউন্ড সিষ্টেমসহ ল্যাপটপ	সংখ্যা	২ সেট	৩.৯৭	২ সেট	৩.৯৭	
উপমোট (অফিস ইকুইমেন্ট)			৩৯.১৫	৪৭টি	৩৯.১৫	
(ক) উপমোট (সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়) (ধ+ন+ফ)			১২৩২৩.১৭		১২৩০৬.৫৭	
নির্মান ও পূর্ত						
সিড গোডাউন (২০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	সংখ্যা	৫টি	২৪৮০.০০	৫টি	২৪৭৯.৮৯	
সিড গোডাউন (১০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	সংখ্যা	৫টি	১৭৬৯.৮৬	৫টি	১৭৬০.৭৪	
সিড গোডাউন (২০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	সংখ্যা	৫টি	২৪৮০.০০	৫টি	২৪৭৯.৮৯	
ইমপ্লিমেন্ট সেড (৭০'X৪০'X১৪')	সংখ্যা	১৫টি	৫৪১.৮৮	১৫টি	৫৪৯.০৯	
সাইলো সেড অব অটোসিড প্রসেসিং প্ল্যান্ট (১৩মি:'X১৩মি:X১৯মি:')	সংখ্যা	৩টি	১৪৮.০০	৩টি	১৪৮.০০	
অভ্যন্তরীণ পাকা রাস্তা	রা. মি.	৬১৬৮ রা.মি.	৭৩৬.৮৭	৬১৬৮ রা.মি.	৭৩৫.৮৯	
এইচবি রোড (ফার্মের অভ্যন্তরীণ রাস্তা)	রা.মি.	৫০০০ রা.মি.	১৬৫.৬৭	৫০০০ রা.মি.	১৬৫.৬৬	
সানিং ফ্লোর (প্রতিটি ৫০০ র.মি.)	সংখ্যা	২১টি	৩৯১.৮৭	২১টি	৩৯১.৬১	
কাভার্ড থ্রেসিং ফ্লোর (প্রতিটি ১৫০ ব. মি.)	সংখ্যা	৫টি	১০৭.৫০	৫টি	১০৭.২৫	
অফিস বিল্ডিং (প্রতিটি ৩০০ ব. মি.)	সংখ্যা	১৫টি	৯৪৫.০০	১৫টি	৯৪৪.৯১	
ট্রানজিট গোডাউন নিমার্ণ (২০০ মে.টন)	সংখ্যা	২০টি	১১৫৯.০২	২০টি	১১৫৭.৮৭	
লোডিং আন লোডিং সেড	সংখ্যা	৩১টি	২৫৯.৮৪	৩১টি	২৫৭.১৮	
সীমানা প্রাচীর	১১২৬৮ রা.মি.	১১২৬৮ রা.মি.	৮৪৫.৩১	১১২৬৮. রা.মি.	৮৪৩.৬৮	
(খ) উপমোট (নির্মাণ ও পূর্ত)=			**৯৫৫৮.৮২**		**৯৫৪১.৭৭**	
মোটমূলধন (ক+খ)=			**২১৮৮১.৯৯**		**২১৮৪৮.৩৪**	
রাজস্ব + মূলধন=			**২৩১৮৮.৫৫**		**২৩১৪৩.২০**	
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি			***০.০০***		***০.০০***	
প্রাইস কন্টিনজেন্সি			***০.০০***		***০.০০***	
সর্বমোট =			**২৩১৮৮.৫৫**		**২৩১৪৩.২০**	

১৫. **প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতিঃ** প্রকল্পের অনুকূলে আর্থিক অনুমোদন ছিল ২৩১৮৮.৫৫ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি২৩১৪৩.২০ (৯৯.৯৯%) লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৬. প্রকল্পের জনবল নিয়োগঃ

ডিপিপি অনুসারে জনশক্তি					বিএডিসি'র স্থায়ী জনবল	নিয়োগকৃত জনবল (সরাসরি, আউটসোর্সিং এবং দৈনিক ভিত্তিতে)			মোট নিয়োগকৃত জনবল
বিএডিসি'র স্থায়ী জনবল	সরাসরি নিয়োগ	আউট সোর্সিং	দৈনিক ভিত্তিতে	মোট		পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কর্মকর্তা-৪	-	-	-	০৪	০৪	-	-	-	-
কর্মচারী-০৪	-	-	-	০৪	০১	-	-	-	-
মোট=	-	-	-	০৮	০৫	-	-	-	-

১৭। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন মেয়াদ হতে পর্যন্ত মোট ০১ (এক) জন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে প্রকল্পপরিচালকদের তথ্য দেয়া হলোঃ

নাম, পদবী, বেতন-স্কেল	পূর্ণ সময়	আংশিক সময়	একাধিক প্রকল্পের দায়-দায়িত্ব	তারিখ		মন্তব্য
				যোগদান	বদলী/স্থানান্তর	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১. রিপন কুমার মন্ডল ব্যবস্থাপক (এএসসি), বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকা। বেতন স্কেল: ৫০,০০০-৭১,২০০/-	পূর্ণ সময়	-	-	২৮/০৭/২০১৫	০১/০১/২০২০	

১৮। Procurement of Works/goods এর উপর তথ্যাদিঃ

বিড ডকুমেন্ট অনুযায়ী ক্রয়ের বর্ণনা (পণ্য, কার্য এবং পরামর্শ সেবা)	টেন্ডার/বিড/প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকায়)		টেন্ডার/বিড/প্রস্তাব		কার্য সম্পাদন এবং পণ্য সরবরাহের তারিখ	
	প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী	চুক্তি মূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর/এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি/কার্যাদেশ অনুযায়ী	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক) পণ্য						
ধ) পরিবহন ও যানবাহন						
ডাবল কেবিন পিকআপ ৮টি + জীপ ১টি	৪৪০.০০	৪৪০.০০	১১/১১/২০১৫	৬/১২/২০১৫	০৩/০৪/২০১৬	২২/০২/২০১৬
১০ মে.টন ট্রাক ১০টি+ ৫ মে.টন ট্রাক ৫টি	১৫১৭.০০	১৫১৭.০০	১৭/০৫/২০১৭	-	২৬/১২/২০১৭	২৬/১২/২০১৭
৫ মে.টন ট্রাক ৫টি+১০ মে.টন ট্রাক ৫টি	৭১৪.০৫	৭১৪.০৫	২২/০৪/২০১৮	২৫/০৬/২০১৮	২৬/০৬/২০১৯	২৪/০১/২০১৯
৩ মে.টন ট্রাক ৫টি+ ডাবল কেবিন পিকআপ ৭টি	৬৪৪.৩০	৬৩৮.৬৬	০৯/১০/২০১৮	০৬/১২/২০১৮	২৭/০৬/২০১৯	২৭/০৬/২০১৯
ন)ফার্ম মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট						
ট্রাক্টর ৮টি+পাওয়ার টিলার ২০টি+কাল্টিভেটর ৩টি+রোটাভেটর ৫টি+কম্বাইন্ড হারভেস্টর ৩টি	৪৮৪.১০	৪৮৪.১০	১৭/১১/২০১৬	১২/০৩/২০১৭	১২/১০/২০১৭	১০/০১/২০১৭
প) বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্র						
ভিত্তি বীজের জন্য অটো সিড প্রসেসিং প্ল্যান্ট	২৬৮৩.২৩	২৬৮৩.২৩	০১/১১/২০১৭	২৫/০৪/২০১৮	০৩/০৮/২০১৯	০৩/০৮/২০১৯

বিড ডকুমেন্ট অনুযায়ী ক্রয়ের বর্ণনা (পণ্য, কার্য এবং পরামর্শ সেবা)	টেন্ডার/বিড/প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকায়)		টেন্ডার/বিড/প্রস্তাব		কার্য সম্পাদন এবং পণ্য সরবরাহের তারিখ	
	প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী	চুক্তি মূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর/এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি/কার্যাদেশ অনুযায়ী	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সিড ট্রিটমেন্ট মেশিন (৬-৮ মে:টন/ঘন্ট)	৩৪৮.০০	৩৪৮.০০	০৩/০৫/২০১৭	২৯/০৬/২০১৭	২৭/০৯/২০১৮	২৭/০৯/২০১৮
ফর্ক লিফট (১.৫-২ টন)	৪৯৪.০০	৪৯৪.০০	২৯/০৮/২০১৬	১২/০২/২০১৭	১০/০২/২০১৮	১৫/০১/২০১৮
ফিউমিগেশন সিট (২০ মিঃ-১৫ মিঃ)	১৭৪৫.০০	৫২৩.৫০	০৩/১২/২০১৫	২২/০৩/২০১৬	২৬/০৯/২০১৬	২৬/০৯/২০১৬
		৬৯৮.০০	৩০/১০/২০১৬	১২/০২/২০১৭	১৯/০৯/২০১৭	২৪/০৮/২০১৭
		৫২৩.৫০	০৬/০৩/২০১৭	৩০/০৫/২০১৭	১১/০৮/২০১৮	১০/০৬/২০১৮
সিড প্রি-ক্লিনার কাম-গ্রেডার (৬-৮ মে:টন/ঘন্ট)	১০৩৫.৭৫	১০৩৫.৭৫	২৮/০৮/২০১৬	০৫/০৩/২০১৭	০৬/০৬/২০১৮	১৫/০২/২০১৮
খ) কার্য						
বীজ গুদাম নির্মাণ (১০০০ মে:টন) বীজ বিপণন, শেরপুর।	৩৭২.১৮	৩৭২.১৭	২৭/০৩/২০১৬	২৪/০৫/২০১৬	২৬/০৪/২০১৭	২৫/০৪/২০১৭
বীজ গুদাম নির্মাণ (১০০০ মে:টন) বীজ বিপণন, নেত্রকোণা।	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	২৩/১১/২০১৬	২৮/০২/২০১৭	০৫/০৪/২০১৮	০৫/০৪/২০১৮
মেহেরপুর-২০০০ মে:টন বীজ গুদাম ১টি+কভার্ড থ্রেসিং ফ্লোর ১টি + ইমপ্লিমেন্ট শেড ১টি	৫৭৬.০৫	৫৭৬.০৫	২৮/০৯/২০১৬	১২/০২/২০১৮	০২/০৯/২০১৮	০৩/০৬/২০১৮
দিনাজপুরে-২০০০ মে:টন বীজ গুদাম ১টি +সানিং ফ্লোর ১টি + অফিস ভবন ১টি+ ২০০ মে:টন ট্রানজিট গুদাম ১টি+ লোডিং-আনলোডিং শেড ২টি + বাউন্ডারী ওয়াল	৭২১.০৩	৭২১.০৩	২৩/১১/২০১৬	১২/০৩/২০১৭	১১/০৭/২০১৮	০৪/০৭/২০১৮
টেবুনিয়া, পাবনাতে ২০০ মে:টন বীজ গুদাম ১টি+সানিং ফ্লোর ১টি	৩৯৭.৩০	৩৮৯.৮৭	১৭/১১/২০১৬	১৫/০১/২০১৭	০৮/০৪/২০১৮	০৮/০৪/২০১৮
চুয়াডাঙ্গা বীপ্রকে দপ্তরে-২০০০ মে:টন ১টি+২০০ মে:টন ট্রানজিট গুদাম ১টি+ লোডিং-আনলোডিং শেড ২টি+ সানিং ফ্লোর ১টি এবং চুয়াডাঙ্গা বীআমক দপ্তরে- সানিং ফ্লোর ১টি	৫৪৯.৩৫	৫৪৯.৩৫	২৭/০৪/২০১৭	২৮/০৬/২০১৭	১০/১০/২০১৮	০৮/১০/২০১৮
১০০০ মে.টন বীজ গুদাম ১টি+ অফিস ভবন (কুড়িগ্রাম বীবি)	৩৩৯.২০	৩৩৯.২০	২৭/০৪/২০১৭	২৮/০৬/২০১৭	০৭/০৯/২০১৮	০৭/০৯/২০১৮
মধুপুর বীপ্রকে- ২০০০ মে:টন বীজ গুদাম ১টি +এইচবিবি রাস্তা+ ২০০ মে:টন ট্রানজিট গুদাম ১টি+ লোডিং-আনলোডিং শেড ১টি+এবং জামালপুর বীআমক- সানিং	৮৫৯.২৭	৮৫১.৭৪	২৭/০৪/২০১৭	২৮/০৬/২০১৭	০৭/০৬/২০১৯	০৭/০৬/২০১৯

বিড ডকুমেন্ট অনুযায়ী ক্রয়ের বর্ণনা (পণ্য, কার্য এবং পরামর্শ সেবা)	টেন্ডার/বিড/প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকায়)		টেন্ডার/বিড/প্রস্তাব		কার্য সম্পাদন এবং পণ্য সরবরাহের তারিখ	
	প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী	চুক্তি মূল্য	আহবানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর/এলসি খোলার তারিখ	চুক্তি/কার্যাদেশ অনুযায়ী	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ফ্লোর ১টি এবং চুয়াডাঙ্গা বীআমক দপ্তরে- সানিং ফ্লোর ১টি+ অফিস ভবন ১টি এবং জামালপুর কঃগ্রোঃ-সানিং ফ্লোর ১টি+ট্রানজিট গোডাউন-১ও২+বাউন্ডারী ওয়াল						
সুনামগঞ্জ বীবি দপ্তরে-১০০০মে.টন বীজ গুদাম ১টি+ইটাখোলা, হবিগঞ্জ খামারে-বাউন্ডারী ওয়াল + ইটাখোলা, হবিগঞ্জ, কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোনে-বাউন্ডারী ওয়াল	৪৪২.৯৭	৪৪২.৯৭	২৭/০৪/২০১৭	২৮/০৬/২০১৭	১৬/০২/২০১৯	১৫/০১/২০১৯
টেবিনুয়া বীপ্রকে দপ্তরে- ২০০০ মে:টন বীজ গুদাম ১টি + অফিস ভবন ১টি+ লোডিং-আনলোডিং শেড ১টি+ লোডিং-আনলোডিং শেড ২ নির্মাণ+ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ এবং টেবুনিয়া খামার দপ্তরে-ইমপ্লিমেন্ট শেড নির্মাণ+২০০ মে.টন ট্রানজিট গোডাউন নির্মাণ+ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ+ গোডাউন-১ ও গোডাউন-২ মেরামত+ উপ-পরিচালক অফিস ভবন মেরামত+ পরিদর্শন বাংলো মেরামত+এবং টেবুনিয়া কঃগ্রোঃ জোন দপ্তরে উপ-পরিচালক অফিস ভবন নির্মাণ+ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ+এবং টেবুনিয়া এএসসি দপ্তরে-গোডাউন মেরামত+পরিদর্শন বাংলো মেরামত	৯০৯.২৮	৯০৬.৬০	০৩/০৫/২০১৭	২৮/০৬/২০১৭	৩০/০১/২০১৯	২০/০১/২০১৯
গ) ক্রয়কৃত পরামর্শ সেবা						
পরামর্শক	১৬৩.০২	১৬৩.০২	১৪/০৯/২০১৫	১৪/০১/২০১৬	৩১/১২/২০১৯	৩১/১২/২০১৯

১৯। **প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামতঃ** প্রকল্পটির উপকারভোগী মূলত বিএডিসির কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। প্রকল্পের বিভিন্ন নির্মাণ কাজ, যানবাহন ক্রয়, মেশিন সরবরাহের ফলে তাদের দৈনন্দিন কাজের গতি

বেড়েছে এবং তাদের মূল কাজ অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন স্থানে বীজ সরবরাহের কাজটি সহজতর হয়েছে মর্মে উপপরিচালক জানান।

২০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ**

পরিকল্পিত	অর্জিত
ক) বিদ্যমান সুযোগ সুবিধাদি প্রতিস্থাপন, নবায়ন এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ উচ্চ ফলনশীল ফল ও সবজি চারাসহ ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও তৈল, পাট, আলু এর ২,৪৯,৮০০ মেট্রিক টন মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।	ক) প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিএডিসি'র বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা প্রতিস্থাপন, নবায়ন ও আধুনিকায়নের ফলে বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প শুরুর প্রাক্কারে ২০১৩-১৪ সালে বিএডিসি'র বীজ উৎপাদন ক্ষমতা ১,১৯,০০০ মে.টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০২০ সালে ১৪০০০০ মে.টন উন্নীত হয়েছে এবং ২০২০-২১ সালে ১৫০০০০ মে.টনে উন্নীত হবে।।
খ) অতি পুরাতন যানবাহন ও কৃষি যন্ত্রপাতি পরিবর্তনের মাধ্যমে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কমানো।	খ) নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের ফলে পুরাতন যন্ত্রপাতি নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেকাংশেই কমেছে।
গ) ১৬টি বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।	গ) নতুন বীজ গুদাম (৫টি ২০০০ মে.টন, ৫টি ১০০০ মে.টন ও ২০টি ২০০ মে.টন) নির্মাণের ফলে ১৯০০০ মে.টন অতিরিক্ত বীজ সংরক্ষণ ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঘ) বিদ্যমান ১০০টি বীজ বিক্রয় কেন্দ্র হালনাগাদের মাধ্যমে বীজের বাজারজাতকরণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করা।	ঘ) বিএডিসি'র বীজ বিক্রয় কেন্দ্রগুলো মেরামত ও হালনাগাদের মাধ্যমে বিএডিসি'র বীজ বিক্রয় ও বিতরণ দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঙ) বেসরকারি পর্যায়ের বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।	ঙ) বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির ফলে বেসরকারি পর্যায়ের বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সেবা প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে।

২১। উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণঃ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই অর্জিত হয়েছে। তাই বাস্তবায়িত প্রকল্পটিকে একটি সফল প্রকর্প বলা যায়।

২২। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

২২.১ প্রকল্পের আওতায় উপপরিচালকের কার্যালয়ে, মিরপুর এর দোতলা ভবনটি নির্মাণ করার পূর্বে উপপরিচালকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে বিএডিসি'র পুরাতন ভবনে অফিস করতে হতো। ভবনটি নির্মাণের ফলে তাদের অফিসভবনে স্থান সংকুলান সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে উপপরিচালক জানান।

২২.২ আঞ্চলিক বীজ গুদাম, মিরপুর এ বীজ গুদামের সামনে দুটি গাড়ির শেডে নির্মাণ করা হয়েছে ফলে বৃষ্টির সময় ট্রাক লোড আনলোড করার সময় বীজের বস্তাগুলো পানিতে ভিজে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়।

২২.৩ বীজ গুদামে সীড ড্রায়ার মেশিন সংযোজনের ফলে খুব কমসময়ে অধিক পরিমাণে বীজের ধান, গম ইত্যাদি শুকানো সম্ভব হচ্ছে।

২২.৪ এই প্রকল্প থেকে ইমপ্লিমেন্ট শেড নির্মাণের ফলে অত্র গুদামের ব্যবহৃত যানবাহনসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের অনেক সুবিধা হয়েছ।

২২.৫ এই প্রকল্প থেকে থ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণের ফলে অত্র গুদামের বীজসমূহ বর্ষাকালে শুকানো সম্ভব হচ্ছে।

২২.৬ প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত ডাবল কেবিন পিকআপ গুলো দিয়ে সহজেই বীজ এক গুদাম থেকে আরেক গুদামে আনা নেওয়া করা যাচ্ছে।

২২.৭ প্রকল্পের আওতায়ময়েশ্চার মিটার, ফিউমিগেশন শীট, হিট সিরার মেশিন ইত্যাদি সরবারহ কার ফলে বীজের ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা সহজতর হয়েছে।

২৩। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বিশেষ নির্মাণ কাজের সাইট সংক্রান্ত কিছুটা জটিলতার সম্মুখীন হতে হযেছে যা সর্বাঙ্গীন টেষ্টায় সমাধান করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

২৪। **অডিট সংক্রান্তঃ**

২৪.১ **অভ্যন্তরীণ অডিটঃ** প্রকল্পের ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৬টি অডিট এর মধ্যে ১টি অমীমাংসিত রয়েছে। অন্যদিকে ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অভ্যন্তরীন অডিট কার্যক্রম শুরু হয় নাই।

২৪.২ **বাণিজ্যিক অডিটঃ**২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৬টির মধ্যে ৪টি, ২০১৬-১৭ এর ১টি, ২০১৭-১৮ এর ৩টি এবং ২০১৮-১৯ এর ৩টি অডিট আপত্তি অমীমাংসিত রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাণিজ্যিক অডিট কার্যক্রম শুরু হয় নাই।

২৫।সুপারিশ/মতামতঃ

২৫.১ প্রকল্পের অমীমাংসিত ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩টি অভ্যন্তরীন অডিট এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ৪টি, ২০১৬-১৭ এর ১টি, ২০১৭-১৮ এর ৩টি এবং ২০১৮-১৯ এর ৩টি বাণিজ্যিক অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২৫.২ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মেশিন যানবাহনসমূহের একটি তালিকা/ইনভেন্টরী তৈরিপূর্বক সংরক্ষণ করতে হবে।

২৫.৩ প্রকল্প স্থলে প্রকল্পের অধীনে কি কি কাজ সম্পন্ন হয়েছে তার তথ্য সম্বলিত একটি সাইন বোর্ড স্থাপন করা যেতে পারে।

২৫.৪ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সকল মেশিন ও যানবাহনে প্রকল্পের নাম লিখতে হবে।

ধান, গম ও ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের

প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তি: জুন, ২০২০)

১. প্রকল্পের নাম : ধান, গম ও ভুট্টার উন্নতর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।

২. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়।

৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)।

৪. প্রকল্প অনুমোদন :

		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অনুমোদনের তারিখ
মূল	:	একনেক	১৮/০৮/২০১৫ খ্রিঃ
১ম সংশোধিত	:	মাননীয় কৃষি মন্ত্রী	১৮/০৭/২০১৮ খ্রিঃ

৫. অর্থায়নের উৎস : বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ও বিএডিসি এর নিজস্ব তহবিল।

৬. প্রকল্পের অবস্থান : ৬ টি বিভাগে ৩৫ টি জেলার ১৬৬ টি উপজেলা।

৭. অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল : (লক্ষ টাকায়)

বিষয়	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল	মূল এর তুলনায়	
			ব্যয় বৃদ্ধি (%)	মেয়াদ বৃদ্ধি (%)
মূল	৩৫৩৪৫.০০ (জিওবি অনুদান- ২৮১৪৫.০০) (নিজস্ব তহবিল- ৭২০০.০০)	০১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত	-	-
১ম সংশোধিত	৩৮৩৮০.৬৭ (জিওবি অনুদান- ৩১১৮০.৬৭) (নিজস্ব তহবিল- ৭২০০.০০)	০১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত	৮.৬%	-

৮. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

ক) চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ১,৫০,০০০ মেট্রিক টন গুণগত মানসম্পন্ন দানা শস্য বীজ (ধান, গম, ভুট্টা) উৎপাদন এবং সংগ্রহ;

খ) সংগৃহীত বীজের মান পরীক্ষা করা এবং সঠিকভাবে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং চাষি পর্যায়ে বিতরণ নিশ্চিত করা;

গ) বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রণে সেবা প্রদান।

৯. **প্রধান কার্যক্রম:**

ক) প্রকল্প মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের নিকট হতে ১,৫০,০০০ মে.টন বীজ ক্রয়;
খ) সম্পদ সংগ্রহ (ডাবল কেবিন পিকআপ-৬টি, মটরসাইকেল-১৫টি, ট্রাক ১০ মে.টন-৬টি, ব্যাগ সেলাই মেশিন-১২টি, ২২০ কেভিএ জেনারেটর -৩টি, ফর্ক লিফ্ট-১২টি, সীড ক্লিনার কাম গ্রেডার-৮টি, জার্মিনেটর-৮টি, ফিউমিগেশন সীট-১৫০টি);
গ) গ্যারেজ ও সেড নির্মাণ-১২টি (১২০০ বর্গ মিটার);
ঘ) ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ-৮টি; ও ঙ) বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ-৪৮০০ রানিং মিটার।

১০. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১.	কর্মচারীদের বেতন	সংখ্যা	২৮	২১৬.০০	২৮	২০৪.৯১
২.	ভাতাদি	সংখ্যা	২৮	২৫.০০	২৮	২৩.১৩
৩.	ভ্রমণ ভাতা ও বদলিজনিত ভাতা	থোক	থোক	১৯০.০০	থোক	১৮১.৮৯
৪.	ওভারটাইম ভাতা	থোক	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯৯
৫.	পৌর কর	থোক	থোক	৪০.০০	থোক	৩৭.০৫
৬.	ভূমি কর	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৯
৭.	ডাক ও তার	থোক	থোক	৫.০০	থোক	২.৯৭
৮.	টেলিফোন ও ইন্টারনেট বিল	থোক	থোক	১০.০০	থোক	৭.৬৫
৯.	রেজিস্ট্রেশন/রোড ট্যাক্স/ ফিটনেস	থোক	থোক	৩০.০০	থোক	২৫.৬৮
১০.	বিদ্যুৎ	থোক	থোক	৪০০.০০	থোক	৩৬৮.৫৯
১১.	তেল ও জ্বালানি	থোক	থোক	২০০.০০	থোক	১৮৬.৪৫
১২.	ব্যাংক/বীমা চার্জ	থোক	থোক	২০.০০	থোক	১৮.৬৪
১৩.	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	থোক	৪০.০০	থোক	৩৯.৯৯
১৪.	স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্পস	থোক	থোক	৫০.০০	থোক	৪৯.৯৯
১৫.	বিজ্ঞাপন, প্রচার ও প্রকাশনা	থোক	থোক	৫০.০০	থোক	৪২.১৬

১৬.	ইউনিফর্ম	থোক	থোক	১০.০০	থোক	৯.৯৭
১৭.	কৃষক প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২৬১০	৩৫.০০	২৬১০	৩৪.৯৯
১৮.	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২০০	৮.০০	২০০	৭.৮৪
১৯.	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ স্টাডি ট্যুর	সংখ্যা	২১	১১৪.০০	২১	৮৩.৯৯
২০.	অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	-	১৯.৬৭	-	১৯.৬৭
২১.	বীজ ক্রয়	মে.টন	১৫০০০০	১৩৭০০.০০	১৫০০০০	১৩৬৯৯.৯৯
২২.	বীজের আনুষঙ্গিক খরচ	মে.টন	১৫০০০০	১৬৫০০.০০	১৫০০০০	১৬৪৯৯.৯১
২৩.	বীজ শোধনের জন্য রাসায়নিক পদার্থ	লি.	৩০০০	১০০.০০	৩০০০	৯৯.৮৯
২৪.	বিভিন্ন কমিটি/ রিমুনারেশন	থোক		১০.০০	-	৯.৯৯
২৫.	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি	থোক		১০.০০	-	১০.০০
২৬.	ডানেজ ক্রয়	টি	১২০০	১০০.০০	-	৯৯.৫২
২৭.	বিবিধ/ অন্যান্য		-	২৮.০০	-	২৭.৯৯
২৮.	মটর যানবাহন	থোক	-	১০০.০০		৯৯.৫৭
২৯.	কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	-	১৫.০০		১৫.০০
৩০.	কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	-	৭৫.০০		৭৪.৯৯
৩১.	অফিস ভবন মেরামত	টি	১৩	৮৫.০০	১৩	৮৪.৯৯
৩২.	অফিস ভবন	ব.মি.	২০০০	২৫০.০০	২০০০	২৪৯.৯৮
৩৩.	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	থোক	-	৩০.০০	-	৩০.০০
৩৪.	গুদাম, সানিং ফ্লোর ইত্যাদি	টি	৩৬	৫০.০০	৩৬	৫০.০০
৩৫.	পুরাতন বীজ গুদাম সংস্কার	ব.মি.	৪৫০০০	৫০০.০০	৪৫০০০	৪৯৯.৯৮
৩৬.	মোটর সাইকেল	টি	১৫	২৭.০০	১৫	২৬.৭০
৩৭.	ডাবল কেবিন পিকআপ	টি	৬	৩৩০.০০	৬	৩৩০.০০
৩৮.	ট্রাক (১০ মেট্রিক টন)	টি	৬	৪৮০.০০	৬	৪৭৯.৮৮

৩৯.	ব্যাগ সেলাই মেশিন	টি	১২	২৪০.০০	১২	২৪০.০০
৪০.	জেনারেটর (২২০ কেভিএ)	টি	৩	১২০.০০	৩	১২০.০০
৪১.	ফর্ক লিফ্ট (১.৫ মে.টন)	টি	১২	৩০০.০০	১২	৩০০.০০
৪২.	সিড ক্লিনার কাম গ্রেডার	টি	১২	৮৪০.০০	১২	৮৩৯.৯৯
৪৩.	বীজ পরীক্ষাগারের জন্য এসি	টি	৬	১৫.০০	৬	১৪.৯৯
৪৪.	জার্মিনেটর	টি	১২	২৪০.০০	১২	২৩৯.৯৪
৪৫.	ময়েশ্চার মিটার	টি	২৪	১৯.০০	২৪	১৮.৯৪
৪৬.	ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি	থোক		২০.০০		১৯.৯৯
৪৭.	ফিউমিগেশন সিট	টি	২৭০	৯৪৫.০০	২৭০	৯৪১.৫৫
৪৮.	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ইত্যাদি	টি	১৩	১০.০০	১৩	৯.৯৮
৪৯.	ফটোকপিয়ার ও যন্ত্রাংশ	টি	৮	১৪.০০	-	১৩.৯৮
৫০.	অফিস যন্ত্রাংশ ও আসবাবপত্র	থোক		১৫.০০		১৪.৯৯
৫১.	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	থোক		১০.০০		১০.০০
৫২.	খুচরা কৃষি যন্ত্রপাতি	থোক	-	৪৫.০০	-	৪৪.৯৬
৫৩.	ত্রিপল	টি	৬৬	১০.০০	৬৬	১০.০০
৫৪.	ভূমি উন্নয়ন	ঘ.মি.	৭০০০	৪০.০০	৭০০০	৩৯.৯৮
৫৫.	গ্যারেজ এবং সেড নির্মাণ	টি	১৬	১৫০.০০	১৬	১৪৯.৯৯
৫৬.	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	রা.মি.	৭০০	৫০.০০	৭০০	৪৯.৯৩
৫৭.	ড্রেন নির্মাণ	রা.মি.	১২৫০	৩০.০০	১২৫০	২৯.৯৯
৫৮.	ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ	টি	৮	২৪০.০০	৮	২৩০.১৫
৫৯.	সানিং ফ্লোর নির্মাণ	ব.মি.	১৫০০	৬০.০০	১৫০০	৫৯.৯৮
৬০.	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	রা.মি.	৪৮০০	৪০০.০০	৪৮০০	৩৯৯.৯৯
	সর্বমোট:			৩৮৩৮০.৬৭		৩৭৫৪৮.৪০

সূত্র: পিসিআর

১১। অর্থবছরভিত্তিক ডিপিপি'র আর্থিক সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপি'তে সংস্থান	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	ব্যয়
২০১৫-২০১৬	১৪,০৮৪.১১	১২৯৪০.০৭	১২৯৪০.০৭	১২৯২৪.১৮
২০১৬-২০১৭	৬৯৯৫.৬৬	৮১৫৯.৯৩	৮১৫৯.৯৩	৮১৫৯.৫৯
২০১৭-২০১৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৪৯৪.৬৮
২০১৮-২০১৯	৭০১০.০০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	৬৪৯৮.৭৫
২০১৯-২০২০	৪৭৯০.৯০	৪৫১৭.০০	৪৪৮৬.৯৯	৪৪৭৫.১৯
সর্বমোট	৩৮৩৮০.৬৭	৩৭৬১৭.০০	৩৭৫৮৬.৯৯	৩৭৫৪৮.৪০

সূত্র: পিসিআর

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পদবি ও দপ্তর	দায়িত্বকাল	দয়িত্বের ধরন
জনাব প্রদীপ চন্দ্র দে	যুগ্মপরিচালক, বিএডিসি	১২/০৪/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত	পূর্ণকালীন

১৩। আর্থিক কার্যক্রমের অডিট সম্পর্কিত তথ্য: প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের কোন ইন্টারনাল অডিট হয়নি। ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের এক্সটারনাল অডিট হয়েছে যাতে মোট ১১টি আপত্তি রয়েছে। নিচে পিসিআর মোতাবেক অর্থ বছরভিত্তিক এক্সটারনাল অডিটের তথ্য দেয়া হল-

এক্সটার্নাল অডিট:

অর্থবছর	অডিট প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	আপত্তির বিষয়	আপত্তিতে জড়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
২০১৫-২০১৬	২৪/০৪/২০১৭	বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা অর্থ ও প্রদত্ত অগ্রিম আদায়/সমন্বয় না হওয়ায় অনাদায় টাকা।	০.৪০	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
২০১৬-২০১৭	০১/০১/২০১৮	পুরাতন/ অকেজো মালামাল	১.৫২	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ

এক্সটার্নাল অডিট:				
অর্থবছর	অডিট প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	আপত্তির বিষয়	আপত্তিতে জড়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
		নিলামে বিক্রির ক্ষেত্রে নিলামকৃত মালামালের মূল্য পরিশোধের সময় ৫% হারে আয়কর ও ৪% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।		করা হয়েছে।
২০১৭-২০১৮	২৫/০২/২০১৯	প্রকল্পে প্রদত্ত জিওবি টাকার উপর ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৪৩.২৭	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
২০১৮-২০১৯	২৬/১২/২০১৯	প্রকল্প ব্যয়ের জন্য প্রদত্ত জিওবি টাকার উপর ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১১.৮২	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
		সরকারি অর্থে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কাজের টেন্ডার সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়ায় রাজস্ব ক্ষতি।	২.৩৮	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
		দরপত্র প্রস্তাবসহ চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ, টেন্ডার সিডিউল, কাজের সাইট হস্তান্তর ও লে-আউট ও হ্যান্ডিং-টেকিং পত্র বিলের সাথে না পাওয়ায় সিলেট বীজ উৎপাদন কেন্দ্রর সাইট ডেভেলপমেন্ট এবং কার্পেটিং রোডের কাজের বিল পরিশোধে অনিয়মিত ব্যয়।	১৮.৬৬	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
		দরপত্র প্রস্তাবসহ চুক্তি সম্পাদনের নোটিশ, বস্তা ক্রয়ের সময়সীমা বর্ধিতকরণের অনুমোদনপত্র, টেন্ডার সিডিউল, পরিদর্শন রির্পোট বিলে সাথে না পাওয়ায় বস্তা ক্রয় বিল পরিশোধের অনিয়মিত ব্যয়।	৫৭.৫৮	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

এক্সটার্নাল অডিট:				
অর্থবছর	অডিট প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	আপত্তির বিষয়	আপত্তিতে জড়িত অর্থের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
		লোডিং আনলোডিং সেড নির্মাণের কার্যদেশ, কাজের প্রাক্কলন, টেন্ডার সিডিউল ও হ্যান্ডিং-টেকিং পত্র বিলের সাথে না পাওয়ায় নেত্রকোনা বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের লোডিং-আনলোডিং সেড নির্মাণে অনিয়মিত ব্যয়।	৯.৪৯	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
		সরবরাহকারীর নিকট থেকে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	০.১৪	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
		সরবরাহকারীর নিকট থেকে পারফরমেন্স সিকিউরিটি জমা না রাখায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৭.০২	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
		প্রকল্পের ব্যয়ের জন্য প্রদত্ত জিওবি টাকার উপর সোনালী ব্যাংক লিমিটেড হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩.৯৫	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪। মূল্যায়ন পদ্ধতি: মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নের পদ্ধতি/মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে-

ক. ডিপিপি পর্যালোচনা;
খ. পিসিআর পর্যালোচনা;
গ. সরেজমিন পরিদর্শন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ; ও
ঘ. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৫। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:
আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কৃত কাজ পর্যবেক্ষণ করার জন্য গত ২৯/১২/২০২১ তারিখ বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, বিএডিসি, ফেনী এবং ০৭/০৩/২০২২ তারিখ ধান, গম ও ভুট্টার বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন কেন্দ্র, বিএডিসি, গাজীপুর পরিদর্শন করা হয়। কেন্দ্রসমূহে বীজ উৎপাদন/ক্রয়, প্রকল্প কার্যালয় হতে সম্পদ সরবরাহের অবস্থা এবং পূর্ত কাজ পরিদর্শন করা হয়।

১৫.১ বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, বিএডিসি, ফেনী:

১৫.১.১ বীজ উৎপাদন/ক্রয়: ফেনী জেলায় অবস্থিত বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের অধীন ০৪টি জেলা রয়েছে। জেলাগুলো হল ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম। বর্ণিত জেলার কেন্দ্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ চাষি কর্তৃক বীজ উৎপাদন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে আউশ, আমন ও বোরো ধানের বীজ উৎপাদন করা হয় এবং উৎপাদিত বীজ লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করা হয়। কেন্দ্র পরির্দশনকালে জানা যায় চুক্তিবদ্ধ চাষি ও নিজস্ব খামারের মাধ্যমে আউশ, আমন ও বোরো ধানের মোট ৩৯০০.০০ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদন এবং ক্রয় করা হয় এবং ক্রয়কৃত বীজ কেন্দ্রে অবস্থিত বিএডিসি এর বীজ গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত সব বীজ স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বিতরণ/বিক্রয় করা হয়। অর্থবছর ভিত্তিক ধানের বীজ ক্রয়/বিতরণের চিত্র নিম্নরূপ: (মেট্রিক টন)

অর্থবছর	আউশ ধানের বীজ ক্রয়/ সংরক্ষণ/বিতরণ	আমন ধানের বীজ ক্রয়/ সংরক্ষণ/বিতরণ	বোরো ধানের বীজ ক্রয়/ সংরক্ষণ/বিতরণ	মোট
২০১৭-১৮	-	৪২৯.০০	৯১৮.০০	১৩৪৭.০০
২০১৮-১৯	২২.০০	৫১২.০০	৭২৮.০০	১২৬২.০০
২০১৯-২০	১৬.০০	৩৮৫.০০	৮৯০.০০	১২৯১.০০
সর্বমোট	৩৮.০০	১৩২৬.০০	২৫৩৬.০০	৩৯০০.০০

১৫.১.২ সম্পদ সংগ্রহ: প্রকল্পের মাধ্যমে এ কেন্দ্রে প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ০১টি জার্মিনেটর, ০১টি ডাবল কেভিন পিক-আপ, ০১টি ব্যগ সেলাই মেশিন, ১০টি ফিউমিগেশন সীট, ০১টি ফর্ক লিফ্ট ও ০১টি সীড ক্লিনার কাম গ্রেডার মেশিন, ০১টি ডাস্ট কালেক্টর, ০২টি ময়েশ্চার মিটার এবং কিছু ল্যাব যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। পরির্দশনকালে জার্মিনেটর, ফর্ক লিফ্ট, ময়েশ্চার মিটার এবং সীড ক্লিনার কাম গ্রেডার মেশিনের সচলতা যাচাই করা হয় এবং প্রতিটি যন্ত্র সচল পাওয়া যায়।

১৫.১.৩ পূর্ত কাজ: প্রকল্পের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, ফেনীতে ট্রানজিট বীজ গুদাম নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, গুদাম সংস্কার কাজ করা হয়। নিচে উক্ত কেন্দ্রের পূর্ত কাজের প্রকিউরমেন্টের তথ্য দেয়া হলো-

ক্রম	কাজের নাম ও বিবরণ	টেন্ডারের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি অনুযায়ী মূল্য (লক্ষ টাকা)	কাজ সমাপ্তির তারিখ
১।	ট্রানজিট বীজ গুদাম নির্মাণ (১০০ বর্গ মিটার)	২৫/০২/২০১৮ (২৫.২১)	২৫.২১	০৮/০৮/২০১৮
২।	গুদাম নির্মাণ	১৮/০২/২০১৮ (১৬.২০)	১৬.২০	০৮/০৮/২০১৮
৩।	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ (৬৭৯ বর্গ মিটার)	২৫/০২/২০১৮ (২১.৭৯)	২১.৩৮	১২/০৫/২০১৯
৪।	ড্রেন নির্মাণ (৪৫ মিটার)			
৫।	সানিং ফ্লোর (৪০০ বর্গ মিটার)			
৬।	গুদামের ছাদ মেরামত (২টি)	০৬/১০/২০১৯ (৬.২৩)	৬.২৩	১৫/০৩/২০২০

১৫.২ ধান, গম ও ভুট্টার বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন কেন্দ্র, বিএডিসি, গাজীপুর:

১৫.২.১ বীজ উৎপাদন/ক্রয়: গাজীপুরে অবস্থিত ধান, গম ও ভুট্টার বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন কেন্দ্রের অধীন ০৪টি জেলা রয়েছে। জেলাগুলো হল গাজীপুর, নরসিংদী, ঢাকা এবং টাঙ্গাইল। বর্ণিত জেলার কেন্দ্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ চাষি কর্তৃক বীজ উৎপাদন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে ২০১৫-১৬ অর্থবছর হতে আমন ও বোরো ধানের বীজ উৎপাদন করা হয়। কেন্দ্র পরিদর্শনকালে জানা যায় চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে আমন ও বোরো ধানের ৬০৫৪ মে.টন বীজ উৎপাদন এবং ক্রয় করা হয় এবং ক্রয়কৃত বীজ বিএডিসি এর কেন্দ্রে অবস্থিত বীজ গুদামে সংরক্ষণ করা হয়। উল্লেখ্য, সংরক্ষিত সব বীজ স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে বিতরণ/বিক্রয় করা হয়। অর্থবছর ভিত্তিক ধানের বীজ ক্রয়/বিতরণের চিত্র নিম্নরূপ:

(মেট্রিক টন)

অর্থবছর	আমন ধানের বীজ ক্রয়/ সংরক্ষণ/বিতরণ	বোরো ধানের বীজ ক্রয়/ সংরক্ষণ/বিতরণ	মোট
২০১৫-১৬	১৬৮	১১৯৫	১৩৬৩
২০১৬-১৭	২১১	১১০০	১৩১১
২০১৭-১৮	২১৪	৯৫৫	১১৬৯
২০১৮-১৯	১৯৭	৯১৪	১১১১
২০১৯-২০	২০০	৯০০	১১০০
সর্বমোট	৯৯০	৫০৬৪	৬০৫৪

১৫.২.২ সম্পদ সংগ্রহ: প্রকল্পের মাধ্যমে এ কেন্দ্রে প্রকল্পের সংস্থান মোতাবেক ০১টি জার্মিনেটর, ০১টি মোটর সাইকেল, ত্রিপল, ১১টি ফিউমিগেশন সীট, ০১টি ফর্ক লিফ্ট ও ০১টি সীড ক্লিনার কাম গ্রেডার মেশিন, ০২টি ময়েশ্চার মিটার সরবরাহ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে জার্মিনেটর, ফর্ক লিফ্ট, ময়েশ্চার মিটার এবং সীড ক্লিনার কাম গ্রেডার মেশিন এর সচলতা যাচাই করা হয় এবং প্রতিটি যন্ত্র সচল পাওয়া যায়।

১৫.২.৩ পূর্ত কাজ: প্রকল্পের মাধ্যমে ধান, গম ও ভুট্টার বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন কেন্দ্র, বিএডিসি, গাজীপুরে ট্রানজিট বীজ গুদাম নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, গুদাম সংস্কার কাজ করা হয়। ধান গম ও ভুট্টার বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন কেন্দ্র, বিএডিসি, গাজীপুরে পর্যবেক্ষণকৃত সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কাজের প্রকিউরমেন্টের তথ্য নিচে দেয়া হলো-

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	কাজের নাম ও বিবরণ	দরপত্রের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ
১।	ত্রিপল (১০টি)	৫.০০	৫.০০	১৫.০৭.২০১৯
২।	ফিউমিগেশন শীট (১১টি)	২৮.০৮.২০১৬ (৩৮.৩৩)	৩৮.৩৩	৩০.০৮.২০১৭
৩।	জার্মিনেটর (১টি)	০৯.১০.২০১৮ (১৯.৯৫)	১৯.৯৫	০৮.০২.২০২০
৪।	ফর্ক লিফ্ট (১টি)	২৮.০৮.২০১৬ (২৪.৭০)	২৪.৭০	২৭.০১.২০১৮

৫।	সীড ক্লিনার কাম গ্রেডার মেশিন (১টি)	০৯.১০.২০১৮ (৬৯.০০)	৬৯.০০	০৮.০২.২০২০
৬।	ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ (১০০ বর্গ মিটার)	০২.১০.২০১৭ (২৭.১৬)	২৭.১৬	২০.০২.২০১৮
৭।	লোডিং-আনলোডিং সেড (১টি)	১৮.১২.২০১৬ (৯.৪৭)	৯.৪৭	১৮.০৬.২০১৭
৮।	সানিং ফ্লোর সংস্কার (২০০ বর্গ মিটার)	২৭.১২.২০১৬ (৫.৪৮)	৫.৪৭	১৯.০৩.২০১৭

১৬। প্রকল্পের কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত আছে কিনা?

৩৫ টি জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে ফেনী জেলায় অবস্থিত বীজ উৎপাদন কেন্দ্র ও গাজীপুর জেলায় অবস্থিত ধান, গম ও ভুট্টার বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরিদর্শনে দেখা যায়, ফেনী ও গাজীপুর জেলায় প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। অন্যান্য জেলায় কোন কার্যক্রম অসমাপ্ত রয়েছে কিনা তা উদ্যোগী মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা/যাচাই করে দেখতে পারে।

১৭। উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জনের অবস্থা:

ক্রমিক	উদ্দেশ্য	অর্জন
ক)	প্রকল্প মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ১,৫০,০০০ মেট্রিক টন গুণগত মানসম্পন্ন দানাশস্য বীজ (ধান, গম, ভূট্টা) উৎপাদন এবং সংগ্রহ।	ফেনী জেলায় অবস্থিত বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের আওতাধীন জেলাসমূহ এবং গাজীপুর জেলায় অবস্থিত বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের আওতাধীন জেলাসমূহের বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতাভুক্ত অন্যান্য জেলায় অর্জনের অবস্থা উদ্যোগী মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা/যাচাই করে দেখতে পারে।
খ)	সংগৃহীত বীজের মান পরীক্ষা করা এবং সঠিকভাবে বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং চাষী পর্যায়ে বিতরণ নিশ্চিত করা।	পরিদর্শিত ফেনী বীজ উৎপাদন কেন্দ্র এবং গাজীপুর বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে বীজের মান পরীক্ষা, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো পর্যবেক্ষণ করে তা যথাযথ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায়, পরিদর্শিত কেন্দ্রসমূহে এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পের আওতাভুক্ত অন্যান্য জেলায় অর্জনের অবস্থা উদ্যোগী মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা/যাচাই করে দেখতে পারে।
গ)	বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রণে সেবা প্রদান।	পরিদর্শিত ফেনী ও গাজীপুর জেলাতে বিএডিসির চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মধ্যে আগ্রহী চাষিদের প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ প্রদান, নির্ধারিত ফি প্রদানের বিনিময়ে বিএডিসি এর বীজ গুদাম ভাড়া প্রদান ও বীজের মান পরীক্ষা করার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত সকল জেলার ক্ষেত্রে একই রকম সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রকল্পভুক্ত কোন জেলায় বিএডিসি এর চুক্তিবদ্ধ চাষি নন এমন

ক্রমিক	উদ্দেশ্য	অর্জন
		কোন বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাকে এ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়নি মর্মে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে জানা যায়। ফলে, এ উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জিত হয়নি।

১৮। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১৮.১ আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ০১ (এক) বার সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮৩৮০.৬৭ লক্ষ টাকা। সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৭.৮৩% (৩৭৫৪৮.৪০ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ৬.২৩% অর্থ বেশী ব্যয় হয়েছে।

১৮.২ প্রকল্পের আওতায় ১,৫০,০০০ মেট্রিক টন বীজ ক্রয়/উৎপাদন এবং ২৮৩১ জন কর্মকর্তা-কৃষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। পিসিআর মোতাবেক যা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। পূর্ত ও নির্মাণ কাজ যথা খামার উন্নয়ন, অফিস কাম গ্যারেজ নির্মাণ, গবেষণাগার, প্রশিক্ষক কেন্দ্র নির্মাণ, পাকা/ হেরিংবন রোড নির্মাণ, বীজ গুদাম নির্মাণ, ট্রানজিট বীজ গুদাম নির্মাণ, সানিং ফ্লোর নির্মাণ এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। ডিপিপি ও পিসিআর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতভাগ অর্জন হয়েছে। অন্যদিকে, যানবাহন, ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, কম্পিউটার প্রিন্টার ও টেবিল, মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স এবং অফিস ফার্নিচার ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ অর্জন হয়েছে মর্মে পিসিআর পর্যালোচনায় জানা যায়। পরিদর্শিত ফেনী জেলায় অবস্থিত বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের আওতাভুক্ত জেলাসমূহ এবং গাজীপুর জেলায় অবস্থিত বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের আওতাভুক্ত জেলাসমূহের বীজ উৎপাদন ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন শতভাগ এবং ফেনী বীজ উৎপাদন কেন্দ্র ও গাজীপুর বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে সম্পদ সংগ্রহ ও পূর্ত কাজের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন হয়েছে। পূর্ত/নির্মাণ কাজের ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে মান যাচাই করা হয়নি। তবে আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি।

১৮.৩ প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন হয়েছে। এ সংক্রান্ত কমিটি সিলেট, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, সাতক্ষীরা ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিদর্শন পূর্বক একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করে। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করা হয়নি। এছাড়া আইএমইডি কর্তৃক ১৫/০৭/২০১৮ তারিখে চুয়াডাঙ্গা জেলা ও ৩০/০১/২০২০ তারিখে গাজীপুর জেলার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনপূর্বক জারিকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করা হয়নি। তবে গাজীপুর জেলা পরিদর্শনকালে দেখা যায় আইএমইডি কর্তৃক জারীকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১৮.৪ প্রকল্পের অনুকূলে ৩৭৫৮৬.৯৯ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয় এবং ৩৭৫৪৮.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অব্যয়িত ৩৮.৫৯ লক্ষ টাকা নিয়মানুযায়ী সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট যাচাই করা হয়েছে।

১৮.৫ প্রকল্পের আওতায় ০৬টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ০৬টি ট্রাক ক্রয় করা হয়েছে। যানবাহনসমূহ রাজস্ব খাতে পুনঃবরাদ্দের জন্য বিএডিসির সাধারণ পরিচর্যা বিভাগে হস্তান্তর করা হয়েছে।

১৮.৬ প্রকল্পের ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিট হয়েছে। মোট ১১টি আপত্তি রয়েছে। আপত্তিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রকল্পে প্রদত্ত জিওবি টাকার উপর ব্যাংক হতে প্রাপ্ত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করা, টেন্ডার সিডিউল বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করা, সরবরাহকারীর নিকট থেকে পারফরমেন্স সিকিউরিটি জমা না রাখা ইত্যাদি। এ আপত্তিসমূহ অদ্যাবধি নিষ্পত্তি হয়নি।

১৮.৭ বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রণে সেবা প্রদান প্রকল্পের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। পরিদর্শনকালে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বিএডিসির চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মধ্যে আগ্রহী চাষিদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষণ প্রদান ও নির্ধারিত ফি প্রদাণের বিনিময়ে বিএডিসির বীজ গুদাম ভাড়া প্রদান ও বীজের মান পরীক্ষা করার মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বিএডিসির চুক্তিবদ্ধ চাষি নন এমন কোন বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাকে এ সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হয়নি। ফলে, দেখা যায় এ উদ্দেশ্য পূর্ণাঙ্গভাবে অর্জিত হয়নি।

১৯। মতামত/সুপারিশ:

১৯.১ দেশের ক্রমবর্ধমান ধান গম ও ভুট্টার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিএডিসি কর্তৃক মানসম্মত ধান গম ও ভুট্টার বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (অনুচ্ছেদ ১৮.২)

১৯.২ বেসরকারি বীজ উদ্যোক্তাদের বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রণে সেবা প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্পের উদ্দেশ্যটি অর্জিত না হওয়ার কারণ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (অনুচ্ছেদ ১৮.৭)

১৯.৩ প্রকল্পের আওতাভুক্ত বিভিন্ন জেলায় বিদ্যমান কেন্দ্রসমূহে সম্পাদিত পূর্ত কাজসমূহ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা/যাচাই করা যেতে পারে। (অনুচ্ছেদ ১৮.২)

১৯.৪ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং আইএমইডি এর পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ১৮.৩)

১৯.৫ প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ১৮.৬) এবং

১৯.৬ উপর্যুক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২০ কার্য দিবসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্তি: জুন, ২০২০)

১. প্রকল্পের নাম : ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

২. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৪. প্রকল্প অনুমোদন :

		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অনুমোদনের তারিখ
মূল	:	একনেক	২৯/১০/২০১৫ খ্রিঃ
১ম সংশোধিত	:	মাননীয় কৃষি মন্ত্রী	০১/০৩/২০১৮ খ্রিঃ

৫. অর্থায়নের উৎস : বাংলাদেশ সরকারের অনুদান ও বিএডিসি এর নিজস্ব তহবিল

৬. প্রকল্পের অবস্থান : ৭ টি বিভাগে ৪৭ টি জেলার ১৪২ টি উপজেলা

৭. অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল : (লক্ষ টাকায়)

বিষয়	প্রাক্কলিত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল	মূল এর তুলনায়	
			ব্যয় বৃদ্ধি (%)	মেয়াদ বৃদ্ধি (%)
মূল	১৬৮৪৬.৫০ (বাংলাদেশ সরকারের অনুদান - ১৪৮৪৬.৫০ বিএডিসি এর নিজস্ব তহবিল- ২০০০.০০)	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত	-	-
১ম সংশোধিত	১৭৪৬৪.১৪ (বাংলাদেশ সরকারের অনুদান: ১৫৪৬৪.১৪ বিএডিসি এর নিজস্ব তহবিল: ২০০০.০০)	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত	৬১৭.৬৪ (৩.৭%)	-

৮. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

ক) গুণগত মানসম্পন্ন ১৭,৫০০ মেট্রিক টন ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও তা কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

খ) ডাল ও তৈল বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি নিরাপত্তায় সহায়তা করা;

গ) ডাল ও তৈল বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকায়ন করা;

ঘ) ডাল ও তৈল বীজের উপর কর্মকর্তা ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা

ঙ) নতুন প্রযুক্তি চালু, পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে সম্বনয় সাধন করা।

৯. **প্রধান কার্যক্রম:**

ক) প্রকল্প এলাকায় ডাল ও তৈল বীজ ফসলের ২টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন স্থাপন;

খ) ১৭,৫০০মে.টন মানসম্পন্ন ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও চাষিদের মাঝে বিতরণ;

গ) ২৫০০ জন চুক্তিবদ্ধ চাষি ও ১২৪ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ;

ঘ) কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ (সিড ক্লিনার কাম গ্রেডার, জেনারেটর, বৈদুতিক সাবস্টেশন, কালার সর্টার, ফর্ক লিফট, অটো প্যাকিং মেশিন, ফিউমিগেশন শীট, ডানেজ ইত্যাদি);

ঙ) যানবাহন সংগ্রহ (জীপ-১টি, কাভার্ড ভ্যান-৩টি, কেবিন পিকআপ-৩টি, মটরসাইকেল-৫টি);

চ) বীজ সংরক্ষণাগার, অফিস ভবন, ট্রেনিং হল, সানিং ফ্লোর ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ।

১০. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অঙ্গের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১.	কর্মচারিদের বেতন	সংখ্যা	১৪	৭২.২৫	১৪	৬২.১০
২.	ভাতাদি	সংখ্যা	১৪	৫৫.০০	১৪	৫৪.১৯
সরবরাহ ও সেবা:						
৩.	ভ্রমণ ভাতা	সংখ্যা	১২১	১১৮.৯২	১২১	১১৮.৯১
৪.	বদলিজনিত ভাতা	সংখ্যা	১২১	২.৯৮	১২১	১.৯৭
৫.	ওভারটাইম	সংখ্যা	১৭	৯.০০	১৭	৮.৮৭
৬.	পৌর কর	থোক	-	১৫.০০		১৪.৯৪
৭.	ভূমি কর	থোক	-	২.৩৫		২.৩৪
৮.	পোস্টাল ব্যয়	থোক	-	৩.১৪		২.৭২
৯.	টেলিফোন ও ইন্টারনেট বিল	থোক	-	১০.৯০		১০.৩২
১০.	রেজিস্ট্রেশন/রোড ট্যাক্স/ ফিটনেস	টি	২৯	১৭.৪৩	২৯	১৫.৭০
১১.	বিদ্যুৎ বিল	থোক	-	১৫২.৮১		১৫২.৫৫
১২.	তেল ও জ্বালানি	থোক	-	১৩৬.৮৬		১৩৬.৮৬
১৩.	ব্যাংক/বীমা	থোক	-	৩.১০		২.৭৭
১৪.	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	-	১৪.৮৯		১৪.৮৯
১৫.	স্টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্পস	থোক	-	২৮.৩২		২৮.৩১
১৬.	বই ও জার্নাল	থোক	-	০.৪৫		০.৪৫
১৭.	বিজ্ঞাপন, প্রচার ও প্রকাশনা	থোক	-	২১.০০		২১.০০
১৮.	ইউনিফর্ম	থোক	-	৮.৬৭		৮.৬১
১৯.	প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	২৬২৪	১৪৯.৮২		১১৭.৫৭
২০.	বীজ ক্রয়	মে.টন	১৭৫০০	১১১৮০.৬৮	১৭৫০০	১১১৮০.৬৮
২১.	কনসালটেন্সি	থোক	-	৩৬.০০	-	৩৬.০০
২২.	লিগ্যাল খরচ	থোক	-	০.৬০	-	০.১৩
২৩.	সম্মানী ভাতা	থোক	-	২৯.০০	-	২৯.০০
২৪.	অন্যান্য ব্যয় (নিউজ পেপার, সিইএফ) ইত্যাদি	থোক	-	২৪.৭৫	-	২৪.৭০

মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ:						
২৫.	ট্রান্সপোর্ট/ মটর ভেহিক্যাল	সংখ্যা	৫০	১৪৫.২১	৫০	১৪৫.১৯
২৬.	কম্পিউটার ও অফিস যন্ত্রপাতি	থোক	-	২৫.০৩		২৫.০২
২৭.	কৃষি যন্ত্রপাতি	টি	৮০	৮০.৭২	৮০	৮০.৭১
২৮.	অফিস ও ফাংশনাল ভবন ও বীজ গুদাম মেরামত	টি	৪১	৮৩.৮৩	৪১	৮৩.৮২
২৯.	আবাসিক ভবন	টি	৫	৩.৬১	৫	৩.৬১
খ) মূলধন ব্যয়:						
সম্পদ সংগ্রহ:						
৩০.	যানবাহন ক্রয় (জীপ,ডাবল কেবিন পিকআপ, ক্যাভার্ড ভ্যান, মোটর সাইকেল)	টি	১২	৪০১.৮০	১২	৪০১.৭৫
৩১.	ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি	টি	২	১.০০	২	১.০০
৩২.	কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	সংখ্যা	১২৩৬	৮৯৫.০০	১২৩৬	৮৯৩.৫৬
৩৩.	অন্যান্য যন্ত্রপাতি	থোক	-	১৫.৯৫		১৫.৯৫
৩৪.	কম্পিউটার প্রিন্টার ও টেবিল	টি	১৬	১২.৭৯	১৬	১২.৭৮
৩৫.	মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ	টি	৩	৫.৯৯	৩	৫.৯৮
৩৬.	ফটোকপিয়ার	টি	৪	৬.২৫	৪	৬.২৫
৩৭.	ফ্যাক্স	টি	১	০.২০	১	০.২০
৩৮.	অফিস আসবাবপত্র	থোক	-	৩০.০০		৩০.০০
নির্মাণ ও পূর্ত:						
৩৯.	খামার উন্নয়ন	ঘ.মি.	৩৯২৫০	৯৬.০০	৩৯২৫০	৯৫.৯০
৪০.	অফিস কাম গ্যারেজ নির্মাণ	ব.মি.	৭৮০	৪০৪.০০	৭৮০	৪০৩.৯৮
৪১.	গবেষণাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	ব.মি.	৭২০	২৮৬.৮৯	৭২০	২৮৬.৮৯
৪২.	পাকা/ হেরিংবন রোড নির্মাণ	ব.মি.	১৮৫৫	৫৩.০৩	১৮৫৫	৫৩.০২
৪৩.	বীজ গুদাম নির্মাণ	ব.মি.	১৫৫০	৪৮৩.৩৫	১৫৫০	৪৮২.৩২
৪৪.	ট্রানজিট বীজ গুদামঘর নির্মাণ	ব.মি.	৩৭৫	১০২.০৮	৩৭৫	১০২.০৮
৪৫.	সানিং ফ্লোর নির্মাণ	ব.মি.	৫০০	৪৮.০০	৫০০	৪৮.০০
৪৬.	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৯৮০	১৮৮.০৪	১৯৮০	১৮৮.০৪
	ফিজিকাল কন্টিনজেন্সি			১.০০		০.০০
	প্রাইস কন্টিনজেন্সি			০.৭১		০.০০
	বিএডিসি এর নিজস্ব তহবিল			২০০০.০০		২০০০.০০
	মোট ব্যয় (রাজস্ব+মূলধন)			১৭৪৬৪.১৪		১৭৪১২.৮৭

সূত্র: পিসিআর

নোট: প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৪৬৪.১৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্প সমাপ্তিকাল অর্থাৎ ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭৪১২.৮৭ লক্ষ টাকা যা মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৭১%।

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বকাল	দয়িত্বের ধরন
জনাব এ কে এম নুরুল ইসলাম	০৪/১২/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত	পূর্ণকালীন

১২। অর্থবছরভিত্তিক সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ, অর্থছাড় ও প্রকৃত ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত ডিপিপিতে আর্থিক সংস্থান	এডিপি/আরডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়
২০১৫-২০১৬	৩৪৯৬.৫৯ (নিজস্ব অর্থায়ন: ২০০০.০০)	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৩৪৯৬.৫৯ (নিজস্ব অর্থায়ন: ২০০০.০০)
২০১৬-২০১৭	২৯৯১.৪২	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯১.৪২
২০১৭-২০১৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৮৮.২৮
২০১৮-২০১৯	৩৮৩১.৬৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৮৮.৬৪
২০১৯-২০২০	৩১৪৪.৪৫	২৯৮৯.০০	২৯৫৬.৭৬	২৯৪৭.৯৪
মোট	১৭৪৬৪.১৪	১৫৪৮৯.০০	১৫৪৫৫.৩৫	১৭৪১২.৮৭ (৯৯.৭১%)

সূত্র: পিসিআর

১৩। পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: (২০০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে):

প্যাকেজের নাম	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ		প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ
			চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
ডাবল কেভিন পিক-আপ (৩টি) ও জীপ (১টি)	১৯.০৫.২০১৬ ২৩৫.০০	১৪.০৬.২০১৬ ২৩৩.৫০	২৬.০৬.২০১৬	২৬.০৬.২০১৬	-
টাঙ্গাইল কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন অফিস ভবন কাম গ্যারেজ, ল্যাব কাম ট্রেনিং এন্ড ইন্সপেকশন রুশ নির্মাণ, বীজ গুদাম নির্মাণ	০৪.১২.২০১৬ ২৯২.৫৪	২৫.০১.২০১৭ ২৬৫.০০	৩০.০৩.২০১৮	৩০.০৩.২০১৮	-
বরিশাল কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স জোন অফিস ভবন কাম গ্যারেজ, ল্যাব কাম ট্রেনিং এন্ড ইন্সপেকশন রুশ নির্মাণ, বীজ গুদাম নির্মাণ	০৪.১২.২০১৬ ৪০০.০০	২৫.০১.২০১৭ ৩২৫.০০	৩০.০৩.২০১৮	৩০.০৩.২০১৮	-

সূত্র: পিসিআর

১৪। আর্থিক কার্যক্রমের অডিট সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্পের সমাপ্তির প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের কোন ইন্টারনাল অডিট হয়নি। ২০১৫-২০১৮ সালের এক্সটারনাল অডিট হয়েছে। এক্সটারনাল অডিটের বিস্তারিত তথ্য নিচের ছকে দেয়া হল-

এক্সটার্নাল অডিট:			
অর্থবছর	রিপোর্ট দাখিলের তারিখ	আপত্তির বিষয়	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
২০১৫-২০১৮	০৯/১২/২০১৯	চাহিদা না থাকা সত্বেও প্রকল্পের এসটিডি হিসাব খাত হতে ১৩টি জোনের অফিস পরিচালনা ব্যয়ের নামে অর্থ প্রেরণ করায় অনিয়মিত ব্যয়।	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
	১৪/০৫/২০১৯	সরকারি সংস্থা হতে মুদ্রণ সামগ্রী ক্রয় না করায় অনিয়মিত ব্যয়।	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
	২৫/০৮/২০১৯	ভিত্তি বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কম উৎপাদন হওয়ায় এর মূল্যায়নজনিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
	২৫/০৮/২০১৯	সার্ভিস চার্জ বাবদ প্রাপ্ত অর্থের উপর আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
	১৪/০৫/২০১৯	অর্থ বছর শেষে অফিস পরিচালনা ব্যয় খাতে প্রদত্ত অগ্রিম আদায়/সমন্বয় না করায় ক্ষতি।	ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

১৫। মূল্যায়ন পদ্ধতি: মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে-

ক. ডিপিপি পর্যালোচনা;

খ. পিসিআর পর্যালোচনা;

গ. সরেজমিন পরিদর্শন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ;

ঘ. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৬। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

আলোচ্য প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ পর্যবেক্ষণ করার জন্য গত ৩০/১২/২০২১ তারিখ ফেনী জেলায় অবস্থিত ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং ১৬/০৩/২০২২ তারিখ নরসিংদী ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম নিচে বর্ণনা করা হল-

১৬.১ ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ কেন্দ্র, বিএডিসি, ফেনী:

১৬.১.১ বীজ উৎপাদন: প্রকল্পের আওতায় ফেনী ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ডাল বীজ হিসেবে খেসারি ও ফেলন ও তৈল বীজ হিসেবে সয়াবিনের বীজ উৎপাদন করা হয়। কেন্দ্র পরির্দশনকালে জানা যায় চুক্তিবদ্ধ

চাষি ও নিজস্ব খামারের মাধ্যমে ডাল জাতীয় ফসল ৫৫৭.১০ মে.টন এবং তৈল জাতীয় ফসল ৫৫৪.২৮০ মে.টন উৎপাদন করা হয়। অর্থবছর ভিত্তিক উৎপাদনের চিত্র নিম্নরূপ:

মেট্রিক টন

অর্থবছর	ডাল জাতীয় ফসল	তৈল জাতীয় ফসল	মোট
২০১৫-১৬	১০১.০০	১১৬.৬০	২১৭.৬০
২০১৬-১৭	১২৬.০০	৮৯.৯০	২১৫.৯০
২০১৭-১৮	১০৭.০০	৭৮.০০	১৮৫.০০
২০১৮-১৯	৯০.০০	১২০.৭৮	২১০.৭৮
২০১৯-২০	১৩৩.১০	১৪৯.০০	২৮২.১০
সর্বমোট	৫৫৭.১০	৫৫৪.২৮	১১১১.৩৮

সূত্র: পরিদর্শনকালে কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত।

১৬.১.২ সম্পদ সংগ্রহ: প্রকল্পের আওতায় ডাল ও তৈল বীজ চুক্তিবদ্ধ চাষি জোন, ফেনীতে ০১টি জার্মিনেটর, ০৫টি আসবাবপত্র, ০১টি কাভার্ড ভ্যান, ০১টি পোর্টেবল ময়েশ্চার মেশিন, ০৪টি ফিউমিগেশন সীট, ৫০টি প্লাস্টিক ডানেজ ও ০৫টি তারপলিন ক্রয়/সরবরাহের সংস্থান রয়েছে।

পরির্দশনকালে দেখা যায়, প্রকল্পের মাধ্যমে এ কেন্দ্রে ০১টি জার্মিনেটর, ০৫টি আসবাবপত্র, ০১টি পোর্টেবল ময়েশ্চার মেশিন, ০৪টি ফিউমিগেশন সীট, ৫০টি প্লাস্টিক ডানেজ ও ০৫টি তারপলিন সরবরাহ করা হয়েছে। তবে, পরির্দশনকালে কেন্দ্রে কাভার্ড ভ্যানটি পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে কেন্দ্রের সিনিয়র সহকারী পরিচালক জানান যে, কাভার্ড ভ্যানটি নরসিংদী জেলায় অবস্থিত ডাল ও তৈল বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে। নরসিংদী কেন্দ্রের উপপরিচালকের অনুরোধে কাভার্ড ভ্যানটি (ঢাকা মেট্রো-উ-১২-১৬৬৮) প্রেরণ করা হয়। ফেনী কেন্দ্রের সিনিয়র সহকারী পরিচালক জানান নরসিংদী কেন্দ্রে মাত্র ০১টি ট্রাক থাকায় কেন্দ্র কর্তৃক উৎপাদিত চীনাবাদাম বিএডিসি এর বিপণন অঞ্চল ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন দপ্তরে জরুরি ভিত্তিতে সরবরাহের জন্য বর্ণিত কাভার্ড ভ্যানটি প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত সরবরাহ কাজ সম্পাদিত হলে ভ্যানটি আবার ফেরত আনা হবে।

১৬.১.৩ পূর্ত কাজ:

ক) ট্রানজিট বীজ গুদাম: ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ কেন্দ্রে ১২৫ মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি ট্রানজিট বীজ গুদাম নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। পরির্দশনকালে দেখা যায়, কেন্দ্রের প্রবেশপথের বাম দিকে বাউন্ডারি দেয়াল ঘেষে ভূমির লেভেল হতে আনুমানিক ২ ফুট উচ্চতায় একটি ট্রানজিট গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যমতে ট্রানজিট গুদামটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নির্মিত হয়েছে এবং এর ধারণক্ষমতা ১৫০ মে.টন। উল্লেখ্য, বীজ সংগ্রহকরণ ও সরবরাহকরণের ক্ষেত্রে স্বল্প সময় সংরক্ষণের জন্য ট্রানজিট বীজ গুদাম ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে পরিবহন ট্রাক/ভ্যান গুদামের নিকটবর্তী আনা ও ট্রাক/ভ্যানে বীজ লোডিং-আনলোডিং এর জন্য একটি শেড আবশ্যক। কিন্তু বর্ণিত ট্রানজিট গুদামে লোডিং-আনলোডিং শেড ও এপ্রোচ রোড নির্মাণ করা হয়নি;

(খ) বাউন্ডারি ওয়াল: প্রকেল্পর আওতায় ৬ ফুট উচ্চতা সম্পন্ন ৩৫০ রানিং মিটার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের সংস্থান আছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কেন্দ্রের সামনের অংশে প্রায় ৬ফুট উচ্চতা সম্পন্ন লোহার গ্রিলযুক্ত বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। তবে কেন্দ্রের মূল ফটক দ্বারা প্রবেশকালে হাতের বাম পাশে বাউন্ডারি ওয়াল অসম্পূর্ণ অবস্থায়

দেখা যায়। কেন্দ্রের দায়িত্বরত কর্মকর্তা জানান মূল গেইটের বাম পাশের বাউন্ডারি ওয়ালটি কেন্দ্রের নিজস্ব ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এ অংশের ওয়াল প্রকল্পে অর্ন্তভুক্ত ছিল না;

(গ) Herring Bone Bond (HBB) রোড: প্রকল্পের আওতায় ১৬৫ বর্গ মিটার মাপের HBB রোড নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। এর পরিবর্তে কেন্দ্রের মূল ফটক সংলগ্ন স্থানে একটি RCC রোড নির্মাণ করা হয়েছে;

(ঘ) সানিং ফ্লোর: প্রকল্পের আওতায় ৮০ বর্গমিটার আয়তনের সানিং ফ্লোর নির্মাণের সংস্থান আছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কেন্দ্রের মূল ফটক সংলগ্ন স্থানে সানিং ফ্লোর নির্মাণ করা হয়েছে।

ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ কেন্দ্র, বিএডিসি, ফেনীতে প্রকিউরমেন্টের তথ্য নিচে দেয়া হলো-

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	কাজের বিবরণ	টেন্ডারের তারিখ ও মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী মূল্য	কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১।	ট্রানজিট বীজ গুদাম নির্মাণ	২৫.০৯.১৮ (৩৫.৯৫)	১২.১১.১৮ (৩২.৩৫)	০১.০৫.১৯	সমাপ্ত ১০০%
২।	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	০২.১০.১৭ (১৭.১৫)	০৭.১১.১৭ (১৫.৭৯)	১১.০৩.১৮	সমাপ্ত ১০০%
৩।	হেরিং বোন বন্ড রোড নির্মাণ	০৬.০১.২০ (৬.৫১)	১৬.০১.২০ (৬.৪৯)	০৯.০২.২০	সমাপ্ত ১০০%
৪।	সানিং ফ্লোর সংস্কার	০৮.১২.১৯ (৫.৬০)	১১.১২.১৯ (৫.৫৯)	০৫.০১.২০	সমাপ্ত ১০০%
৫।	কাভার্ড ভ্যান ক্রয়	১৯.০৯.১৭ (৬০.০০)	০৬.১১.১৭ (৫২.৫০)	১১.০২.১৮	সমাপ্ত ১০০%

১৬.২ ডাল ও তৈল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ,বিএডিসি, নরসিংদী:

১৬.২.১ বীজ উৎপাদন: প্রকল্পের আওতায় ডাল ও তৈল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ,বিএডিসি, নরসিংদীতে তৈল জাতীয় ফসল হিসেবে সরিষা ও চীনা বাদামের বীজ উৎপাদন করা হয়। কেন্দ্র পরির্দশনকালে জানা যায় চুক্তিবদ্ধ চাষিদেরর মাধ্যমে ৫৫৪.২৮০ মে.টন উৎপাদন করা হয়। অর্থবছর ভিত্তিক উৎপাদনের চিত্র নিম্নরূপ:

(মেট্রিক টন)

অর্থবছর	তৈল জাতীয় ফসল
২০১৫-১৬	২৫৫.৯২
২০১৬-১৭	২৩৪.৯২
২০১৭-১৮	১৪০.৩৯
২০১৮-১৯	১৭৭.৮৬
২০১৯-২০	১৪৫.০৪
সর্বমোট	৯৫৪.১৫

১৬.২.২ সম্পদ সংগ্রহ: প্রকল্পের আওতায় ডাল ও তৈল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ,বিএডিসি, নরসিংদীতে সংস্থান মোতাবেক ০৬টি কম্পিউটার, ৬ টি পোর্টেবল ময়েশ্চার মেশিন, ০৪টি ফিউমিগেশন সীট, ৫০টি প্লাস্টিক ডানেজ ও ২৪টি ত্রিপল সরবরাহ করা হয়েছে।

১৬.২.৩ পূর্ত কাজ (বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ): প্রকেল্পর আওতায় ডাল ও তৈল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ,বিএডিসি, নরসিংদীতে ৫০ রানিং মিটার বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের সংস্থান আছে। পরিদর্শনে দেখা যায় কেন্দ্রের মূল ফটক সংলগ্ন বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

ডাল ও তৈল প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ,বিএডিসি, নরসিংদীতে পূর্ত কাজের প্রকিউরমেন্টের তথ্য নিচে দেয়া হলো-

(লক্ষ টাকা)

ক্রম	কাজের বিবরণ	টেন্ডারের তারিখ ও মূল্য (লক্ষ টাকা)	চুক্তি অনুযায়ী মূল্য (লক্ষ টাকা)	কাজ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১।	বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	২৫.০৪.১৯ (৫.০০)	৫.০০	১২.০৬.১৯	সমাপ্ত ১০০%

১৭। পরিদর্শনের স্থির চিত্র:



ফেনী কেন্দ্রে সরবরাহকৃত জার্মিনেটর



ফেনীকেন্দ্রে নির্মিত ট্রানজিট বীজ গুদাম



নরসিংদী কেন্দ্রে সরবরাহকৃত পোর্টেবল ময়েশ্চার মেশিন



ফেনী কেন্দ্রে সরবরাহকৃত প্লাস্টিক ডানেজ

১৮। উদ্দেশ্যের বিপরীতে অর্জনের অবস্থা:

ক্রমিক	উদ্দেশ্য	অর্জন
ক)	গুণগত মানসম্পন্ন ১৭,৫০০ মে.টন ডাল ও তৈল বীজ উৎপাদন ও তা কৃষক পর্যয়ে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।	পরিদর্শিত ফেনী ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং নরসিংদী ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কীনা তা মন্ত্রণালয় যাচাই করে নিশ্চিত হতে পারে।
খ)	ডাল ও তৈল বীজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি নিরাপত্তায় সহায়তা করা।	পরিদর্শিত ফেনী ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক উৎপাদিত ডাল ও তৈলবীজ স্থানীয় কৃষকদের মাঝে বিক্রয় করা হয়েছে। দৈবচয়নের মাধ্যমে বিক্রয়ের দলিল যাচাই করা হয়েছে। তবে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তায় কতটা ভূমিকা রেখেছে তা প্রতিটি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ ও সুনির্দিষ্ট জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে মন্ত্রণালয় নিশ্চিত হতে পারে।
গ)	ডাল ও তৈল বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকায়ন করা।	পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, পরিদর্শিত স্থানে ডাল ও তৈল বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদি আধুনিকায়ন হয়েছে।
ঘ)	ডাল ও তৈল বীজের উপর কর্মকর্তা ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	নরসিংদী জেলায় প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চুক্তিবদ্ধ চাষিদের সাথে আলোচনায় জানা যায় ডাল ও তৈল উৎপাদনে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ঙ)	নতুন প্রযুক্তি চালু, পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে সম্বনয় সাধন করা।	নতুন প্রযুক্তি চালু, পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি ও প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের ০২টি প্রতিবেদন যাচাই করা হয়েছে। তবে প্রায়োগিক গবেষণার ক্ষেত্রে তা কী অবদান রেখেছে এবং নতুন কোন প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

১৯। প্রকল্পের কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত আছে কিনা?

ফেনী ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ কেন্দ্র এবং এবং নরসিংদী ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে পরিদর্শনকালে দেখা যায় উক্ত কেন্দ্রের জন্য প্রকল্পভুক্ত সকল কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অন্যদিকে, পিসিআর পর্যালোচনা ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, প্রকল্পের কোন অঙ্গের কাজ অসমাপ্ত নেই। তবে প্রকল্পভুক্ত অন্যান্য স্থানে কোন কাজ অসমাপ্ত রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা/যাচাই এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয় নিশ্চিত হতে পারে।

২০। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

ক) আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৮৪৬.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি ০১ (এক) বার সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৪৬৪.১৪ লক্ষ টাকা। সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৭১% (১৭৪১২.৮৭ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ৩.৩৬% অর্থ বেশী ব্যয় হয়েছে।

খ) প্রকল্পের আওতায় ১৭৫০০ মেট্রিক টন বীজ ক্রয়/উৎপাদন এবং ২৬২৪ জন কর্মকর্তা-কৃষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। যা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। পূর্ত ও নির্মাণ কাজ যথা: খামার উন্নয়ন, অফিস কাম গ্যারেজ নির্মাণ, গবেষণাগার, প্রশিক্ষক কেন্দ্র নির্মাণ, পাকা/ হেরিংবন রোড নির্মাণ, বীজ গুদাম নির্মাণ, ট্রানজিট বীজ গুদামঘর নির্মাণ, সানিং ফ্লোর নির্মাণ এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। ডিপিপি ও পিসিআর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতভাগ অর্জন হয়েছে। অন্যদিকে, যানবাহন, ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, কম্পিউটার প্রিন্টার ও টেবিল, মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স এবং অফিস ফার্নিচার ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে মর্মে পিসিআর পর্যালোচনায় জানা যায়;

গ) পরিদর্শিত ফেনী ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ কেন্দ্রে বীজ উৎপাদন, পূর্ত/নির্মাণ কাজ (যেমন হেরিংবন রোড নির্মাণ, ট্রানজিট বীজ গুদামঘর নির্মাণ, সানিং ফ্লোর নির্মাণ এবং সীমানা প্রাচীর নির্মাণ) এবং সম্পদ সংগ্রহ (যেমন জার্মিনেটর, আসবাবপত্র, কাভার্ড ভ্যান, পোর্টেবল ময়েশ্চার মেশিন, ফিউমিগেশন সীট, প্লাস্টিক ডানেজ) অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতভাগ অর্জন হয়েছে। ট্রানজিট গুদাম নির্মাণের সাথে যুগপৎভাবে লোডিং-আনলোডিং শেড ও এপ্রোচ রোড নির্মাণ আবশ্যক ছিল। নরসিংদী ডাল ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে সম্পদ সংগ্রহ (যেমন কম্পিউটার, পোর্টেবল ময়েশ্চার মেশিন, ফিউমিগেশন সীট, প্লাস্টিক ডানেজ ও ত্রিপল) এবং পূর্ত কাজ (সীমানা প্রাচীর নির্মাণ) অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতভাগ অর্জন হয়েছে। পূর্ত/নির্মাণ কাজের ল্যাব টেস্টের মাধ্যমে মান যাচাই করা হয়নি। তবে আপাতদৃষ্টিতে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি;

ঘ) প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের ২০১৫ হতে ২০১৮ সালের অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এতে আর্থিক অনিয়ম সংক্রান্ত ০৫টি আপত্তি রয়েছে। জবাব প্রেরণ করা হলেও পরিদর্শনকাল পর্যন্ত আপত্তি নিষ্পত্তি হয়নি। অন্যদিকে ২০১৯ ও ২০২০ সালের অডিট সম্পন্ন হয়নি;

ঙ) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৪৬৪.১৪ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা বিএডিসি এর নিজস্ব অর্থায়ন। অবশিষ্ট ১৫৪৬৪.১৪ লক্ষ টাকার মধ্যে অবমুক্ত হয় ১৫৪৫৫.৩৫ লক্ষ টাকা। নিজস্ব অর্থায়নের ২০০০.০০ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় হয়েছে। অবমুক্ত ১৫৪৫৫.৩৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৫৪১২.৮৭ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত ৪২.৪৮ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত নথি যাচাই করা হয়েছে।

২১। মতামত/সুপারিশ:

ক) মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এমতাবস্থায়, দেশের ডাল ও তৈলবীজের চাহিদা পূরণের জন্য বিএডিসি কর্তৃক মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;

খ) প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এমতাবস্থায়, জাতীয় পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রকল্পটি কতটা অবদান রেখেছে তা নির্ণয়ের জন্য মন্ত্রণালয় একটি জরিপ পরিচালনা করতে হবে এবং এর ফলাফল প্রতিবেদন আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে;

গ) প্রতিটি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ কেন্দ্রে ট্রানজিট গুদামে লোডিং-আনলোডিং শেড ও এপ্রোচ রোড নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঘ) প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঙ) উপর্যুক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ২০ কার্য দিবসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের **সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন**

(সমাপ্তঃ জুন,২০২০)

১। প্রকল্পের নাম : বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয়

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৪। প্রকল্প এলাকা : বরিশাল বিভাগের বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলা

৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ৩৪০ কি.মি. খাল/নালা পুনঃখনন এবং ২১৩টি সেচযন্ত্র স্থাপন (১-কিউসেক/২-কিউসেক ডিজেল/বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি/১-কিউসেক সোলার এলএলপি) ও স্থাপিত এসব সেচযন্ত্রের ব্যারিড পাইপ লাইন ও অন্যান্য সেচ অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়নের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি সংরক্ষণপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে ১২,৩৫৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৪৩,২৪৩ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য এবং ৩০,৮৮৮ মেট্রিক টন ফলমূল/শাক-সবজি উৎপাদন।
- ইতোপূর্বে নির্মিত সেচ অবকাঠামো ও প্রকল্পের স্থাপিত/স্থাপিতব্য সেচযন্ত্র ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের ব্যবহার, পুনঃখননকৃত খাল/নালা ও নির্মিত/নির্মিতব্য অন্যান্য সেচ অবকাঠামো দ্বারা ২৪,৩২২ হেক্টর জমিতে সেচ দিয়ে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৮৫,১২৭ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য ও ৬০,৮০৫ মেট্রিক টন ফলমূল/শাক-সবজি উৎপাদন।
- প্রকল্প এলাকায় ৩০০ জন সেচযন্ত্রের ম্যানেজার/অপারেটর/ফিল্ডম্যান এবং ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।

৬. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অতিরিক্ত ব্যয় (মূল ব্যয়ের %)
	মূল	সংশোধিত		
মোট টাকা	১০১১৭.৭০	১১৬৩০.৪৩	১১৬১৮.২০	১৫০০.৫০ (৪.৯৪%)

৭. অনুমোদনেরতারিখঃ

(ক) মূল ডিপিপি : ২৪/০৩/২০১৫ তারিখ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

(খ) সংশোধিত ডিপিপি: ১৩/০৩/২০১৯ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত।

৮. প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়নকালঃ

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়নের সময়		প্রকৃত সময়কাল	অতিরিক্ত সময়কাল	মন্তব্য (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সংশোধিত			
এপ্রিল, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯ পযন্ত	এপ্রিল, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পযন্ত	এপ্রিল, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পযন্ত	জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২০ পযন্ত	১ বছর বৃদ্ধি ২০%

৯। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) পযালোচনাঃ প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগের খাতওয়ারী বাস্তবায়ন নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

(ক) রাজস্ব খাত:

১) সরবরাহ ও সেবা উপখাতের প্রধান প্রধান অংগ গুলো হচ্ছে সরবরাহ ও সেবা, ম্যানেজার/ অপারেটর/ মাঠ কর্মী প্রশিক্ষণ-৩০০ জন এবং কৃষক প্রশিক্ষণ-৩০০ জন, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার/ কনফারেন্স, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, অনিয়মিত শ্রমিক, বিভিন্ন হাইড্রলিক স্ট্রাকচারের সার্ভে ও ড্রইং ডিজাইন, বেইজ লাইন সার্ভে ইত্যাদি।

(ক) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পে ৩০০ জন সেচযন্ত্রের ম্যানেজার/অপারেটর/ফিল্ডম্যান এবং ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান ছিল। প্রকল্পের আওতায় ১২ ব্যাচে মোট ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া স্কীম ম্যানেজার/অপারেটর/মাঠ কর্মীদেরকে ১২টি ব্যাচে মোট ৩০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সংস্থান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কাযক্রম যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে, অগ্রগতির হার ১০০%।

(খ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ চীন এবং ভিয়েতনাম এ ১৪ জন কমকতাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এইখাতের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৬৩%। এ খাতে মোট ১১.৯৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে।

২) মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনএউপখাতের প্রধান প্রধান অংগ গুলো হচ্ছে মটর যানবাহন, আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম, সেচ যন্ত্র ও সরঞ্জামাদি মেরামত, অফিস ভবন, সেচ নালা ও হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত, নিষ্কাশন অবকাঠামো, বৈদ্যুতিক অবকাঠমো, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ ইত্যাদি। এই খাতের বাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৭ %। এ খাতে মোট ০.০৬ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে।
প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী, প্রকল্পের রাজস্ব খাতের মোটবাস্তব অগ্রগতি ১০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৩৯%, এ খাতে মোট ১২.০৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে।

(খ) মুলধন খাতঃ

(১) সম্পদ সংগ্রহ : এ উপখাতের প্রধান প্রধান অংগগুলো হচ্ছে জীপ ক্রয় (২৫০০-৩৫০০ সি.সি.), ডাবল কেবিন পিকআপ (২৩০০-২৭০০ সিসি), মটরসাইকেল ক্রয় (৮০-১০০ সিসি) উচ্চতর উপ সহকারী/উপ সহকারী প্রকৌশলী/মেকানিক/ সহকারী মেকানিকদের জন্য। প্রকল্পের অধীনে ১টি জীপ, ১টি ডাবলকেবিন পিকআপ এবং ১০টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। জীপটি বর্তমানে প্রকল্প দপ্তরে এবং ডাবল কেবিন পিকআপটি বরিশাল নির্মাণ জোন দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। মোটরসাইকেলগুলি ইউনিট দপ্তরসমূহে ব্যবহৃত হচ্ছে। সবগুলো যানবাহনই সচল রয়েছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী(বি এ ডি সি), বরিশাল জানান। এই খাতের বাস্তব অর্জন ১০০% এবং আর্থিক অর্জন ৯৯.৯৯ %। এ খাতে মোট ০.০১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে।

(২) সেচ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সংগ্রহ-০১ : এ উপখাতের প্রধান প্রধান অংগ গুলো হচ্ছে ১-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল চালিত এলএলপি সেট এবং সরঞ্জামাদি (সাকশন এবং ডেলিভারি পাইপ) কাপলিং সহ ক্রয়, ১-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি সেট এবং সরঞ্জামাদি (সাকশন এবং ডেলিভারি পাইপ) কাপলিংসহ ক্রয়, ২-কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল চালিত এলএলপি সেট এবং সরঞ্জামাদি (সাকশন এবং ডেলিভারি পাইপ) কাপলিং সহ ক্রয়, ২-কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ চালিত এল এলপিসেট এবং সরঞ্জামাদি (সাকশন এবং ডেলিভারি পাইপ) কাপলিং সহ ক্রয় ইত্যাদি। এই খাতের বাস্তব অর্জন ১০০% এবং আর্থিক অর্জন ১০০%। এ খাতে কোনো অব্যয়িত টাকা নেই।

(৩) সেচ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ-০২: এ উপখাতের প্রধান প্রধান অংগ গুলো হচ্ছে ১-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (ইউপিভিসি ব্যারিড পাইপ) নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ফিটিংস সহ ক্রয় (২০০ এমএম ডায়া মিটার, ১০০০ মিটার প্রতিটি), ২-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (ইউপিভিসি ব্যারিডপাইপ) নির্মাণ ও সম্প্রসারণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ফিটিংস সহ ক্রয় (২৫০ এমএম ডায়া মিটার, ১২০০ মিটার প্রতিটি), ১০০ এমএম ডায়া

রাবার হস পাইপ ফিটিংস ও সরঞ্জামাদিসহ ক্রয় (প্রতিটি ৫০ মি.), ১-কিউসেক এলএলপি স্কীমে সোলার পাম্প সেট ক্রয় (প্রতিটি স্কীমে নিরাপত্তা বেস্টনী ও পাম্প হাউজ নির্মাণ এবং মালামাল সরবরাহ সহ ১০০০ মি. ইউপিভিসি ব্যারিড পাইপ স্থাপন সহ) ইত্যাদি। এই খাতের বাস্তব অর্জন ১০০% এবং আর্থিক অর্জন ৯৯.৯৯%। এ খাতে মোট ০.০১ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে।

(৪) অফিস সরঞ্জামাদি ও আসবাবপত্র সংগ্রহ: এ উপখাতের প্রধান প্রধান অংগগুলো হচ্ছে ল্যাপটপ কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও সরঞ্জাম, কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, মডেম ও অন্যান্য সরঞ্জাম, ফটোকপিয়ার, আসবাব পত্র এবং সরঞ্জামাদি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ইত্যাদি। এই খাতের বাস্তব অর্জন ১০০% এবং আর্থিক অর্জন ৯৯.৯৫%। এ খাতে মোট ০.০৩ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে।

(৫) নির্মাণ ও পূর্ত: এ উপখাতের প্রধান প্রধান অংগ গুলো হচ্ছে ১টি সার্কেল কাম রিজিয়নাল অফিস ভবন নির্মাণ (সীমানা প্রাচীর সহ ৬তলা ফাউন্ডেশনসহ দ্বিতল ভবনে প্রতি ফ্লোর ১৬২১ বর্গফুট সর্বমোট ৩২৪২ বর্গফুট), অন্যান্য অফিস ভবন ও অবকাঠামো পুনঃনির্মাণ, খাল/নালা পুনঃখনন প্রি ও পোস্ট ওয়ার্ক সার্ভে ডিজাইনসহ (আরসিসি পাইপ আউটলেট, বাঁধ দিয়ে পানি নিষ্কাশন, ঘাস লাগানো ও দুই পাড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণসহ বাঁধাই করণ(১০০০০ ঘনমিটার/কি.মি.), ১-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (ইউপিভিসি ব্যারিড পাইপ) (৬২০০০ মি. এবং ১০০০ মি. প্রতিটি), ২-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (ইউপিভিসি ব্যারিড পাইপ) (১৮৬০০০ মি. এবং ১২০০ মি. প্রতিটি), বক্স কালভার্ট নির্মাণ, ক্যাটল ক্রসিং/ফুটব্রিজ নির্মাণ, ২-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-পরিস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ (২৬০০ মি. এবং ২০০ মি. প্রতিটি; বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত), ৫-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-পরিস্থ সেচনালা সম্প্রসারণ (প্রতিটি ৫৭০০ মি. এবং ৩০০ মি.; বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী সেচ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত), বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ (ট্রান্সফরমার ও আনুষাঙ্গিক সরঞ্জামাদি সহ ১-কিউসেক ও ২-কিউসেক এলএলপি স্কীমে) ইত্যাদি। এই খাতের বাস্তব অর্জন ১০০% এবং আর্থিক অর্জন ৯৯.৯৯%। এ খাতে মোট ০.১৪ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে।

প্রকল্পের পিসিআর অনুযায়ী মূলধন খাতের মোট বাস্তব অর্জন ১০০% এবং আর্থিক অর্জন ৯৮.৯৯%। এ খাতে মোট ০.১৯ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে।

১০। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ প্রকল্পের প্রাপ্ত পি সি আর অনুযায়ী, প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকল্পটির মোট আর্থিক অগ্রগতিঃ ৯৯.৮৯%এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্প শেষে মোট অব্যয়িত রয়েছে ১২.২৩ লক্ষ টাকা।

১১। পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ঃএই প্রকল্পের অধীনে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, মডেম. প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস, সেচযন্ত্র, এল এল পি, সোলার পাম্প, রাবার হোস পাইপ ক্রয় এবং সার্কেল কাম রিজিয়ন অফিস ভবন, সীমানা প্রাচীর, পাকা সেচনালা বর্ধন, খাল পুনঃখনন, বারিড পাইপ লাইন নির্মাণ, বক্স কালভার্ট নির্মাণ, অফিস ভবন পুনঃনির্মাণ, ক্যাটল ক্রসিং নির্মাণ প্রভৃতি ক্রয়কাজ সম্পন্ন করা হলেও দায়িতপ্রাপ্ত নিবাহী প্রকৌশলী, বরিশাল প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত কোনো কাগজাদি পরিদর্শনের সময় দেখাতে পারেননি।

১২। মনিটরিং সংক্রান্তঃ প্রকল্পটি এপ্রিল, ২০১৫ থেকে জুন, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। শুরু থেকে প্রকল্পটি বিএডিসি, পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন করা হয়েছে।তবে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্পটি কখনো পরিদর্শন করা হয়নি।

১৩। প্রকল্পেরউদ্দেশ্য অর্জন সংক্রান্তঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১	৩৪০ কি: মি: খাল/নালা পুন:খনন	৩৪০ কি: মি: খাল/নালা পুন:খনন করা হয়েছে। ফলে খালের দুই পাড় সংলগ্ন জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়েছে।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
২	২১৩টি সেচযন্ত্র স্থাপন ও স্থাপিত এসব সেচযন্ত্রের ব্যারিড পাইপ লাইন ও অন্যান্য সেচ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা।	২১৩টি সেচযন্ত্র মাঠে স্থাপন করা হয়েছে। ৯২ কি. মি. ১ কিউসেক ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও ১৮৬ কি. মি. ২ কিউসেক ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, ৬৬ টি বক্স কালভার্ট, ১০০ টি ক্যাটল ক্রসিং ও ১১৯ টি স্কীমে বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে কৃষকের সেচ খরচ হ্রাস পেয়েছে। জমির অপচয় হয়নি এবং সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩	ভূ-পরিস্থ পানি সংরক্ষণপূর্বক শুষ্ক মৌসুমে ১২৩৫৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ৪৩২৪৩ মে. টন খাদ্যশস্য ও ৩০৮৮৮ মে. টন ফলমূল/শাকসবজি উৎপাদন করা।	৩৪০ কি.মি. খাল পুনঃখনন ও ২১৩টি সেচযন্ত্র স্থাপন ও স্থাপিত সেচযন্ত্রে অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে ১৪০৫৫ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে ৪৯১৯৩.৯০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এবং ৩৫১৩৮.৫০ মেট্রিক টন ফলমূল/শাকসবজি উৎপাদিত হয়েছে।
৪	প্রকল্প এলাকায় ৩০০ জন সেচযন্ত্রের ম্যানেজার/অপারেটর/ফিল্ডম্যান এবং ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র দূরীকরণ।	জুন, ২০১৯ সনের মধ্যে ৩০০ জন সেচযন্ত্রের ম্যানেজার/ অপারেটর/ ফিল্ডম্যান এবং ৩০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে হেক্টর প্রতি ফলন পার্থক্য কমেছে, কৃষকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১৪। অডিট/নিরীক্ষা সংক্রান্তঃ

ক) অভ্যন্তরীণ অডিটঃ প্রকল্পের কোনো অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়নি।

খ) বাণিজ্যিক অডিটঃ প্রকল্পের ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ সালের বাণিজ্যিক অডিট করা হয়েছে ৮/৩/২০১৯ তারিখে। মোট ৬১,১৫,৭১,২৯২ (একষট্টি কোটি পনের লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশত বিরানব্বই) টাকার ১৪টি অডিট আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি কোনো অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়নি।

অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির বিবরণ

ক্রমিক	জড়িত টাকার পরিমাণ	অডিট আপত্তির বিষয়
১।	১৩,৮৩,৩৩০০০/- টাকা	ক্রয়কৃত যানবাহন পরিবহন পুলে জমা না দেয়া।
২।	৩১,০৭,৬৫,৩৬০/- টাকা	প্রকল্প হতে ক্রয়কৃত স্থায়ী সম্পদ এর ইনভেন্টরী ও বাস্তব যাচাই না করা।
৩।	৫,৯৯,৯৭,৫০৩/- টাকা	পিপিআর ২০০৮ উপেক্ষা করে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় যথাযথভাবে প্রস্তুত না করে দরপত্র আহবান ।
৪।	৪১,৫০,৩৫০/- টাকা	বরাদ্দের তথ্যাদি এড়ানোর জন্য ও প্রকল্প মেয়াদের শেষপ্রান্তে আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে RFQ এর মাধ্যমে সরবরাহ ও সেবা খাত হতে দ্রব্যাদি ক্রয় করে অনিয়মিত পরিশোধ ৪১,৫০,৩৫০/-
৫।	১,২০,৩৮,১৩৪/-	অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না দিয়ে প্রধান প্রকৌশলীর হিসাবে ও প্রকল্পের ব্যাংক হিসাবে জমা রাখা।
৬।	১৫,৬৮,৩৮০/-	প্রকল্প হতে ক্রয়কৃত স্থায়ী সম্পদ সমূহ PCR এ প্রদর্শন না করা।
৭।	২,৮০,৩৮,০০৩/-	Pre-work Survey তথা দাপ্তরিক প্রাক্কলন না করে দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

ক্রমিক	জড়িত টাকার পরিমাণ	অডিট আপত্তির বিষয়
৮।	৬০,৯৮,৯৫০/-	PPR- 2008 এর চিঠি উপেক্ষা করে সমধর্মী পণ্যের মূল্য কয়েক শতগুণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ভেরিয়েশন আদেশ জারী করার মাধ্যমে ।
৯।	২৬,২৭,৫৫০/-	প্রকল্প দপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অস্থিত্বহীন অনিয়মিত শ্রমিকের নাম দেখিয়ে অর্থ পরিশোধ ।
১০।	৩৭,৬৪,৭৬০/-	Box Cutling এ প্রাপ্ত একটি Earth filling এর একটি পরিমাণ হতে কাজ দেয়া
১১।	৮,৪৮,৪০০/-	প্রাপ্যের অতিরিক্ত সম্মানী ভাতা প্রদান করা ।
১২।	২,২৯,৬৩,৮০৭/-	PPR-2008 ও চুক্তির শর্তভঙ্গ করে, নির্মাণকাজে মালামালের সিলিন্ডার টেষ্ট ডায়া ইউনিট ওয়েট পরীক্ষা না করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ ।
১৩।	১,৯৮,০৫,০১৮/-	বাংক হিসাবে রক্ষিত জিওবি অর্থের বিপরীতে অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না দেয়া ক্ষতি ।
১৪।	৫,৭২,০৭৭/-	PPR-2008 এবং চুক্তির শর্তভঙ্গ করে কাজের বিপরীতে ইন্সুরেন্স না করায় ভ্যাট বাবদ সরকারের টাকা ক্ষতি ।
মোট	৬১,১৫,৭১,২৯২/-	

১৫। পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে মন্তব্যঃ "বরিশাল বিভাগ ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প" এর পিসিআর প্রাপ্তির পরে গত ১১ ও ১২ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলার উজীরপুর এবং ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর ও নলছিটি উপজেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িত কাজসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বাস্তবায়নকারী সংস্থাবিএডিসি'র পক্ষেনির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ), বরিশাল জোন জনাব চঞ্চল কুমার মিস্ত্রী, ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাবসাহেদ আহমেদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালেবরিশাল জেলার উজীরপুর এবং ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর ও নলছিটি উপজেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়িত নিম্নবর্ণিত কাজসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়ঃ

*** ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ কাজঃ** বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার বাসরাইল ইউনিয়নের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয় । প্রকল্পের ম্যানেজার রবিন সাওজালসহ ৬/৭ জন্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এর বাস্তবায়নকাল ২০১৭-১৮ অর্থবছর, মোট ৫,৩৫,৩৩৮ টাকা ব্যয়ে এটি নির্মাণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩০০ মিটার সেচনালা সম্প্রসারণ করা হয়। প্রকল্পের মোট ৯৯ জন কৃষকের প্রায় ১২০ একর জমি সেচনালার আওতায় সেচ সুবিধা পাচ্ছে মর্মে সুবিধাভোগী কৃষকেরা জানান। প্রকল্প থেকে তাদের প্রকল্প বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে।

পরে উজিরপুর উপজেলার পশ্চিম জয়শ্রী গ্রামে একটি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা কাজ পরিদর্শন করা হয়। এটিও ২০১৯-২০ অর্থবছরে নির্মিত। এর দৈর্ঘ্য ১০০০ মিটার। ২ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পাম্প এখানে দেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পেও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের ম্যানেজার মো: সেলিম সরদার, উপকারভোগী সেলিম, ইউনুস, জাকির, আলাউদ্দিনসহ আরো ১৫ জন উপরকারভোগী পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন। তারা জমিতে মূলত: ধানচাষ করেন বলে জানান। উপকারভোগীরা জানান, প্রকল্পের সেচনালার কারণেতারা বেশী পরিমাণ জমিতে সেচ দিতে পারছেন, খরচও কম হচ্ছে। সহজে সেচ দেয়া যায়। সেচনালার জন্য জমির অপচয় ও হয়না।

এরপর, ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় মগড় ইউনিয়নে ডহরপাড়া গ্রামের ডহরপাড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন করা হয় । ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২ কিউসেক ভূগর্ভস্থ এই সেচনালাটি নির্মাণ করা হয়। ৫,৩৫,৩৩৮ টাকা ব্যয়ে ১২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের

এই সেচনালা স্থাপন করা হয়। মোট ৭৫ জন কৃষকের ৫৫ একর জমি এই স্কীমের অধীনে সেচের আওতায় এসেছে। এই জমিগুলো পূর্বে পতিত অথবা এক ফসলি জমি ছিল, স্কীমের আওতায় আসায় কৃষকদের এই জমি দুই ফসলি জমিতে পরিণত হয়েছে, এখানে তারা পূর্বে দেশীয় জাতের ধান উৎপাদন করতেন, বর্তমানে ব্রি ৭৮, ৮৭ ইত্যাদি ধান চাষ করছেন। সদস্যগণ জানান ফলন পূর্বের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে । ফলে তাদের আয়ও আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। এছাড়া প্রকল্প থেকে এখানে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা ও করা হয়েছে।

পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে মন্তব্যঃ

১) সেচযন্ত্রের জন্য নির্মিত মেশিন ঘরটি রাস্তার পাশে এবং বাঁশ ও টিন নির্মিত যা অনেকটাই ভঙ্গুর হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সেচযন্ত্রটি চুরি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

২) প্রকল্প এলাকার জলাবদ্ধতা এখনো সম্পূর্ণরুপে দূর করা যায়নি।

৩) পার্শ্ববর্তী রায়পাশা খাল থেকে এলএলপি ফিতার মাধ্যমে এই প্রকল্পে সেচের পানি সরবরাহ করা হতো। কিন্তু সম্প্রতি সড়ক বিভাগ ঢাকা বরিশাল মহাসড়কটি দুপাশে বিস্তৃত করবে মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়ায় এই খালটি পুনঃখনন করতে অনুমতি দিচ্ছে না। ফলে এই খালটি ভরাট হয়ে ভবিষ্যতে প্রকল্পের সুবিধাভূক্ত জমিগুলোতে পানি সরবরাহ বদ্ধ হয়ে সেচকাজ বন্ধ হওয়ার আশংকা রয়েছে।

*** খাল পুনঃখনন কাজ পরিদর্শনঃ** প্রকল্পের অধীনে ধামশর কলেজ খাল পুন:খনন কাজ পরিদর্শন করি। এটি উজিরপুর উপজেলার বাসরাইল ইউনিয়নে ধামশর গ্রামে অবস্থিত। এখানে মোট ২৬০ জন কৃষকের প্রায় ৪৮০ হেক্টর জমি প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পাচ্ছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে ১৪ জন পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন। তারা জানান প্রকল্পের ফলে তাদের পানিতে জলাবদ্ধতা কম হয়েছে, খালের নাব্যতা সংকট দূর হয়েছে, খালের পানি তারা কৃষিকাজে ব্যবহার করতে পারছে, তাদের উৎপাদন বেড়েছে, খালের পানিতে তারা হাঁস পালন ও করতে পারছে।

এরপর, উজিরপুর উপজেলার প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত সাইট পাকিয়া/রায় পাশা খালটি পরিদর্শন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই পুনঃখনন কাজ করা হয়েছে। এটি মোট ২ কি.মি. দীর্ঘ। উপকারভোগী বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, শহিদুল ইসলাম, বাবুল খান, সুমন জমাদ্দার, জামাল উদ্দিন মেম্বার, মোহম্মদ আলী, হায়দার ও মোতালেবপরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন। পুনঃখননকৃত খালের দুইপাশের প্রায় ৮০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় এসেছে। এছাড়া খালের পার্শ্বে খাল খননের সময় উত্তোলনকৃত মাটিতে বিভিন্ন মৌসুমী শাক সবজি, কলা ইত্যাদি রোপন করেও তারা উপকৃত হচ্ছেন বলে জানান। তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়ার আয়ও বেড়েছে।

পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে মন্তব্যঃ

১) খননকৃত খালের মাঝখানে বাঁশপুতে মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ফলে পানি জমে কচুরিপানার বৃদ্ধি হওয়ার ফলে পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে।

২) খননকৃত খালের মধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দীর্ঘদিন অব্যবহৃত স্লুইস গেইট রয়েছে যা পানির প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি করছে।

৩) খাল খননের ফলে খালের উপরে কালভার্ট না থাকায় কৃষকেরা তাদের গৃহপালিত পশু নিয়ে বিপরীত পার্শ্বে তাদের জমিতে যেতে পারে না।

***বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ পরিদর্শনঃ** ঝালকাঠি জেলায় নলছিটি উপজেলায় ভৈরব পাশা ইউনিয়নে ছিদ্দিকিয়া এতিমখানা ও প্রবীন নিবাস সংলগ্ন বরিশাল হাইওয়ের পার্শ্বে ২ ভেন্ট বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজটি পরিদর্শন করা হয়। এটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় উপকারভোগী কৃষক আক্কাস মিয়া, আলতাফ সরকার, আবুল হোসেন, আবদুল সরদার, হারুন, আলী হায়দার, মারুফ জানান যে, পূর্বে তাদের জমিতে উৎপাদিত ফসল, গরু. গাছের জন্য সার বীজ ইত্যাদি আনা নেওয়া করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিলো, কিন্তু এই কালভার্ট নির্মাণের ফলে তারা তাদের জমিতে ট্রাক্টর, ড্রেসার মেশিন, গরু, সার, বীজ সবকিছুই খুব সহজে জমিতে নিতে পারেন। কালভার্ট নির্মাণের ফলে জলাবদ্ধতা ও দূর হয়েছে। তবে বর্তমানে খালটি পুনঃখননের অভাবে প্রায় ভরাট অবস্থায় দেখা যায় ।

***সোলার এল এল পি স্থাপন কাজ পরিদর্শনঃ**ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলায় বারবাকপুর গ্রামে ভূগর্ভস্থ সেচনালা এবং পাম্পহাউজ পরিদর্শন করা হয়। এটি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৯,৮৮,৫৬০/- টাকায় নির্মাণ করা হয়। যেখানে ৭০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা ও ১টি পাম্প হাউজ ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩০০ মিটার সেচনালা সম্প্রসারণ কাজ করা হয়েছে। সোলার সেচযন্ত্রটি ১৬,৯০,৫৮৫/- টাকা ব্যয়ে নির্মিত। এতে ৫১টি সোলার প্যানেল আছে। এটি ১৫.৩ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন। স্কীমের আওতায় মোট ৩২ জন কৃষকের ২২ একর জমি সেচের

আওতায় এসেছে। জমিতে ধান চাষের পাশাপাশি তারা সেচনালার দুপাশের জমিতে সীম,কুমড়া, ধনিয়া, লাউ ইত্যাদি চাষ করে লাভবান হচ্ছেন বলে উপকারভোগী কৃষক মৌজে আলী হাওলাদার, মোঃ ফোরকান, মোঃ সুলতান, জয়নাল, কামাল, কামরুল সরদার, আবু মিয়া, আলামিন, আবুবক্কর, মিজানুর, শাহজালাল জানান। তাদের সবজি চাষে আয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।

পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে মন্তব্যঃ

১. Flash flood এর কারণে জমিগুলোতে জোয়ারের পানি চাষের জমিতে ঢুকে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।
২. সূর্যের আলো না থাকলে অথবা বর্ষাকালে সোলার এর চার্জ সম্ভব হয়না ফলে পানি পাম্প করা যায়না।
৩. পানি পাম্প করার যখন দরকার হয়না, তখন অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ এর সাহায্যে স্থানীয় এলাকায় বাল্ব/লাইট জ্বালানো, ধান মাড়াই করা যেতে পারে, কিন্তু প্রকল্পে এ ধরণের কোনো ব্যবস্থা নাই।

১৬। প্রকল্পের সমাপ্ত কার্যক্রমসমূহ পরিদর্শনের স্থির চিত্র ও বর্ণনাঃ

ক্রম	চিত্র	বর্ণনা
১		ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলার বারবাকপুর গ্রামে সোলার সেচ স্কীম, ভূগর্ভস্থ সেচনালা এবং পাম্পহাউজ পরিদর্শন।
২		ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিএডিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়পরিদর্শন।
৩		বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার পুনঃখননকৃত সাইটপাকিয়া/রায়পাশা খালের মধ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দীর্ঘদিন অব্যবহৃত স্লুইস গেইট রয়েছে যা পানির প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি করছে।
৪		উজিরপুর উপজেলার রায়পাশা খালটি সড়ক বিভাগ পুনঃখনন করতে না দেয়ায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলা ভূ-গর্ভস্থ সেচনালাকাজের অন্তভূর্ক্তজমিতে জলাবদ্ধতা বিদ্যমান।

৫		বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার পশ্চিম জয়শ্রী গ্রামে একটি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা কাজ পরিদর্শন ও সুবিধাভোগিদের সাথে মতবিনিময়।
৬		ঐ উপজেলার বাসরাইল ইউনিয়নের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন ও সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময়।
৭		একই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে মতবিনিময়
৮		ঐ প্রকল্পের আওতায় খননকৃত খালের দুইপাশে শাক সব্জীর চাষ করা হয়েছে।

১৭। মতামত/ সুপারিশঃ

১৭.১। প্রকল্পের ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ সালের বাণিজ্যিক অডিটে উত্থাপিত মোট ৬১,১৫,৭১,২৯২/- (এক ষট্টি কোটি পনের লক্ষ একাত্তর হাজার দুইশত বিরানব্বই)-টাকার ১৪ টি অডিট আপত্তি জরুরিভিত্তিতে নিষ্পত্তির করার জন্য প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং কৃষি মন্ত্রণালয় বিষয়টি মনিটরিং করবে।

১৭.২। প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলার মধ্যে প্রবাহিত সাইটপাকিয়া/রায়পাশা খালটি পুনঃখনন করার জন্যসড়ক বিভাগ বরিশালের সাথেআলোচনাক্রমেবিএডিসি জরুরি পদক্ষেপ নিবেন।

১৭.৩। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদানকৃত কৃষি যন্ত্রপাতিসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা তা স্থানীয় কৃষি অফিসার কতৃক নিয়মিত মনিটরিং করা প্রয়োজন।

১৭.৪। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ি ও মোটর সাইকেল সমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী দ্রুত পরিবহন পুলে জমা দিতে হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং কৃষি মন্ত্রণালয় এ বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: **জুন,** ২০২০)

১.০ প্রকল্পের নাম : আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো ইরিগেশন প্রকল্প-৫ম পর্যায় (১ম সংশোধিত)

২.০ প্রকল্পের অবস্থান :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, সরাইল, আশুগঞ্জ ও নবীনগর।
ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, পলাশ ও শিবপুর
মোট বিভাগ- ০২টি	মোট জেলা- ০২টি	মোট উপজেলা -০৭টি

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

৪.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (মোট জিওবি প্র:সা: /নিজস্ব আয়)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রঃ ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল (মোট জিওবি প্র:সা:/নিজস্ব আয়)	সর্বশেষ সংশোধিত (মোট জিওবি প্র:সা: /নিজস্ব আয়)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০৮৯.৮১	২৪০০.২৭	২৩৭৪.৫৭	জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০২০	জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০২০	জুলাই,২০১৫ হতে জুন, ২০২০	৩১০.৪৬ (১৪.৮৬)	-
২০৫১.০৬	২৩৬১.৫২	২৩৩৫.৮২					-
৩৮.৭৫	৩৮.৭৫	৩৮.৭৫					-

৬.০ অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে):

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল/সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত বাস্তবায়ন		
			বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	
				জিওবি	নিজস্ব		জিওবি	নিজস্ব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	(ক) সরবরাহ ও সেবা							
১)	ভ্রমন ব্যয়	থোক	থোক	২০.০০	-	১০০%	২০.০০ (১০০%)	-
২)	অফিস ভাড়া	থোক	থোক	২২.০০	-	১০০%	২২.০০ (১০০%)	-
৩)	ডাক	থোক	থোক	০.৮০	-	১০০%	০.৭৬ (১০০%)	-
৪)	টেলিফোন/টেলিগ্রাফ	থোক	থোক	১.৫০	-	১০০%	১.৪৫ (৯৬.৬৭%)	-
৫)	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	থোক	২.৫০	-	১০০%	২.৪০ (৯৬%)	-
৬)	বিদ্যুৎ	থোক	থোক	১০.০০	-	১০০%	৯.৮৯ (৯৮.৯০%)	-
৭)	তৈল ও জ্বালানী	থোক	থোক	২১.৭০	-	১০০%	২১.৭০ (১০০%)	-
৮)	ইন্সুরেন্স ও ব্যাংক চার্জ	থোক	থোক	২.০০	-	১০০%	১.৯২ (৯৭.৫০%)	-
৯)	প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন	থোক	থোক	১১.০০	-	১০০%	১১.০০ (১০০%)	-
১০)	স্টেশনারী ও সিল	থোক	থোক	১৫.০০	-	১০০%	১৫.০০ (১০০%)	-
১১)	অনিয়মিত শ্রমিক	জন দিবস	জন দিবস	১৫৫.০০	-	১০০%	১৫৫.০০ (১০০%)	-
১২)	আইন খরচ	থোক	থোক	২.০০	-	১০০%	১.৯৫ (৯৭.৫০%)	-
১৩)	সম্মানী	থোক	থোক	১০.০০	-	১০০%	১০.০০ (১০০%)	-
১৪)	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	থোক	১১.০০	-	১০০%	১১.০০ (১০০%)	-
১৫)	সার্ভে/ডিজাইন	থোক	থোক	১৫৭.০০	-	১০০%	১৫৭.০০	-

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল/সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত বাস্তবায়ন		
			বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব	আর্থিক (%)	
				জিওবি	নিজস্ব	(%)	জিওবি	নিজস্ব
							(১০০%)	
১৬)	হায়ারিং চার্জ	থোক	থোক	০.০০	-	-	০.০০	-
১৭)	বিবিধ	থোক	থোক	১০.০০	-	১০০%	১০.০০ (১০০%)	-
	উপ-মোট (সরবরাহ ও সেবা)			**৪৫১.৫০**			**৪৫১.০৭**	
	মেরামত ও সংস্কার							
১৮)	মটর যানবাহন	সংখ্যা	০৭	১৪.০০	-	০৭ (১০০%)	১৪.০০ (১০০%)	-
১৯)	আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	থোক	৬.০০	-	১০০%	৬.০০ (১০০%)	-
২০)	অফিস ভবন ও অবকাঠামো	থোক	থোক	১৪.০০	১৫.৫০	১০০%	১৪.০০ (১০০%)	১৫.৫০ (১০০%)
২১)	সেচ অবকাঠামো	থোক	থোক	২৮০.০০	২৩.২৫	১০০%	২৮০.০০ (১০০%)	২৩.২৫ (১০০%)
	উপ-মোট (মেরামত ও সংস্কার)			**৩১৪.০০**	**৩৮.৭৫**		**৩১৪.০০**	**৩৮.৭৫**
	(ক) মোট (রাজস্ব)			**৭৬৫.৫০**	**৩৮.৭৫**		**৭৬৫.০৭**	**৩৮.৭৫**
	মূলধন							
	যানবাহন ক্রয়							
২২)	ডাবল কেবিন পিকআপ	সংখ্যা	০১	৫২.০০	-	০১ (১০০%)	৫২.০০ (১০০%)	-
	অফিস সরঞ্জাম ক্রয়				-			-
২৩)	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস, স্ক্যানার	সংখ্যা	০৪	৩.০০	-	০৪ (১০০%)	৩.০০ (১০০%)	-
২৪)	ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	০২	৩.০০	-	০২ (১০০%)	৩.০০ (১০০%)	-
২৫)	আসবাবপত্র	থোক	থোক	১০.০০	-	১০০%	১০.০০ (১০০%)	-
	ইউপিভিসি পাইপ ক্রয়				-			-
২৬)	১-কি: এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের জন্য ২০০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস সরবরাহ (প্রতিটি ৪০০ মিটার)	সেট	২৫	৭১.৯২	-	২৫ (১০০%)	৭১.৯২ (১০০%)	-

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল/সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত বাস্তবায়ন		
			বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	
				জিওবি	নিজস্ব		জিওবি	নিজস্ব
২৭)	২-কি: এলএলপি'র ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের জন্য ২৫০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস সরবরাহ (প্রতিটি ৬০০ মিটার)	সেট	২৫	১২৭.৬৬	-	২৫ (১০০%)	১২৭.৬৬ (১০০%)	-
	উপ-মোট			**২৬৭.৫৮**			**২৬৭.৫৮**	
	নির্মাণ ও পূর্ত							
২৮)	আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণ	কি. মি.	২.০০	৬০০.০০	-	২.০০ (১০০%)	৬০০.০০ (১০০%)	-
২৯)	আরসিসি সেকেন্ডারী ক্যানেল নির্মাণ	কি. মি.	১.০০	২৫০.০০	-	১.০০ (১০০%)	২৫০.০০ (১০০%)	-
৩০)	টারসিয়ারী ক্যানেল নির্মাণ	কি. মি.	০.২০	৫.৩৬	-	০.২০ (১০০%)	৫.৩৬ (১০০%)	-
৩১)	মাটির খাল খনন / পুনঃ খনন	কি. মি.	৮.০০	৫৮.৪৯	-	৮.০০ (১০০%)	৫৮.৪৯ (১০০%)	-
৩২)	অস্থায়ী মাটির বাঁধ নির্মাণ	কি. মি.	৯.৮০	৬৭.৩৮	-	৯.৮০ (১০০%)	৬৭.৩৮ (১০০%)	-
৩৩)	সাইফুন নির্মাণ	সংখ্যা		০.১০	-		০.০০	-
৩৪)	ওয়াটার কন্ট্রোল ষ্ট্রাকচার নিমাণ	সংখ্যা	০১	৬.৭০	-	০১ (১০০%)	৬.৭০ (১০০%)	-
৩৫)	টো-ওয়াল / রিটেনিং ওয়াল নির্মাণ	কি. মি.	০.২৯	৯১.০০	-	০.২৯ (১০০%)	৯০.৮৪ (৯৯.৯৮%)	-
৩৬)	ক্যাটেল ক্রসিং/ ফুট ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ	সংখ্যা	০৬	৪০.৯০	-	০৬ (১০০%)	৪০.৯০ (১০০%)	-
৩৭)	৮" ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণ (১- কিউসেক এলএলপি)	সংখ্যা	২৫	৭০.০০	-	২৫ (১০০%)	৬৯.৯৯ (৯৯.৯৮%)	-
৩৮)	১০" ইউপিভিসি পাইপ দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা (বারিড পাইপ) নির্মাণ (২ কিউসেক এলএলপি)	সংখ্যা	২৫	১১৩.৫১	-	২৫ (১০০%)	১১৩.৫১ (১০০%)	-
	উপ-মোট (নির্মাণ ও পূর্ত)			**১৩০৩.৪৪**			**১৩০৩.১৭**	
	মোট (মূলধন)			**১৫৭১.০২**			**১৫৭০.৭৫**	

ক্র: নং	অনুমোদিত মূল/সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত বাস্তবায়ন		
			বাস্তব	আর্থিক		বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	
				জিওবি	নিজস্ব		জিওবি	নিজস্ব
	সর্বমোট ব্যয় (রাজস্ব+মূলধন)			**২৩৩৬.৫২**	**৩৮.৭৫**		**২৩৩৫.৮২**	**৩৮.৭৫**
	ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি			**৫.০০**			**০.০০**	
	প্রাইস কন্টিজেন্সি			**২০.০০**			**০.০০**	
	সর্বমোট =			**২৩৬১.৫২**	**৩৮.৭৫**		**২৩৩৫.৮২**	**৩৮.৭৫**

৭.০ <u>কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ</u>

প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) পর্যালোচনা, সরেজমিন পরিদর্শন, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, আরডিপিপি অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৮.০ <u>সাধারণ পর্যবেক্ষণ</u> :

৮.১ <u>পটভূমি</u> :

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জে ও নরসিংদী জেলার ঘোড়াশালে অবস্থিত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুটির কুলিং সিস্টেমে যথাক্রমে মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা নদী হতে পানি উত্তোলন করে ব্যবহৃত হয়। উত্তোলিত পানি ব্যবহারের পর ড্রেনেজ ক্যানেলের মাধ্যমে তা নদীতে নিপতিত হয়। উক্ত পানি সেচ কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের কাজ জুলাই ১৯৯২-জুন ১৯৯৫ মেয়াদে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের পর আইএমইডি'র সুপারিশে জুলাই ১৯৯৫-জুন ১৯৯৯ মেয়াদে উক্ত প্রকল্পের ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত হয়। ২য় পর্যায়ে প্রায় ১০৪৯৬ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে আইএমইডি'র সুপারিশের আলোকে জুলাই ২০০২-জুন ২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৬/০৯/২০০৩ তারিখ একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হতে প্রাপ্ত কুলিং পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রকল্পের আওতায় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং আশুগঞ্জ ও পলাশের অতিরিক্ত ৬০৭৩ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে আইএমইডি'র সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্পে ৪র্থ পর্যায় জানুয়ারি ২০০৯-ডিসেম্বর ২০১৩ মেয়াদে অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধনীর মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধি করে জুন ২০১৪ পযর্ন্ত করা হয়। প্রকল্পটি ৪র্থ পর্যায় গত ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে শেয় হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কাযর্ক্রমের ধারবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রকল্পটি ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদে গত ২২/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। আরও উল্লেখ্য যে, গত ১৮ জুলাই ২০১৮ খ্রি. তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক প্রকল্পটি ১ম সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী জেলার ০৭ টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখছে।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- প্রকল্পের আওতায় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৮৬০ হেক্টর (৭০৬৪ একর) জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;
- লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১১০০ কিউসেক ও ৮০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভূ-পরিস্থ) দ্বারা আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায় আবাদকৃত ২২০০০ হেক্টর (৫৫০০০ একর) জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- ২২০০০ হেক্টর (৫৫০০০ একর) জমি সেচের মাধ্যমে ৯৬২৫০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং ২৮৬০ হেক্টর (৭০৬৪ একর) জমিতে সেচের মাধ্যমে ১২৫১২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ১০৮৭৬২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;
- প্রকল্প এলাকার কৃষকদেরকে সেচ, খাদ্যশস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আন্তকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন করা।

৮.৩ অনুমোদন পর্যায় :

প্রকল্পটি মোট ২০৮৯.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ২২/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় (২৪০০.২৭-২০৮৯.৮১) = ৩১০.৪৬ লক্ষ টাকা (১৪.৮৬%) বৃদ্ধি করে ১ম সংশোধন করে বাস্তবায়নকাল অপরিবর্তীত রেখে গত ১৮/০৭/২০১৮ তারিখে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

ক. যানবাহন ক্রয় (ডাবল কেবিন পিক-আপ)- ০১ টি।

খ. ১- কিউসেক এলএলপি'র ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ২০০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস সরবরাহ (প্রতিটি ৪০০ মিটার) - ২৫ সেট

গ. ২ কিউসেক এলএলপি'র ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ২৫০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস সরবরাহ (প্রতিটি ৬০০ মিটার) - ২৫ সেট

ঘ. আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণ - ২.০০ কি.মি.;

ঙ. সেকেন্ডারী ক্যানেল নির্মাণ - ১.০০ কি.মি.;

চ. টারশিয়ারী ক্যানেল নির্মাণ - ০.২০০ কি.মি.;

ছ. খাল/নালা পুনঃ খনন - ০৮ কি.মি.;

জ. অস্থায়ী মাটির বাঁধ নির্মাণ- ৯.৮ কি.মি.;

ঝ. টো/রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ- ০.২৯ কি.মি;

ঞ. ১-কিউসেক সেচ স্কীমে ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৪০০ মিঃ)- ২৫টি;

ট. ২-কিউসেক সেচ স্কীমে ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস দ্বারা ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৬০০ মিঃ)- ২৫টি;

ঠ. ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার- ০১ টি;

ড. ফুট ব্রীজ/ক্যাটল ক্রসিং/কালভার্ট নির্মাণ- ০৬ টি;

৮.৫ <u>প্রকল্প ব্যবস্থাপনা</u> :

প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প মেয়াদে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন

ক্র: নং	**কর্মকর্তার নাম**	**পদবি**	**পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন**	**সময়কাল**
১.	মোহাম্মদ ওবায়েদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী	নির্বাহী প্রকৌশলী	পূর্ণকালীন	২২/১২/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত

৮.৬ <u>মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology)</u> :

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে :

(ক) মূল ডিপিপি, সংশোধিত ডিপিপি, মনিটরিং রিপোর্ট ও বিভিন্ন সভায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা ;

(গ) Project Implementation Committee (PIC), Project Steering Committee (PSC) সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ; এবং

(ঙ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও উপকারভোগী কৃষকদের সাথে আলোচনা।

৯.০ <u>প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা</u> :

৯.১ <u>আর্থিক অগ্রগতি</u> :

প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪০০.২৭ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২৩৬১.৫২ + নিজস্ব আয়: ৩৮.৭৫)। কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২৩৭৪.৫৭ লক্ষ টাকা (৯৮.৯৩%)। প্রকল্পটির অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীর আওতায় বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় নিম্নে দেখানো হল :

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বৎসর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা			ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা (জিওবি)	নিজস্ব আয়	মোট	টাকা (জিওবি)	নিজস্ব আয়	বাস্তব (%)
২০১৫-১৬	২৬৭.৭৫	২৬০.০০	৭.৭৫	২৬৭.৩০	২৫৯.৫৫	৭.৭৫	১১.২৫
২০১৬-১৭	৬২৭.৭৫	৬২০.০০	৭.৭৫	৬২৬.৮৭	৬১৯.১২	৭.৭৫	২৬.৪০
২০১৭-১৮	৫৭৭.৭৫	৫৭০.০০	৭.৭৫	৫৭৭.৬৬	৫৬৯.৯১	৭.৭৫	২৪.৩৩
২০১৮-১৯	৫৪৪.৭৮	৫৪৩.০০	১.৭৮	৫৪৪.৩৯	৫৪২.৬১	১.৭৮	২২.৯৩
২০১৯-২০	৩৫৮.৭২	৩৪৫.০০	১৩.৭২	৩৫৮.৩৫	৩৪৪.৬৩	১৩.৭২	১৫.০৯
মোট=	২৩৭৬.৭৫	২৩৩৮.০০	৩৮.৭৫	২৩৭৪.৫৭	২৩৩৫.৮২	৩৮.৭৫	১০০

৯.২ অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি :

প্রকল্পটির অগ্রগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ১০০%। প্রকল্পটির প্রধান প্রধান অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি নিম্নে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হল:

৯.২.১ যানবাহন ক্রয় : প্রকল্পের আওতায় ১ টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয়ের জন্য ৫৫.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে মে, ২০১৮ পর্যন্ত ৫২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৯.২.২ ১- কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়: প্রকল্পের আওতায় ২৫ সেট ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় বাবদ মোট ৭১.৯২ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সমূদয় টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৯.২.৩ ২- কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের জন্য ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয়: প্রকল্পের আওতায় ২৫ সেট ইউপিভিসি পাইপ ও ফিটিংস ক্রয় বাবদ মোট ১২৭.৬৬ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত সমূদয় টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৯.২.৪ আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণ: প্রকল্পের আওতায় ২.০০ কি. মি. আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণ বাবদ মোট ৬০০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ২.০০ কি. মি. নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং মোট ৬০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৯.২.৫ আরসিসি সেকেন্ডারী ক্যানেল নির্মাণ: প্রকল্পের আওতায় ১.০০ কি. মি. আরসিসি সেকেন্ডারী ক্যাণেল নির্মাণ বাবদ মোট ২৫০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ১.০০ কি. মি. নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং মোট ২২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৯.২.৬ মাটির খাল খনন/ পুন:খনন: প্রকল্পের আওতায় ৮.০০ কি. মি. মাটির খাল খনন/ পুন:খনন বাবদ মোট ৫৮.৪৯ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ৮.০০ কি. মি. মাটির খাল খনন/ পুন:খননকাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং মোট ৫৮.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৯.২.৭ ওয়াটার কন্ট্রোল ষ্ট্রাকচার নির্মাণ: প্রকল্পের আওতায় ০১ টি ওয়াটার কন্ট্রোল ষ্ট্রাকচার নির্মাণ বাবদ ৬.৭০ লক্ষ টাকা

সংস্থানের বিপরীতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ০১ টি ওয়াটার কন্ট্রোল ষ্ট্রাকচার নির্মাণে ৬.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৯.২.৮ রি-টেইনিং ওয়াল/ টো-ওয়াল নির্মাণ: প্রকল্পের আওতায় ০.২৯ কি. মি. রি-টেইনিং ওয়াল/ টো-ওয়াল নির্মাণ বাবদ ৯১.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ০.২৯ কি. মি. রি-টেইনিং ওয়াল/ টো-ওয়াল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং মোট ৯০.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৯.২.৯ ১- কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ: প্রকল্পের আওতায় ২৫ টি ১- কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৪০০ মিটার) নির্মাণ বাবদ ৭০.০০ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ২৫ টি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণে ৬৯.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৯.২.১০ ২- কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ: প্রকল্পের আওতায় ২৫ টি ২- কিউসেক এলএলপি স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (প্রতিটি ৬০০ মিটার) নির্মাণ বাবদ ১১৩.৫১ লক্ষ টাকা সংস্থানের বিপরীতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ২৫ টি ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণে মোট ১১৩.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জনঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জন
প্রকল্পের আওতায় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ এবং যথাযথভাবে ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৮৬০ হেক্টর (৭০৬৪ একর) জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান;		প্রকল্পের ৫ম পর্যায়ে নির্মিত সেচ অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতি বছর অতিরিক্ত ২৮৬০ হেক্টর (৭০৬৪ একর) জমিতে (বোরো, আউশ, আমন, প্রধান ফসল, শাকসবজি ইত্যাদি) সেচ সম্প্রসারিত হয়েছে।
লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১১০০ কিউসেক ও ৮০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভূ-পরিস্থ) দ্বারা আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায় আবাদকৃত ২২০০০ হেক্টর (৫৫০০০ একর) জমিতে সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;		লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে আশুগঞ্জ এবং ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে যথাক্রমে ১১০০ কিউসেক ও ৮০০ কিউসেক নির্গত কুলিং ওয়াটার (ভূ-পরিস্থ) দ্বারা আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায় আবাদকৃত ২২০০০ হেক্টর (৫৫০০০ একর) জমিতে (বোরো, আউশ, আমন, প্রধান ফসল, শাকসবজি ইত্যাদি) সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।
২২০০০ হেক্টর (৫৫০০০ একর) জমি সেচের মাধ্যমে ৯৬২৫০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং ২৮৬০ হেক্টর (৭০৬৪ একর) জমিতে সেচের মাধ্যমে ১২৫১২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ১০৮৭৬২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করা;		২২০০০ হেক্টর (৫৫০০০ একর) জমি সেচের মাধ্যমে ৯৬২৫০ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা এবং ২৮৬০ হেক্টর (৭০৬৪ একর) জমিতে সেচের মাধ্যমে ১২৫১২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা হয়েছে। (বোরো, আউশ, আমন, প্রধান ফসল, শাকসবজি ইত্যাদি) অর্থাৎ প্রকল্পের আরডিপিপিতে উল্লেখিত কার্যাবলী সম্পাদনের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় ১০৮৭৬২ মে. টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে।
প্রকল্প এলাকার কৃষকদেরকে সেচ, খাদ্যশস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে আন্তকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন করা।		প্রকল্পটি দারিদ্র বিমোচনে সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক প্রভাব অর্জন করেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে নারী ও বেকার যুবকরা ফসল উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করার আরও সুযোগ পেয়েছে। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

১১.০ **প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব :**

প্রত্যক্ষ প্রভাব:

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২৪৮৬০ হেক্টর জমি (বোরো, আউশ, আমন, প্রধান ফসল, শাকসবজি ও উদ্যানজাত ফসল ইত্যাদি) সেচের আওতায় আনা হয়েছে যার মাধ্যমে ১০৮৭৬২ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও শাকসবজির ১০৮৭৬২ মেট্রিক টন যার বাজার মূল্য প্রায় ২৮২৭৮.১২ লক্ষ টাকা এবং ৫০,৫০০ কৃষক পরিবার বছরে প্রকল্প কার্যক্রম থেকে সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

পরোক্ষ প্রভাব :

পরিবেশগত প্রভাব : প্রকল্পের আওতায় ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের ফলে ভূমির উর্বরতা ও মাটির গুণাগুণ অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হচ্ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে। সেচ কাজে ভূ-পরিস্থ পানির ব্যবহারের ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি তথা ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমছে এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার রিচার্জ এ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে;

আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন : প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র এলাকায় কৃষি উৎপাদনে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত কুলিং পানির গতি পরিবর্তন করে সেচ কাজে ব্যবহার করা হয়। এর উত্তোলন ব্যয় নাই। ফলে অত্র প্রকল্পের কৃষকগণ দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় স্বল্প মূল্যে সেচ প্রদান করার সুযোগ পাচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষকের সেচ ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, প্রকল্প এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখছে।

১২.০ **উদ্দেশ্য অর্জিত না হলে উহার কারণ :** প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এর তথ্যানুযায়ী এবং সরেজমিন পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে।

১৩.০ **মনিটরিং:** প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন মেয়াদে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বিএডিসি এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করা হয়েছে।

১৪.০ **অডিট সম্পর্কিত তথ্য:**

ক) অভ্যন্তরীণ অডিট : প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তি সম্পন্ন করা হয় নাই।

(খ) এক্সটার্নাল অডিট : প্রকল্পের এক্সটার্নাল অডিট আপত্তি সম্পন্ন করা হয়েছে।

অডিট বছর	অডিট প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ	আপত্তির সংখ্যা	অডিট নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা
২০১৫-২০১৮	২৮.০১.২০১৯	০৬ টি	০৪টি	০২টি
২০১৮-২০১৯	০২.০৮.২০২০	০৬টি	০৬টি	-

১৫.০ **প্রকল্প পরিদর্শন :**

প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নের নিমিত্ত গত ০৩/১২/২০২১ ও ০৪/১২/২০২১ খ্রি: তারিখে প্রকল্পের আওতাভুক্ত নরসিংদী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বিভিন্ন উন্নয়মূলক কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ পরিদর্শন কাজে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

১৫.১ **নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ইনটেক পয়েন্ট স্লুইচ গেইট পরিদর্শণ:**

নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ইনটেক পয়েন্ট স্লুইচ গেইটসমূহ পরিদর্শণ করা হয়। পরিদর্শণকালে জানা যায় যে, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ০৩ টি ইউনিট এর মাধ্যমে ১৩০০ কিউসেক পানি শীতলক্ষ্যা নদীতে নির্গত হয়। তার মধ্যে পলাশ প্রকল্পে সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য ইনটেক পয়েন্ট স্লুইচ গেইট এর মাধ্যমে মার্চ-এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ ৮০০ কিউসেক পানি পাওয়ার ষ্টেশনের অভ্যন্তরীণ খাল দ্বারা প্রবাহিত করে প্রকল্প এলাকায় সরবরাহ করা হয়। তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি পৌরসভার অভ্যন্তরে হওয়ায় বিভিন্ন আবাসিক ময়লা আবর্জনা দ্বারা ভরাট হয়ে প্রতি মৌসুমেই পানি প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। সেচ মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বে প্রতি বছর

ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইনটেক পয়েন্ট স্লুইচ গেইট মেরামত করা হয় এবং স্লুইচ গেইট সংলগ্ন ক্যানেলের আবর্জনা অপসারন করে পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়।

১৫.২ নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলা টেঙ্গারপাড়া মৌজায় আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণ কাজ পরিদর্শণ:

নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলা টেঙ্গারপাড়া আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণ পরিদর্শণ করা হয়। এখানে আরসিসি মেইন ক্যানেল এর মোট দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার। গত (২০১৭-১৮) অর্থ বছরে ০৪ টি লটে ৫৪.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উক্ত ক্যানেল নির্মাণ করা হয়। ক্যানেল নির্মাণের পূর্বে উল্লেখিত স্থান দ্বারা পলাশ উপজেলার টেঙ্গারপাড়া, চরসিন্দুর মৌজায় সেচের পানি প্রবাহে সমস্যা সৃষ্টি হতো। কারণ পলাশ উপজেলা টেঙ্গারপাড়া ও চরসিন্দুর এলাকায় বিভিন্ন খালের শাখা প্রশাখা মাটির ক্যানেল হওয়ায় প্রায় সময় ক্যালেন ভেঙ্গে গিয়ে পানি প্রবাহ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। গত (২০১৭-১৮) অর্থ বছরে আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণের ফলে সেচের পানি প্রবাহের সমস্যা কিছুটা সমাধান হয়েছে এবং শতভাগ সমস্যা সমাধান করতে হলে আরও ৬০০ মিটার আরসিসি মেইন ক্যানেল নির্মাণ করা প্রয়োজন বলে স্থানীয় প্রকৌশলী ও সুবিধাভোগী কৃষকগুপ জানান।

১৫.৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ইনটেক পয়েন্ট স্লুইচ গেইট পরিদর্শন:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ইনটেক পয়েন্ট স্লুইচ গেইটসমূহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ০৯ টি ইউনিট এর মাধ্যমে ১৮৪০ কিউসেক পানি নদীতে নির্গত হয়। তার মধ্যে আশুগঞ্জ প্রকল্পে সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য ইনটেক পয়েন্ট স্লুইচ গেইট এর মাধ্যমে মার্চ-এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ ১১০০ কিউসেক পানি পাওয়ার ষ্টেশনের অভ্যন্তরীণ খাল দ্বারা প্রবাহিত করে কুলিং রির্জাভারের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় সরবরাহ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আশুগঞ্জ ইনটেক পয়েন্ট স্লুইচ গেইট হতে রির্জাভার এর দূরত্ব প্রায় ৪৫০ মিটার। ইতোপূর্বে খালটি কাঁচা ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে ময়লা আবর্জনা দ্বারা ভরাট হয়ে পানি প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো। চলতি (২০১৭-১৮) অর্থ বছরে আশুগঞ্জ পাওয়ার ষ্টেশনের প্রকল্পের মাধ্যমে উল্লেখিত খালটি আরসিসি ক্যানেলে রূপান্তরিত করা হয়েছে যাহা পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে।

১৫.৪ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় পানেশ্বর ইউনিয়নের বেড়তলা মৌজায় আরসিসি সেকেন্ডারী ক্যানেল নির্মাণ কাজ পরিদর্শণ:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় পানেশ্বর ইউনিয়নের বেড়তলা মৌজায় আরসিসি সেকেন্ডারী ক্যানেল নির্মাণ কার্যক্রম পরিদর্শণ করা হয়। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে বোরোপিট ক্যানেল থেকে ওয়াটার কন্ট্রোর ষ্ট্রাকচারের মাধ্যমে আরসিসি সেকেন্ডারী ক্যানেল দ্বারা পানেশ্বর ইউনিয়নের বেড়তলা মৌজায় পানি প্রবাহ করা হয়। এখানে আরসিসি সেকেন্ডারী ক্যানেল এর মোট দৈর্ঘ্য ২৬০ মিটার। এর মধ্যে চলতি (২০১৭-১৮) অর্থ বছরে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে (ই-জিপি) ২৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১০ মিটার আরসিসি সেকেন্ডারী ক্যানেল নির্মাণ করা হয়। অত্র এলাকার কৃষক জনাব মো: নাসির মিয়া ও মো: আলমগীর হোসেন জানান যে, এই সেকেন্ডারী ক্যানেল জমির ভাঙ্গান, বাড়ী ঘরের ভাঙ্গান রক্ষার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এই সেকেন্ডারী ক্যানেল আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে তারা উল্লেখ করেন। কৃষকগণ আরও জানান যে, ইতোপূর্বে এখানে মাত্র একটি রবি ফসল হতো। বর্তমানে প্রকল্পের পানি পাওয়ার ফলে রবি ফসলের পাশাপাশি তারা বোরো ফসলও উৎপাদন করতে পারছে। অত্র প্রকল্পের পানি দ্বারা অত্র এলাকার সকল কৃষক স্বল্প খরচে জমিতে সেচ প্রদান করতে পারছে এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

১৫.৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার কুট্টাপাড়া মৌজায় সরাইল দক্ষিণ সেচ স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ কাজ পরিদর্শণ:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার কুট্টাপাড়া মৌজায় সরাইল দক্ষিণ সেচ স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ কাজ পরিদর্শণ করা হয়। সরাইল দক্ষিণ ২- কিউসেক এলএলপি স্কীমের আওতায় প্রায় ২০ হেক্টর জমি রয়েছে। গত অর্থ বছরে (২০১৬-১৭) উক্ত স্কীমে ৬০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। স্কীম ম্যানেজার জনাব মো: কুতুব উদ্দিন জানান যে, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের ফলে সেচের পানির অপচয় কম হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ খরচ কম হচ্ছে। তাছাড়া ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের পূর্বে প্রতি বছর কাঁচা সেচনালা নির্মাণ বাবদ অনেক টাকা খরচ হতো। বর্তমানে কাঁচা সেচনালা নির্মাণের প্রয়োজন হয় না বিধায় উৎপাদন খরচও কম হচ্ছে। ম্যানেজার জনাব মো: কুতুব উদ্দিন আরও ৫০০ মিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বৃদ্ধি করার জন্য কমিটি'র নিকট অনুরোধ জানান। তিনি আরও জানান যে, সড়ক বিভাগের রাস্তায় বালি ভরাটের কারণে সেচ খাল ভরাটের ফলে চলতি সেচ মৌসুমে সেচের পানি পাওয়ার বিষয়ে অনিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং যথাসময়ে সেচের পানি পাওয়ার দাবি জানান।

১৫.৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় লাউয়াই খাল পুনঃখনন পরিদর্শন:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার নোয়াগাঁও মৌজায় লাউয়াই খাল পুন:খনন কাজ পরিদর্শণ করা হয়। লাউয়াই খালটি ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের উত্তর পাশে বোরোপিট ক্যানেল হতে উৎপন্ন হয়ে তিতাস নদীতে শেষ হয়েছে। খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৫.০০ কি. মি.। গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে লাউয়াই খাল ২.০০ কি. মি. পুন:খনন করা হয়েছে। মত বিনিময়কালে জানা য়ায় যে, উক্ত খালটি দীর্ঘদিন খনন না করার ফলে বোরোপিট ক্যানেলের সাইটে খালটি ভরাট হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে খালে প্রকল্পের পানি প্রবাহ কম ছিল যা দ্বারা যথাসময়ে জমিতে সেচযন্ত্র দ্বারা লিফটিং এর মাধ্যমে সেচ প্রদান করা কষ্টসাধ্য ছিল। উক্ত খালটি পুন: খনন করার ফলে সেচ মৌসুমে খালে সার্বক্ষনিক যথেষ্ট পরিমাণে পানি থাকায় যথাসময়ে জমিতে সেচযন্ত্র দ্বারা লিফটিং এর মাধ্যমে সেচ প্রদান করা যাচ্ছে। স্থানীয় উপকারভোগী কৃষক জানান যে ০৪ (চার) বছর পূর্বে খনন করা হয়েছিল যা আবার ভরাট হয়ে পড়েছে এবং পুনরায় খননের অনুরোধ করেন।

১৫.৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর মৌজায় রি-টেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ পরিদর্শণ :

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর মৌজায় নির্মীত রি-টেইনিং ওয়াল পরিদর্শণ করা হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর মৌজায় অত্র প্রকল্পের আওতায় বিএডিসি কর্তৃক নির্মিত ওয়্যারটাইপ স্লুইচ গেইট এর পূর্ব পার্শ্বে একটি কবরস্থান রয়েছে। সেচ মৌসুমে পানি প্রবাহের ফলে স্লুইচ গেইট এর পার্শ্বে পানির স্রোতে কবরস্থান প্রতি বছরই ভাঙ্গনের সম্মুখিন হয় এবং কবরস্থান রক্ষার জন্য প্রতি সেচ মৌসুমেই উক্ত স্থানে প্যালাসাইডিংসহ মেরামত কাজ করতে হয়। সেই প্রেক্ষিতে কবরস্থান রক্ষা করার লক্ষ্যে রি-টেইনিং ওয়াল নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে সংস্থান রাখা হয়েছে। গত ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে খালের পার্শ্বে কবরস্থান রক্ষা করার জন্য ৪০ মিটার রি-টেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে।

১৫.৮ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার রিজিয়নাল সেচ কমপ্লেক্স এর রিজিয়নাল ও জোনাল দপ্তর এবং ডাক বাংলো মেরামত/ সংস্কার কাজ:

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার রিজিয়নাল সেচ কমপ্লেক্স এর রিজিয়নাল ও জোনাল দপ্তর এবং ডাক বাংলো মেরামত/ সংস্কার কাজ পরিদর্শণ করা হয়। গত ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রিজিয়নাল ও জোনাল অফিস ভবন মেরামত ও সংস্কার করা হয়। মেরামত ও সংস্কার কাজসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ হলো ফ্লোর টাইলস, জানালার থাই এ্যলুমিনিয়াম ফিটিং ফিক্সিং, ফলস্ সিলিং, ওয়াশরুম ফিটিংস, ডিসটেম্বার, ইলেকট্রিক রি-ওয়ারিং, বৈদ্যতিক পাখা, লাইট ইত্যাদি। উল্লেখিত কাজসমূহে প্রায় সর্বমোট ১১.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পাদন করা হয়েছে।

১৬.০ **<u>সার্বিক পর্যবেক্ষণ</u> :**

১৬.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মেয়াদ জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৮.৯৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%;

১৬.২ প্রকল্পের আওতায় ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভূগর্ভস্থ পানির স্থিতিশীল স্তরের উচ্চতা সন্তোষজনক রয়েছে;

১৬.৩ ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের উপর চাপ হ্রাস পাচ্ছে, ভূগর্ভস্থ পানি রিচার্জ হচ্ছে, জীব-বৈচিত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে;

১৬.৪ খাল পুনঃখনন, সেচ অবকাঠামো ও ভূউপরিস্থ/ভূগর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহার করে কম খরচে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করার ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে যার এবং কৃষক লাভবান হচ্ছে;

১৬.৫ পাকা সেচ নালা নির্মাণ, কাঁচা সেচনালা, ফুট ব্রিজ/কালভার্ট/ক্যাটল ক্রসিং, ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ভূউপরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করার ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে

যা কৃষকের জীবনমান উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে;

১৬.৬ প্রকল্পে আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী জেলায় পলাশ উপজেলায় ১ম পর্যায় থেকে ৫ম পর্যায় পর্যন্ত অনেক সেচ অবকাঠামো (যেমন: আরসিসি ক্যানেল, ওয়াটার কন্ট্রোল স্ট্রাকচার, সাইফুন, ক্যাটল ক্রসিং/ কালভার্ট, রি-টেইনিং ওয়াল, ভূগর্ভস্থ সেচ নালা প্রভৃতি) নির্মাণ করা হয়েছে যা এলাকার উপকারভোগী কৃষকদের মাঝে ইতিবাচক সাড়া পড়েছে। তাই কৃষকগণ আরো বেশি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করার জন্য জোর দাবী জানান;

১৬.৭ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গরম পানি ঠান্ডা করে জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগের রাস্তার পাশে অব্যবহৃত বোরোপটি ক্যানেলটি বিএডিসি দীর্ঘদিন যাবৎ প্রকল্পের প্রধান সেচ ক্যানেল হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। বর্তমানে সড়ক বিভাগ বরোপিট ক্যানেলটি ভরাট করে সড়ক ৪-লেনে উন্নিতকরণের কাজ চলমান। বিএডিসি সড়ক বিভাগের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ৫.২ মিটার প্রশস্থ আরসিসি ক্যানেল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উক্ত আরসিসি ক্যানেল নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে ড্রইং ও ডিজাইন করা হয়েছে।

১৬.৮ প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বোরোপিট ক্যানেলটি প্রকল্পের প্রধান সেচ খাল হিসেবে ১ম পর্যায় থেকে অদ্যাবধি ব্যবহার হয়ে আসছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বোরোপিট ক্যানেলটি ভরাট করে বিদ্যমান রোড ৪ লেনে উন্নীত করার কাজ চলমান থাকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশে সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে, দ্রুত নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৬.৯ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিদ্যমান বোরোপিট ক্যানেলের পাশে বিভিন্ন রাইছ মিল/ফিড মিলের ছাই ও বর্জ্য বোরোপিট ক্যানেলে ফেলার কারণে ক্যানেল ভরাট হয়ে যাচ্ছে যার ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং পরিবেশ দূষণ হচ্ছে;

১৬.১০ আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ১-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ৪০০ মিটার ও প্রতিটি ২-কিউসেক এলএলপি স্কীমে ৬০০ মিটার ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রতিটি স্কীমে কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি করতে কৃষকের চাহিদা অনুসারে ও স্কীমের উপযুক্ততা যাচাই করে ভূগর্ভস্থ সেচনালা সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে;

১৬.১১ প্রকল্প এলাকায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং ওয়াটার (ভূউপরিস্থ পানি) এর পর্যাপ্ত উৎস থাকায় ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসাণের সুযোগ রয়েছে বিধায় পুনরায় নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৬.১২ প্রকল্পের আওতায় নির্মীত সেচ অবকাঠামোসমূহ পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষেণের জন্য রাজস্ব বাজেটের সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়।

১৬.১৩ প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন করা হয় নাই। প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই অভ্যন্তরীণ অডিট সম্পন্ন হওয়া উচিৎ এবং এ বিষয়ে বিএডিসি ভূমিকা নিতে পারে। প্রকল্পের এক্সটার্নাল অডিটে ০২টি আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে এবং ০২টি অনিষ্পন্ন আপত্তি নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি গুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় দুটি আইটেমে টেন্ডার পদ্ধতি ডিপিপি অনুযায়ী OTM নির্ধারিত থাকলেও বাস্তবে LTM পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

১৭.০ সমস্যা ও সমাধানের উদ্যোগঃ

প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শণ, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগী কৃষকদের সাথে আলোচনা করে নিম্নোক্ত সমস্যাসমূহ পরিলক্ষিত হয়:

১৯৯২ সাল হতে বিএডিসি আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পে আশুগঞ্জ অংশে সড়ক বিভাগের ঢাকা-সিলেট সড়কের পার্শ্বে সড়ক বিভাগের বরোপিট ক্যানেলটি সেচ খাল এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) এর ১.৬২৫ হেক্টর অব্যবহৃত পুকুরটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং ওয়াটার শীতলীকরণ কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। পিডিবি বিএডিসিকে অবহিত না করে উক্ত পুকুরটির ৭৫% ভাগ ভরাট করে। ফলে কুলিং কার্যক্রম এবং সেচনালায় পানি প্রবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে, প্রকল্প শুরু হতে বরোপিট ক্যানেলটিতে সেচ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন প্রকার সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে সড়ক বিভাগ বরোপিট ক্যানেলটি ভরাট করে আশুগঞ্জ-ধরখার-আখাউড়া সড়কটি ৪-লেনে উন্নিতকরণের প্রকল্প চলমান। সড়ক বিভাগের বিদ্যমান বোরোপিট ক্যানেলটি ভরাট করে ফোর লেনে উন্নিত করা হলে বিএডিসি কর্তৃক পরিচালিত আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশে (আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ও সরাইল উপজেলা) প্রায় ১৬,০০০

হেক্টর জমিতে সেচ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে না। ফলে ৬০,০০০ মেট্রিক টন খাদ্য শষ্য উৎপাদন ব্যহত হবে এবং ৩৪,১৫০ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হবে। অপরদিকে, কৃষক বিকল্প পন্থায় প্রতিবছর সেচ মৌসুমে প্রায় ০.১৮ বিসিএম ভূগর্ভস্থ পানি যান্ত্রিকভাবে উত্তোলনে পানির স্থিতিশীল স্তরের নিম্নগামিতা শুরু হবে।

আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন প্রকল্প' র আওতায় সেচ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও মাষ্টারপ্ল্যান তৈরী করার লক্ষ্যে বিএডিসি কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS নিয়োগপূর্বক সম্ভাব্যতা যাচাই ও মাষ্টারপ্ল্যান তৈরী করা হয়।

পিডিবি কর্তৃক কুলিং রিজার্ভার ভরাট করা এবং সড়ক বিভাগের ৪-লেন জাতীয় মহাসড়ক উন্নীতকরণ প্রকল্পের ফলে উদ্ভুত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয় এর সমন্বয়ে বিগত ১৭/০৬/২০২০ খ্রি., ১০/০১/২০২১ খ্রি. এবং ১৯/০১/২০২১ খ্রি. ০৩ টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সর্বশেষ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- বিপিডিবি আগামী (১ মাসের মধ্যে) সওজ এর চাহিত ভূমি (২.৭২ একর) হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং সমসাময়িকভাবে তাদের ভরাটকৃত অবশিষ্ট স্থানে বিএডিসি'র কুলিং রিজার্ভার নির্মাণের জন্য ভূমির ৬০০০ বর্গমিটার (১.৪৮ একর) জমি সংস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করবে;
- চলতি মৌসুমে ইরিগেশন ব্যবস্থা নির্বিঘ্নে চলমান রাখার স্বার্থে সওজ ও বিএডিসি সমন্বিতভাবে কাজ করবে; সওজ তাদের অধিগ্রহণকৃত ভূমির শেষ প্রান্তে বিএডিসি'র প্রস্তাব অনুযায়ী ৫.২০ মিটার জায়গার সংস্থান রাখবে। এর জন্য সওজ ৬.৫০ কি. মি. অংশে রিটেইনিং ওয়াল/ টো-ওয়াল নির্মাণ করবে;
- বিএডিসি আগামী সেচ মৌসুমে সওজ এর সংস্থানকৃত ভূমিতে নতুন ইরিগেশন চ্যানেল নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৮.০ সুপারিশ/ মতামত:

১৮.১ ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৮.২ ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে সেচ কাজে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহারের উপর চাপ হ্রাস পাচ্ছে, ভূগর্ভস্থ পানি রিচার্জ হচ্ছে, জীব-বৈচিত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বিধায় এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন (অনু: ১৬.৩)

১৮.৩ আরসিসি মেইন ক্যানেল খন্ডিতভাবে (২০০ মিটার) নির্মাণ না করে প্রয়োজনীয়তার নিরিখে (আর ৬০০ মিটার) সম্পূর্ণ ক্যানেল নির্মাণ করা হলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অর্জিত হতো। ভবিষ্যতে এই বিষয়টি লক্ষ্য রেখে প্রকল্প গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/সংস্থা বিবেচনা করতে পারে ;

১৮.৪ প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বোরোপিট ক্যানেলটি প্রকল্পের প্রধান সেচ খাল হিসেবে ১ম পর্যায় থেকে অদ্যাবধি ব্যবহার হয়ে আসছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বোরোপিট ক্যানেলটি ভরাট করে বিদ্যমান রোড ৪ লেনে উন্নীত করার কাজ চলমান থাকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া অংশে সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে। তা নিরসনে বিএডিসি স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ নিতে পারে এবং দ্রুত নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিএডিসি কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে (অনু: ১৬.৭, ১৬.৮);

১৮.৫ কৃষি জমির অপচয়রোধ, সেচকৃত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং একই সেচযন্ত্র দ্বারা অধিক এলাকা সেচের আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রতিটি এলএলপি স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে (অনু: ১৬.১০);

১৮.৬ প্রকল্প এলাকায় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং ওয়াটার (ভূউপরিস্থ পানি) এর পর্যাপ্ত উৎস থাকায় ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসাণের সুযোগ রয়েছে বিধায় পুনরায় নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে এবং এধরনের প্রকল্প দেশের অন্যান্য এলাকায় নেওয়ার বিষয়ে বিএডিসি সম্ভাব্যতা যাচাই করতে পারে (অনু: ১৬.১১);

১৮.৭ প্রকল্পের আওতায় নির্মীত সেচ অবকাঠামোসমূহ নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য পরিচালনা, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষেণ খাতে রাজস্ব বাজেটের সংস্থাণ রাখা প্রয়োজন (অনু: ১৬.১২);

১৮.৮ প্রকল্পের আও**তায়** সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষার আলোকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও নরসিংদী অংশে সেচ কার্যক্রম চলমান রাখার লক্ষ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/সংস্থা নতুন প্রকল্প গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে (অনু: ১৭.০);

১৮.৯ প্রকল্পের এক্সটার্নাল অডিটে ০২টি অনিষ্পন্ন আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে (অনু: ১৬.১৩);

১৮.১০ অনুচ্ছেদ ১৮.১ হতে ১৮.৯ এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যথোপোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং তা আগামী দুই মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে।

পরির্দশনকৃত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের স্থির চিত্র:



চিত্র-১ : নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ইনটেক পয়েন্ট স্লুইচ গেইট পরিদর্শণ।



চিত্র:-২: নরসিংদী চিত্র:২জেলার পলাশ উপজেলা টেঙ্গারপাড়া মৌজায় আরসিসি মেইন ক্যানেল পরিদর্শণ।



চিত্র -০৩ : আশুগঞ্জ ইনটেক পয়েন্ট স্লুইচ গেইট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।



চিত্র -০৪ : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় পানেশ্বর ইউনিয়নের বেড়তলা মৌজায় আরসিসি সেকেন্ডারী ক্যানেল পরিদর্শণ।





চিত্র -০৫ : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার কুট্টাপাড়া মৌজায় সরাইল দক্ষিণ সেচ স্কীমে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা পরিদর্শণ।




চিত্র -০৬ : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় লাউয়াই খাল পুনঃখনন।




চিত্র -০৭ : ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর মৌজায় রি-টেইনিং ওয়াল নির্মাণ।

গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০২০)

১. প্রকল্পের নাম : গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

২. সমাপ্তি : ৩০ জুন, ২০২০

৩. প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএআরআই)

৫. প্রকল্প অনুমোদন :

বিষয়		অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অনুমোদনের তারিখ
মূল ডিপিপি	:	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী	০৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ

৬. অর্থায়নের উৎস : সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান

৭. প্রকল্পের অবস্থান : ৬ টি বিভাগে ৪১ টি জেলার ১০৩ টি উপজেলা

৮. প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল :

বিষয়	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়নকাল	মূল এর তুলনায়	
			ব্যয় বৃদ্ধি (%)	মেয়াদ বৃদ্ধি (%)
মূল	২৩৩২.৭৫	০১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০২০	ব্যয় বৃদ্ধি হয়নি	মেয়াদ বৃদ্ধি হয়নি

৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) গম ও ভুট্টার উন্নততর ও উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন;

খ) অধিক ফলন প্রাপ্তির লক্ষ্যে গম ও ভুট্টার উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন (গম-৫ এবং ভুট্টা-৫);

গ) পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রজনন/ভিত্তি বীজ এবং ভুট্টার ইনব্রিড লাইন সমূহের বীজ উৎপাদন ও বিতরণ ;

ঘ) গম ও ভুট্টার উন্নতমানের বীজ উৎপাদন জোরদারকরণ;

ঙ) উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে হস্তান্তর;

চ) প্রশিক্ষণ ও ভিজিটের মাধ্যমে কৃষক, মাঠ কর্মী ও বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন।

১০. প্রধান কার্যক্রম:

ক) গমের ০৪টি জাত এবং ভুট্টার ০৪টি জাত উদ্ভাবন;

খ) ৩০০ টন প্রজনন বীজ উৎপাদন;

গ) গবেষণা কাজের জন্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়;

ঘ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (৪০টি মোটরযান, ৩৬টি ল্যাব যন্ত্রপাতি, ৩০টি মাঠ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম);

ঙ) সম্পদ সংগ্রহ (০২টি পিক-আপ, ০৫টি মোটর সাইকেল, ১টি মাঠ যন্ত্র, ৩৫টি ল্যাব যন্ত্রপাতি ইত্যাদি);

চ) ৫৫০০ ঘনমিটার খামার উন্নায়ন;

ছ) ল্যাবরেটরি ভবনের আনুভূতিক সম্প্রসারণ (৮০ বর্গমিটার);

১১. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: (লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (পিসিআর মোতাবেক)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
১.	ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
২.	কন্টিনজেন্সি	থোক	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০
৩.	টেলিফোন, টেলিক্স/টেলিগ্রাফ	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
৪.	বিদুৎ বিল	থোক	থোক	৩৫.০০	থোক	৩৫.০০
৫.	বৈদ্যুতিক সংযোগ	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
৬.	গ্যাস ও জ্বালানি	ঘন মি.	১০০০০	৪০.০০	১০০০০	৪০.০০
৭.	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	লিঃ	৫০০০	২০.০০	৫০০০	২০.০০
৮.	মুদ্রণ ও প্রকাশনা	টি	১৫০	১০.০০	১৫০	১০.০০
৯.	পাইলট প্রোডাকশন, এডাপটিভ ট্রায়াল এবং প্রদর্শনী	প্লট	৫০০	১০০.০০	১৫৭৪	১০০.০০
১০.	গবেষণা ব্যয়	থোক	থোক	১৭৫.০০	১২২০০	১৭৫.০০
১১.	অডিও ও ভিডিও প্রস্তুত	সংখ্যা	১০	১০.০০	১০	১০.০০
১২.	স্বল্পমেয়াদী স্থানীয় প্রশিক্ষণ	জন	১২০০০	৮০.০০	১২০০০	৮০.০০
১৩.	স্বল্পমেয়াদী বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	জন	১২	৩৬.০০	৬	১৮.০০
১৪.	সেমিনার/ওয়ার্কশপ/মাঠ দিবস	সংখ্যা	৫০	৩৬.০০	১০০	৩৬.০০
১৫.	শ্রমিক মজুরি	দিবস	১৬৪২৫০	৫০০.০০	১৬৪২৫০	৫০০.০০
১৬.	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	সংখ্যা	১০০	১০০.০০	থোক	৮৫.২৯
১৭.	প্রজনন বীজ উৎপাদন	টন/ বছর	৪০০	৭৫.০০	৫২১	৭৫.০০

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (পিসিআর মোতাবেক)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৭)	(৬)
১৮.	সার	টন	৫০	১০০.০০	৫০	১০০.০০
১৯.	সম্মানী	থোক	থোক	২১.০০	থোক	১৯.৫৬
২০.	অন্যান্য	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
২১.	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	-	-	১০০.০০	-	১০০.০০
২২.	পিক-আপ	টি	২	১১৬.০০	০	০.০০
২৩.	মোটরসাইকেল	টি	৫	৮.৭৫	৫	৮.৭৫
২৪.	মাঠ যন্ত্রপাতি	টি	১	২০০.০০	১	১৯৭.০০
২৫.	জেনারেটর	টি	১	১৫.০০	১	১৫.০০
২৬.	অফিস ও ল্যাব আসবাবপত্র	টি	৩০	৪০.০০	৩০	৩৯.৪৫
২৭.	ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি	টি	৩৫	৪০০.০০	৩৫	৩৯৮.৩০
২৮.	খামার উন্নয়ন	ঘন মি.	৫৫০০	৩০.০০	৫৫০০	২৮.৫০
২৯.	পূর্ত ও নির্মাণ (ল্যাবরেটরি বিল্ডিং)	ব.মি.	৮০	৩০.০০	৮০	২৮.৪৯
সর্বমোট				২৩৩২.৭৫	-	২১৭৪.৩৪ ৯৩.২৫%

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	দায়িত্বকাল	দয়িত্বের ধরন
১।	জনাব ড. মোঃ আমিরুজ্জামান মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	০৩/০৫/২০১৬ হতে ৩০/১২/২০২০	পূর্ণকালীন

১৩। অর্থবছরভিত্তিক ডিপিপির সংস্থান, এডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়: (পিসিআর মোতাবেক) (লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত ডিপিপির সংস্থান	অর্থছাড়	প্রকৃত ব্যয়
২০১৫-২০১৬	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
২০১৬-২০১৭	৭৯০.০০	৭৯০.০০	৭৯০.০০
২০১৭-২০১৮	৩১৫.০০	৩১৪.৫০	২৯৯.৭৯
২০১৮-২০১৯	৩১৫.০০	৩১৫.০০	৩১৫.০০
২০১৯-২০২০	২৭১.০০	২৭১.০০	২৬৯.৫৫
মোট	২১৯১.০০	২১৯০.৫০	২১৭৪.৩৪

১৪। আর্থিক কার্যক্রমের অডিট সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্পের সমাপ্তির প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের কোন ইন্টারনাল অডিট হয়নি। এক্সটারনাল অডিট হয়েছে। তবে তাতে কোন আপত্তি নেই নিচে পিসিআর মোতাবেক অর্থবছরভিত্তিক এক্সটারনাল অডিটের তথ্য দেয়া হল-

এক্সটার্নাল অডিট:			
অর্থবছর	রিপোর্ট দাখিলের তারিখ	আপত্তির বিষয়	আপত্তি নিষ্পত্তির অবস্থা
২০১৫-২০১৬	১৭.১০.২০১৬	কোন আপত্তি নেই	প্রযোজ্য নয়
২০১৬-২০১৭	০১.০১.২০১৮	কোন আপত্তি নেই	প্রযোজ্য নয়
২০১৭-২০১৮	১৩.০৩.২০১৯	কোন আপত্তি নেই	প্রযোজ্য নয়
২০১৮-২০১৯	০৯.০২.২০২০	কোন আপত্তি নেই	প্রযোজ্য নয়
২০১৯-২০২০	অডিট হয়নি	-	-

১৫। মূল্যায়ন পদ্ধতি/ মাধ্যম: মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নের পদ্ধতি/মাধ্যম ব্যবহার করা হয়েছে-

ক. ডিপিপি পর্যালোচনা;
খ. পিসিআর পর্যালোচনা;
গ. সরেজমিন পরিদর্শন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ
ঘ. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা

১৬। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:

প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ৩০/০৮/২০২১ তারিখ যশোর জেলা এবং ০৫/১০/২০২১ তারিখ হতে ০৭/১০/২০২১ তারিখ পর্যন্ত গাজীপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলায় সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। সরেজমিন পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য নিচে তুলে ধরা হলো-

১৬.১ **বীজ উৎপাদন:** প্রকল্পের আওতায় গম ও ভূট্টার জাত উদ্ভাবন পরবর্তী নির্বাচিত কৃষকদের মাঠে গম ও ভূট্টার বিভিন্ন লাইন মাঠ পরীক্ষা (Field Trial) ও প্রদর্শনী করা হয়। এমনই একটি মাঠ পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে গত ৩০/০৮/২০২১ তারিখ যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার জাফরনগরের বাসিন্দা কৃষক জনাব মিন্টু হোসেনের মাঠ পরিদর্শন করা হয়।

কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায় তাঁর তিন খন্ড জমিতে প্রকল্পের সহায়তায় গম চাষ করা হয়। তার দেয়া তথ্যমতে তিন খন্ড জমিতে গম উৎপাদন নিম্নরুপ:

জমির পরিমাণ	গম উৎপাদন
২২ কাঠা (৩৩ শতাংশ প্রায়)	৮ মন
২$^{১}/_{২}$ বিঘা (৮২ শতাংশ প্রায়)	১৫ মন
১ বিঘা (৩৩ শতাংশ প্রায়)	৫ মন
মোট: ১৪৮ শতাংশ (প্রায়)	২৮ মন

বারির প্রতিনিধি জানান এ কৃষকের জমিতে বারি গম-৩৩ সংশ্লিষ্ট লাইন (বি.এ.ডব্লিউ ১২৬০) পরীক্ষা করা হয়েছে এবং বর্ণিত জাত/লাইনের ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রতি ১০০ শতাংশে ৪০ মন গম উৎপাদন। কিন্তু এ কৃষকের ১৪৮ শতাংশ জমিতে মাত্র ২৮ মন গম উৎপাদিত হয়েছে। পাশাপাশি উৎপাদিত গমের আকার ছোট ছিল বলে কৃষক জানান। তবে এ জাত উদ্ভাবনের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল এটিকে গমের রোগ Wheat Blast প্রতিরোধী করা। কৃষকের সাথে আলোচনায় জানা যায় উৎপাদনকালে তার জমির গম Wheat Blast রোগে আক্রান্ত হয়নি। উল্লেখ্য, উক্ত কৃষকের জমিতে বর্তমানে ধান উৎপাদন করা হচ্ছে। অক্টোবর হতে ফেব্রুয়ারি গম উৎপাদন মৌসুম। কৃষক জানান প্রতিবছর এ মৌসুমে তিনি গম উৎপাদন করেন এবং আগামী মৌসুমেও তিনি গম উৎপাদন করতে ইচ্ছুক। অন্য ফসলের তুলনায় গম উৎপাদন করে তিনি লাভবান হচ্ছেন। তিনি আরোও জানান উৎপাদন আরো বেশি হলে তিনি আরো লাভবান হবেন;

১৬.২ **খামার উন্নয়ন:** গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে ২০০০ ঘনমিটার খামার উন্নয়নের সংস্থান রয়েছে। উন্নয়নকৃত খামার পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে খামারে কোন ফসল দেখা যায়নি। বারির কর্মকর্তাগণ জানান রবি মৌসুমে এখানে গমের চাষ করা হবে। গম ফসল তোলার পর পর (এপ্রিল/মে মাস) আউস ধান উৎপাদন করা হয় এবং ধান তোলার পর ২-৩ মাস খামার খালি থাকে।

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটিউটের উপকেন্দ্রে খামার উন্নয়নের সংস্থান রয়েছে। উন্নয়নকৃত খামার সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। এ খামারেও পরিদর্শনকালে কোন ফসল উৎপাদন করতে দেখা যায়নি। পরিদর্শনকালে জানা যায় খামার/জমিটি নিচু ছিল এবং খামার উন্নয়নের অংশ হিসেবে ফসল উৎপাদনের উপযোগী জমি তৈরির লক্ষ্যে এতে দো-আঁশ মাটি ফেলা হয়েছে। রবি মৌসুমে গম এবং খরিপ মৌসুমে ধান উৎপদান করা হয়ে থাকে। এ উপকেন্দ্রে অন্য একটি প্রকল্পের আওতায় একদিকে আংশিক বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে। বাকি তিনদিক উন্মুক্ত থাকায় কেন্দ্রে থাকা বীজ উৎপাদন যন্ত্রপাতি এবং গুদামে থাকা উৎপাদিত ফসল চুরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে এ কেন্দ্রের চারদিকে ৭ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ আবশ্যক;

	
গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে ২০০০ ঘনমিটার উন্নয়নকৃত খামার	পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলায় প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটিউটের উপকেন্দ্রে ২০০০ ঘনমিটার উন্নয়নকৃত খামার

১৬.৩ **সম্পদ সংগ্রহ:** প্রকল্পের আওতায় কিছু সংখ্যক ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। ল্যাব যন্ত্রপাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৭টি এয়ার কন্ডিশনার, ১টি গ্লুটোগ্রাফ, ১সেট জেল ডক্যুমেন্টেশন সিস্টেম, ১সেট জিন পালসার এক্সসেল, ১সেট জিন গান, ১সেট মেগা ভার্টিক্যাল ইলেকট্রোফোরেটিক এন্ড পাওয়া সাপ্লাই ইউনিট, ১টিহোমোজেনিজার, ১টি রিয়েল টাইম পিসিআর, ১টি জিবিএস প্লাটফর্ম মেশিন। গাজীপুরের জয়দেবপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট (বারি) পরিদর্শনকালে রিয়েল টাইম পিসিআর ব্যাতিত সকল যন্ত্রপাতি ল্যাবরেটরিতে পাওয়া যায়। করোনা ভাইরাস পরীক্ষার সুবিধার্থে রিয়েল টাইম পিসিআর যন্ত্রটি ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত বিএসএমএমইউ তে আনা হয় বলে প্রকল্প কর্মকর্তা জানায়। পরিদর্শকালে দেখা যায় ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত ০১টি এয়ারকন্ডিশনার ব্যতিত সকল যন্ত্রপাতি সচল রয়েছে। ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারযোগ্য রিএজেন্টস এর গুণমান রক্ষার্থে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, পরিদর্শনকালে দেখা যায় এ প্রকল্প এবং অন্যান্য প্রকল্প হতে গবেষণা কাজে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন রিএজেন্টস ল্যাবে রক্ষিত আছে। এ প্রেক্ষাপটে অনতিবিলম্বে ল্যাবরেটরির অচল এসিটি মেরামত এর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এ প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরি ভবনের নিকটে একটি সেমিপাকা ভবনে এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত একটি ৬০ কিভিএ জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় প্লট কম্বাইন হারভেস্টার নামক একটি মাঠ যন্ত্র ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। মূলত জমি থেকে উৎপাদিত গম ও এ জাতীয় ফসল কাটার ক্ষেত্রে এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। দিনাজপুর জেলার নশিপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটিউট পরিদর্শনকালে যন্ত্রটি সচল অবস্থায় পাওয়া যায়। এ ইন্সটিটিউটে ৩টি কম্পিউটার (ইউপিএস ও প্রিন্টারসহ), ১টি ফটোকপিয়ার ও ১টি ল্যাপটপসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদানের সংস্থা আছে। পরিদর্শনকালে দখো যায় hp pavilion মডেলর ৩টি টাচস্ক্রিন ডেস্কটপ কম্পিউটার দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১টি ফটোকপিয়ার ও ১টি ল্যাপটপসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর পাওয়া গেছে। তবে একটি ডেস্কটপ কম্পিউটার অচল পাওয়া যায়। অন্যদিকে প্রকল্প প্রস্তাবমতে, ফাইল ক্যাবিনেট, বুক শেল্ফ, কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার, সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও চেয়ার , ল্যাব টেবিল ও চেয়ার, স্টিল আলমারি সরবরাহ করা হয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় গবেষণা কাজে ব্যবহারের জন্য থোক পরিমাণ কেমিক্যাল ও রিএজেন্টস ক্রয়ের সংস্থান রাখা হয়। গাজীপুরে অবস্থিত বারি পরিদর্শনকালে প্রকল্প কর্মকর্তা প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত রিএজেন্টস প্রদর্শন করেন। উল্লেখ্য যে, প্রাক্কলিত ব্যয়ের তুলনায় বাজারমূল্যে অধিক হওয়ায় কেমিক্যাল ও রিএজেন্টস ক্রয় অঙ্গের অগ্রগতি হয় ৮৫.২৯%। অর্থাৎ ১৪.৭১% কম অগ্রগতি হয়। কেমিক্যাল ও রিএজেন্টস কম ক্রয় করার ফলে গবেষণা ব্যাহত হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নে গবেষকরা জানান প্রকল্প বাস্তবায়নকালে গবেষণা কাজে বিঘ্ন ঘটেনি। তবে গবেষণা কাজ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রকল্প সমাপ্তি পরবর্তী গবেষণা কাজের ধারবাহিকতা বজায় রাখায় ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল মজুদ থাকা আবশ্যক;

 গাজীপুরে অবস্থিত বারি ল্যাবে স্থাপিত জেল ডক্যুমেন্টেশন সিস্টেম	 গাজীপুরে অবস্থিত বারি ল্যাবে স্থাপিত জিবিএস প্লাটফর্ম মেশিন	 গাজীপুরে অবস্থিত বারি ল্যাবে স্থাপিত এসি যা বর্তমানে মেরামতের অভাবে অচল অবস্থায় আছে
 দিনাজপুর জেলার নশিপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটিউটে সরবরাহকৃত প্লট কম্বাইন হারভেস্টার	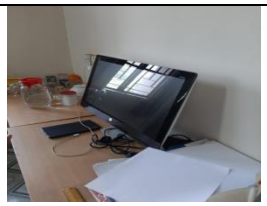 দিনাজপুরের নশিপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটিউট সরবরাহকৃত hp pavilion মডেলের টাচস্ক্রিন ডেস্কটপ কম্পিউটার যা বর্তমানে অচল	 দিনাজপুর জেলার নশিপুরে অবস্থিত বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটিউট সরবরাহকৃত ফটোকপিয়ার

১৬.৪ **অফিস কাম ল্যাব ভবনের আনুভূতিক সম্প্রসারণ:** পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটিউট এর গম গবেষণা উপকেন্দ্রে বিদ্যমান ভবনের আনুভূতিক সম্প্রসারণের (৮০ বঃমিঃ) সংস্থান রয়েছে। উক্ত ইন্সটিটিউট পরিদর্শনকালে দেখা যায় দ্বিতল বিশিষ্ট ভবনের নিচ তলায় (ভবনের প্রবেশপথ হতে হাতের ডানে) একটি হলরুম নির্মাণ করা হয়েছে। কর্মকর্তাগণ জানান হলরুমটি প্রশিক্ষণ কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে;

১৬.৫ **হাওড় এলাকায় জিরো টিলেজ এর মাধ্যমে চাষাবাদ:** ১৭/০৭/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে হাওড় এলাকায় জিরো টিলেজ এর মাধ্যমে ভুট্টা চাষ বাড়ানো হবে। পরিদর্শনকাল ভুট্টা চাষের মৌসুম না হওয়ায় হাওড় অঞ্চল সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়নি। গাজীপুরে অবস্থিত বারি পরিদর্শনকালে জিরো টিলেজ চাষাবাদ সম্পর্কিত উপস্থাপনা পর্যালোচনা করা হয়। এতে জানা যায় কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলায় গুড়ই হাওড়/গ্রামে স্থানীয় কৃষক দ্বারা জিরো টিলেজের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় ভুট্টা চাষ করা হয়। এক্ষেত্রে প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত বারি ভুট্টা-৯ এর বীজ ব্যবহার করা হয়। জিরো টিলেজ পদ্ধতিতে ভুট্টা উৎপাদনের ক্ষেত্রে খরচ কম হওয়া, পরিবেশের ক্ষতি বিশেষ করে মাটির উর্বরতা নষ্ট না হওয়া, পরিশ্রম কম হওয়া এবং আগাম ফসল পাওয়ার কারণে কৃষক সন্তুষ্ট বলে জানা যায়। তবে এ পদ্ধতিতে বড় সমস্যা হল হঠাৎ বৃষ্টি হলে বীজ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে;

১৬.৬ **ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়ন:** প্রশিক্ষণের ডাটাবেজ প্রণয়ন এ প্রকল্পের কোন অঙ্গ নয়। তবে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন ও গবেষণা সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা ও কৃষক প্রশিক্ষণের দ্বৈততা পরিহার করা, সকল বৈজ্ঞানিক ও কর্মকর্তার নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা নির্বাচন কাজ সহজসাধ্য করার জন্য একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়ন জরুরী বিধায় পরিদর্শনকালে উক্ত বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা

হয়। পরিদর্শনকালে জানা যায় অদ্যাবধি এ সংক্রান্ত কোন ডাটাবেজ প্রণয়ন করা হয়নি। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নথিতে সংরক্ষিত থাকে। এ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন কষ্টসাধ্য এবং একই বিষয়ে একই কর্মকর্তা/বিজ্ঞানীর একাধিকবার প্রশিক্ষণ পাওয়া ও কোন কর্মকর্তা/বিজ্ঞানীর প্রশিক্ষণ না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। ফলে একটি সমন্বিত ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়ন আবশ্যক;

১৬.৭ **আর্থিক কার্যক্রমের অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ:** প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অডিট হলেও কোন আপত্তি নেই বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়। পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটে (গাজীপুর) সংরক্ষিত অডিট সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ০১টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০৩টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০১টি আপত্তি থাকার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। ০৫টি আপত্তিতে মোট জড়িত অর্থের পরিমাণ ৮৯.৬৪ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে সকল আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং এতে কোন আপত্তি দেয়া হয়নি মর্মে পর্যবেক্ষণে পরিলক্ষিত হয়;

১৬.৮ **আইএমইডির প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা অবহিতকরণ:** বারি কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালে এর কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক পরিবীক্ষণপূর্বক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনাসহ প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়, বারি ও প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। আইএমইডির প্রেরিত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করা বাঞ্ছনীয়। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নকালে পরিচালক জনাব মোসাঃ তাজকেরা খাতুন এবং উপপরিচালক জনাব নাসরীন সুলতানা কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে যথাক্রমে ০২/০৫/২০১৭ ও ২৪/০৯/২০১৯ তারিখ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। জনাব মোসাঃ তাজকেরা খাতুনের প্রতিবেদনের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডিকে অবহিত করা হয়েছে। তবে জনাব নাসরীন সুলতানার প্রতিবেদনের কোন ফিডব্যাক পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তবে তা লিখিত আকারে আইএমইডিকে অবহিত করা হয়নি।

১৬.৯ **হাইব্রিড ভুট্টার বীজ উৎপাদন (পর-পরাগায়ন পদ্ধতি) বিষয়ে প্রশিক্ষণ:** পুরুষ ও স্ত্রী ভুট্টার প্যারেন্ট লাইনের পর-পরাগায়নের মাধ্যমে হাইব্রিড ভুট্টার বীজ উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসির কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ দেয়ার কথা আইএমই বিভাগের ২০১৭ সালের একটি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের জবাবে প্রকল্প পরিচালক জানান। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় প্রদানকৃত হাইব্রিড ভুট্টার বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বিএডিসির কর্মকর্তা এবং এনজিও কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর ৬০ জন, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর ৬০ জন , ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর ৯০ জন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছর ৩০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

১৭। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

ক) প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন মোতাবেক ২৩৩২.৭৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে অগ্রগতি ২১৭৪.৩৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৩.২৫% ব্যয় হয়েছে। অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে;

খ) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদনের অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (১২ জন) অঙ্গের অগ্রগতি ৫০% এবং সভার সম্মানী অঙ্গের অগ্রগতি ৮২%। করোনা পরিস্থিতির কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে মর্মে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া কেমিক্যাল ও রিএজেন্ট সংগ্রহ অঙ্গের অগ্রগতি ৮৫.২৯%। প্রাক্কলনের তুলনায় বাজার মূল্য অধিক হওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ায় পিকআপ ক্রয় অঙ্গের অগ্রগতি ০%। পিসিআর মোতাবেক বর্ণিত ০৪টি অঙ্গ ব্যতিত অন্য সকল অঙ্গের অগ্রগতি শতভাগ;

গ) ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হল উচ্চ ফলনশীল ০৪টি গম ও ০৪টি ভূট্টার জাত উদ্ভাবন করা। প্রকল্পের আওতায় ০৪টি উচ্চফলনশীল গম ও ০৩টি উচ্চফলনশীল ভূট্টার জাত উদ্ভাবন হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ করা হয়েছে। বারি গম-৩৩ তার মধ্যে একটি জাত। পিসিআর এর অধ্যায় D (Achievement of objectives of the project) পর্যবেক্ষণে এ উদ্দেশ্য (উচ্চ ফলনশীলতার ভিত্তিতে) অর্জিত হয়েছে কিনা তা বোধগম্য হয়নি। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে বারির প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট কৃষকের সাথে আলোচনায় বারি গম-৩৩ সংশ্লিষ্ট সারি (বি.এ.ডব্লিউ ১২৬০) চাষে ফলন কম হওয়ার বিষয়টি জানা যায়;

ঘ) প্রকল্পের আর্থিক কার্যক্রমের ইন্টারনাল অডিট হয়নি। তবে প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল সংশ্লিষ্ট ০৫ অর্থবছরের মধ্যে ০৪টি অর্থবছরের অডিট সম্পন্ন হয়েছে বলে পিসিআর পর্যবেক্ষণে জানা যায়। পিসিআর মোতাবেক ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের অডিট হলেও কোন আপত্তি নেই। অন্যদিকে ২০১৯-২০ অর্থবছরের অডিট হয়নি বলে পিসিআর এ উল্লেখ আছে। পরিদর্শনকালে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ০১টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০৩টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০১টি আপত্তি থাকার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। ইতোমধ্যে সকল আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে ইতোমধ্যে ২০১৯-২০ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের অডিট সম্পন্ন হয়েছে এবং এতে কোন আপত্তি পাওয়া যায়নি। অডিট আপত্তি থাকা স্বত্ত্বেও তা পিসিআর এ উল্লেখ না করা সমীচীন হয়নি;

ঙ) বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটিউটের পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত উপকেন্দ্রে/বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে বাউন্ডারি ওয়াল না থাকায় কেন্দ্রে থাকা বীজ উৎপাদন যন্ত্রপাতি এবং গুদামে থাকা উৎপাদিত ফসল চুরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে;

চ) বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা ও কৃষক প্রশিক্ষণের দ্বৈততা পরিহার করা, সকল বৈজ্ঞানিক ও কর্মকর্তার নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য একটি সমন্বিত ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়ন আবশ্যক। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের পূর্ববর্তী পর্যায় (১ম পর্যায়) এর সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (মার্চ, ২০১৫ মাসে জারিকৃত) বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতিবেদনে প্রশিক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেজ প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি তা বাস্তবায়ন করা হয়নি;

ছ) এ প্রকল্পের আওতায় ল্যাবরেটরিতে স্থাপিত ০১টি এয়ারকন্ডিশনার ব্যতিত সকল যন্ত্রপাতি সচল রয়েছে। ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারযোগ্য রিএজেন্টস এর গুণমান রক্ষার্থে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, পরিদর্শনকালে দেখা যায় এ প্রকল্প এবং অন্যান্য প্রকল্প হতে গবেষণা কাজে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন রিএজেন্টস ল্যাবে রক্ষিত আছে। এ প্রেক্ষাপটে অনতিবিলম্বে ল্যাবরেটরির অচল এসিটি মেরামত এর উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান (ডিপিপির পৃষ্ঠা নং ৭) অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি বারি কর্তৃপক্ষ তার কোর প্রোগ্রাম হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং এ লক্ষ্যে ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে;

জ) আইএমইডির উপপরিচালক জনাব নাসরীন সুলতানা কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে যথাক্রমে ২৪/০৯/২০১৯ তারিখ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। প্রতিবেদনের কোন ফিডব্যাক পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তবে তা লিখিত আকারে আইএমইডিকে অবহিত করা হয়নি।

ঝ) এ প্রকল্পের কাজের বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ১৯/০৯/২০১৭ তারিখে ১১ সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রগ্রেস মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির কার্যপরিধি মোতাবেক কমিটি বছরে ০২টি সভায় মিলিত হবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে। আইএমইডিতে রক্ষিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথি এবং প্রাপ্ত পিসিআর পর্যবেক্ষণে কমিটি কর্তৃক ০১টি সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায় তবে প্রগ্রেস মনিটরিং সংক্রান্ত কোন মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক হতে জানা যায় যে কমিটি তার ১ম সভার কার্যবিবরণী মোতাবেক ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা পরিদর্শন করেছে। তবে এ সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রগ্রেস মনিটরিং খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ

রাখা হয়েছে এবং পিসিআর মোতাবেক বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় হয়েছে।

১৮। মতামত/সুপারিশ:

ক) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সকল বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও কৃষকের তথ্যসহ বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, এনজিও কর্মকর্তা ও কৃষক প্রশিক্ষণের দ্বৈততা পরিহার করা, সকল বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য একটি সমন্বিত ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়ন করতে হবে। উল্লেখ্য, এ প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে প্রশিক্ষণের জন্য একটি ডাটাবেজ প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাই অনতিবিলম্বে বারি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

খ) ঝিকরগাছা উপজেলার জাফরনগরের বাসিন্দা জনাব মিন্টু হোসেনের মাঠে গমের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হওয়ার প্রকৃত কারণ নির্ণয়পূর্বক সংশ্লিষ্ট কৃষককে অধিক উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে;

গ) বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইন্সটিটিউটের পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত উপকেন্দ্রে/বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে বাউন্ডারি ওয়াল না থাকায় কেন্দ্রে থাকা বীজ উৎপাদন যন্ত্রপাতি এবং গুদামে থাকা উৎপাদিত ফসল চুরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে এ কেন্দ্রের চারদিকে ৭-৮ ফুট উচ্চতাসম্পন্ন বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন। বারি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

ঘ) ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারযোগ্য রিএজেন্টস এর গুণমান রক্ষার্থে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখা এবং গবেষণা কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়ার স্বার্থে ল্যাবরেটরিতে থাকা ০১টি নষ্ট এসি সচল করাসহ সকল এসি নিয়মিত মেরামত করে সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বারি কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের এক্সিট প্ল্যান অনুযায়ি প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি বারি কর্তৃপক্ষ তার কোর প্রোগ্রাম হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে;

ঙ) আইএমইডির উপপরিচালক জনাব নাসরীন সুলতানা কর্তৃক ২৪/০৯/২০১৯ তারিখে জারিকৃত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা মন্ত্রণালয় কর্তৃক লিখিতভাবে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;

চ) আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রগ্রেস মনিটরিং কমিটি কোনরূপ মূল্যায়ন/প্রগ্রেস রিপোর্ট দাখিল না করলেও এ খাতে বরাদ্দকৃত ৫.০০ লক্ষ টাকা সম্পূর্ণ ব্যয় হওয়ার বিষয়টি খতিয়ে দেখে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ছ) উপর্যুক্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন,২০২০)

১. প্রকল্পের নাম : **বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)।**

২. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়।

৩. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিএসআরআই)।

৪. প্রকল্পের ধরণ : বিনিয়োগ

৫. অর্থায়নের উৎস : বাংলাদেশ সরকারের অনুদান (জিওবি) ।

৬. প্রকল্পের অবস্থান: :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন
০৬ বিভাগ	৩২টি জেলা	৪৫টি

৭. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৬৩১৬.৭৭	৭২৬১.২৬	৭০৮০.০০	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০	৩০ অক্টোবর, ২০১৫। একনেক	(৭৬৩.২৩) (১২.০৮%)

* ৭৬৩.২৩ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে

৮। **পটভূমি:** ১৯৫১ সালে ইক্ষু গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (এসআরটিআই) একটি আঞ্চলিক কার্যালয় ও চারটি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে শুধুমাত্র চিনিচল এলাকায় কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮৯ সালে এসআরটিআই, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) এ রুপান্তরিত হয় এবং চিনিকল এলাকার সাথে অন্যান্য মিষ্টি উৎপাদনকারী ফসল যেমন: খেজুর, তাল, সুগারবিট, গোলপাতা, স্টিভিয়া প্রভৃতি ফসলের উপর গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে। ফলে এসআরটিআই এর গবেষণা কার্যক্রম ও ম্যানডেটেড শস্যের বৃদ্ধি পায়। তবে জনশক্তি এবং আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রের অপরিবর্তিত থাকে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সুপারিশ মোতাবেক একজন মানুষের বছরে ন্যুনতম ১৩ কেজি অথবা ১৭ কেজি গুড় খাওয়া প্রয়োজন। এ হিসেবে বর্তমান বাংলাদেশের ১৮০ মিলিয়ন মানুষের জন্য বছরে ২.০৮ মিলিয়ন টন চিনির প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে চিনি ও গুড়ের উৎপাদনের পরিমাণ বছরে যথাক্রমে ০.১৫ মিলিয়ন টন ও ০.৪০ মিলিয়ন টন। ঘাটতি চাহিদা মেটাতে বছরে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন টন চিনি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। অন্যদিকে খাদ্য উৎপাদন, শিল্পায়ন, ঘারবাড়ি, রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি কারণে ক্রমশ: আখের জমি কমে যাচ্ছে।কাজেই দেশের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইক্ষুসহ অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নতুন এলাকায় ইক্ষু চাষের সম্প্রসারণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়ে । এ জন্য উচ্চফলনশীল ও চিনিযুক্ত জাত উদ্ধাবন ও সম্প্রসারণের পাশাপাশি চর, পাহাড় এবং লবনাক্ত এলাকায় ইক্ষু উৎপাদন

কার্যক্রম সম্পসারণ করা এবং ইক্ষুর পাশাপাশি সুগারবিটের আবাদ বিস্তুত করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে ৬৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০১/০৯/২০১৫ তারিখ "বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ" শীর্ষক প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৯। উদ্দেশ্যঃ

- দু'টি নতুন আঞ্চলিক ও প্রজনন কেন্দ্র, একটি উপকেন্দ্র এবং একটি বায়োকন্ট্রোল পরীক্ষাগার নির্মাণের মাধ্যমে নির্মিতব্য এবং বর্তমান আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- ইক্ষু ও সুগারবিটের স্থানীয় ও বৈদেশিক জার্মপ্লাজম সংগ্রহকরণ, আনবিক চরিত্রায়ন এবং মূল্যায়ন;
- এগ্রোব্যাকটেরিয়াম পদ্ধতি ব্যবহার করে জীবজ ও অজীবজ প্রতিকূলতা প্রতিরোধক গুণাবলীর ধারক জিন প্রতিস্থাপন;
- প্রচলিত পদ্ধতি এবং জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাহিদা প্রসূত, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু, টেকসই এবং আধুনিক ইক্ষু ও সুগারবিটের জাত উদ্ভাবন;
- ইক্ষু ও সুগারবিটের জন্য লাগসই এবং টেকসই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্যাকেজ উদ্ভাবন;
- নির্বাচিত গাছ হতে সংগৃহীত উন্নত জাতের দেশি তাল ও খেজুরের চারা তৈরী, রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- পার্বত্য চট্টগামে ইক্ষু চাষের দ্বারা তামাক চাষের এলাকা প্রতিস্থাপন;
- চরাঞ্চল, পাহাড়ী এলাকা এবং উপকূল এলাকার জন্য কার্যকর ইক্ষু চাষাবাদ প্রযুক্তি প্রবর্তন;
- প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে মিষ্টি ফসলের আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি সম্প্রসারণ।

১০। প্রকল্প অনুমোদন এবং সংশোধনঃ প্রকল্পটি ৬৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৩০, অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদন করা হয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের বিভিন্ন অংগের আন্ত:খাত সমন্বয়সহ কিছু কিছু অংগের পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে মেয়াদ জুন/২০২০ অপরিবর্তিত রেখে ব্যয় ৭২৬১.২৬ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়।

১১। প্রকল্পের মুল কার্যক্রম:

- বিএসআরআই এর প্রধান কার্যালয় এক্সটেনশন, ট্রেনিং ডরমেটরী এক্সটেনশন, ইন্সপেকশন রুম, এক্সটেনশন অব বিএনএফ ল্যাব, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ এবং সাইন্স বিল্ডিং নির্মাণ;
- ব্রিডিং স্টেশনসহ একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র, দুইটি উপকেন্দ্র, সুগারবিটের জন্য দশটি গুড় শেড, দশটি বায়োগ্যাস প্লান্ট এবং একটি বায়ো-কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি নির্মাণ;
- ৫৭৮৪ বর্গমিটার ল্যাব কাম অফিস ভবন এবং অন্যান্য স্থাপনা এবং ৪১৪৭ রানিং মিটার বাউন্ডারি ওয়াল ও সেচ নালা নির্মাণ।
- ২১ একর জমি অধিগ্রহণ;
- ২,০০,০০০ খেজুর এবং ৭৫,০০০ তালের চারা উৎপাদিত এবং রোপন;
- ১১৫০টি প্রদর্শনী, ১৬০টি মাঠ দিবস এবং ২০টি ওয়ার্কশপ/সেমিনার সম্পন্ন;
- ২০৪টি ল্যাব যন্ত্রপাতি, ৭টি ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি এবং ৭২টি মেশিনারি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ;
- ১টি জিপ, ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১টি ট্রাক, ১টি মাইক্রোবাস এবং ১০টি মোটর সাইকেল ক্রয়;
- আখ এবং সুগারবিট বিষয়ক অন্তত ২০টি গবেষণা কর্মসুচি গ্রহণ;
- ২ জনের পিএইচডি এবং ২৬ জনের স্বল্পমেয়াদি বৈদেশিক ভ্রমণ;
- ১৭৫০০ জন কৃষক, ৬২৫ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা, ২০০০ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

১২। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের ধরণ
ড. সমজিৎ কুমার পাল	প্রকল্প পরিচালক	৩০/১১/২০১৫ হতে ১৮/০২/২০১৯ পর্যন্ত (নিয়মিত) এবং ১৯/০২/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব।

১৩. প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্ত

(লক্ষ টাকায়)

অংগ/কাজের নাম	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫
রাজস্ব ব্যয়ঃ				
কর্মচারির বেতন	১২ জন	৪৭.৬০	১২ জন	৪৭.৬০
ভাতাদি	২৫ জন	৮৭.৩০	২৫ জন	৮৭.৩০
সরবরাহ ও সেবা:				
অনিয়মিত শ্রমিক	থোক	১২০.০০	থোক	১২০.০০
কেমিক্যাল ও গ্লাসওয়ার	থোক	৭৫.০০	থোক	৭৫.০০
জার্মপ্লাজম সংগ্রহ	থোক	৩.০০	থোক	৩০.০০
ইনসেক্টিসাইড এবং ফানজিসাইড	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৫.০০
সার	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০
হায়ারিং চার্জ	থোক	৭৯.৩০	থোক	৭৯.৩০
যানবাহন ভাড়া	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
মাঠ প্রদর্শনী	১১৫০টি	২১০.০০	১১৫০টি	২১০.০০
ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৯১.০০	থোক	৯১.০০
অফিস ভাড়া	৫ এলাকা	৪১.০০	৫ এলাকা	৪১.০০
গ্যাস, তেল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৯৫.০০	থোক	৯৫.০০
প্রিন্টিং, লিফলেট, বার্ষিক প্রতিবেদন, বই/বুকলেট	থোক	১৫.০০	থোক	১৫.০০
স্টেশনারি	থোক	৪১.০০	থোক	৪১.০০
প্রকিউরমেন্ট অব বুক এ্যান্ড জার্নাল	থোক	৮.৪০	থোক	৮.৪০
প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপন	থোক	১৭.০০	থোক	১৭.০০
ডেট পাম সিডলিং প্রোডাকশন	২০০০০০টি	১৫.০০	২০০০০০টি	১৫.০০
পালমিরা পাম সিডলিং প্রোডাকশন	টি ৭৫০০০	১৫.০০	৭৫০০০টি	১৫.০০
প্লানটেশন ও মেইনটিন্যান্স	২৫০০০ টি	৭.৫০	২৫০০০ টি	৭.৫০
মানব সম্পদ উন্নয়ন				
স্বল্প মেয়াদি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	২৬ জন	৮৮.০০	২৬ জন	৬৮.০০
পিএইচডি (বিদেশ)	২ জন	১২০.০০	২ জন	১২০.০০
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	২৫ ব্যাচ	৩৫.০০	২৫ ব্যাচ	৩৫.০০
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	৮০ ব্যাচ	৮০.০০	৮০ ব্যাচ	৮০.০০
কৃষকদের প্রশিক্ষণ	৭৫০ ব্যাচ	১২৬.১৬	৭৫০ ব্যাচ	১২৬.১৬
মাঠ দিবস	১ টি	৭২.০০	১ টি	৭২.০০
সেমিনার/ওয়াকশপ	২০ টি	৪৮.০০	২০ টি	৪৮.০০
বিভিন্ন কমিটি'র সম্মানি	থোক	১২.০০	থোক	১২.০০
মধ্যবর্তী মুল্যায়ন	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০
প্রগ্রেস মনিটরিং	থোক	৭.০০	থোক	৭.০০
অন্যান্য	থোক	৫.৯৯	থোক	৫.৯৯
মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ				
মোটর যানবাহন	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০
কম্পিউটার এবং অফিস সরঞ্জাম	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
মেশিনারিজ এবং ইক্যুইপমেন্ট	থোক	১৭.৫০	থোক	১৭.৫০
অফিস এবং আবাসিক ভবন	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০
বাউন্ডারী ওয়াল	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়)		**১৮০৪.৭৫**		**১৮০৪.৭৫**
মুলধন ব্যয়ঃ				
জীপ	১ টি	৭০.৫৭	১ টি	৭০.৫৭
ডাবল কেবিন পিক আপ	১ টি	৫৫.৪৩	১ টি	৫৫.৪৩
ট্রাক (টন)	১ টি	৪০.৬৬	১ টি	৪০.৬৬
মাইক্রোবাস	১ টি	৪৩.৪৩	১ টি	৪৩.৪৩

অংগ/কাজের নাম	সংশোধিত ডিপিপিতে লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫
মোটর সাইকেল	১০ টি	১৪.৯১	১০ টি	১৪.৯১
ল্যাব ইক্যুইপমেন্ট	৫৬টি	২৫.৪৯	৫৬টি	২৫.৪৯
সুগারবিট কম্পোনেন্ট	৮৪ টি	৮০.৩২	৮৪ টি	৮০.৩২
আইপিএম কম্পোনেন্ট	৬৪ টি	২৪.৩০	৬৪ টি	২৪.৩০
বৈদ্যুতিক ইক্যুইপমেন্ট	০৭ টি	১৬.৮৮	০৭ টি	১৬.৮৮
মেশিনারি এবং অন্যান্য ইক্যুইপমেন্ট	১৮২ টি	৪৩৪.৩০	১৮২ টি	৪৩৪.৩০
কম্পিউটার প্রিন্টার ও স্পেয়ারস	২০ টি	৯.৬৮	২০ টি	৯.৬৮
অফিস ইক্যুইপমেন্ট	০৫ টি	৫.৫০	০৫ টি	৫.৫০
আসবাবপত্র	১১৬৬ টি	৫৭.১১৯	১১৬৬ টি	৫৭.১১৯
টেলিযোগাযোগ	৫৪ টি	৩.৫৫	৫৪ টি	৩.৫৫
ভূমি অধিগ্রহণ	২১ একর	১৪৯০.৪৯	২১ একর	১৪৯০.৪৯
নির্মাণ কাজঃ				
বরিশাল উপকেন্দ্রের ভূমি উন্নয়ন	৩২৩৫০ ঘ:মি:	৩১.০০	৩২৩৫০ ঘ:মি:	৩১.০০
সুবর্ণচর, গাইবান্ধা, গাজীপুর ও বান্দরবান উপকেন্দ্রের ভুমি উন্নয়ন	৮০৯৬৮.৭২ ঘ:মি:	১৫১.০৮	৮০৯৬৮.৭২ ঘ:মি:	১৫১.০৮
গাইবান্ধা উপকেন্দ্রের অফিস বিল্ডিং	৬০০ ব:মি:	২২৭.০০	৬০০ ব:মি:	২০৬.৩২
সুবর্ণচর উপকেন্দ্রের অফিস বিল্ডিং	৬০০ ব:মি:	২০৭.০০	৬০০ ব:মি:	১৮৬.০৬
বান্দরবান উপকেন্দ্রের অফিস বিল্ডিং	৬০০ ব:মি:	২০৭.০০	৬০০ ব:মি:	১৮৬.৫২
ল্যাব কাম অফিস বিল্ডিং (হেড কোয়ার্টার)	১৩৫০ ব:মি:	২৮৯.৮৩	১৩৫০ ব:মি:	২৫২.৬১
এক্সটেনশন ট্রেনিং ডরমিটরী হেড) (কোয়ার্টার	৭০০ ব:মি:	২৬১.৬৩	৭০০ ব:মি:	২৬১.৬৩
এক্সটেনশন অব ইন্সপেকশন রুমহেড) (কোয়ার্টার	৫০০ ব:মি:	১৪০.০৫	৫০০ ব:মি:	১৪০.০৫
এক্সটেনশন বিএনএফ ল্যাব (হেড কোয়ার্টার)	২১৪ ব:মি:	৫৩.৮৪	২১৪ ব:মি:	৫৩.৮৪
ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ (হেড কোয়ার্টার)	৩০০ ব:মি:	৬৭.২২	৩০০ব:মি:	৬৭.২২
সাইন্স বিল্ডিং (হেড কোয়ার্টার)	৫০০ ব:মি:	১৮০.৬০	৫০০ ব:মি:	১৮০.৬০
বরিশাল উপকেন্দ্রের বাউন্ডারী ওয়াল	২৫৫ রা:মি:	১৪.০০	২৫৫ রা:মি:	১৪.০০
চুয়াডাঙ্গা ও বরিশাল উপকেন্দ্রের আরসিসি কলাম সহ এমএস গেইট	০২ টি	১০.০০	০২ টি	১০.০০
বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ (গাজীপুর, গাইবান্ধা, সুবর্ণচর ও বান্দরবান)	২০৫০ রা:মি:	৮৪৫.৫২০	২০৫০ রা:মি:	৮৪৫.৫২০
রিনোভেশন অব কোয়ারেন্টাইন স্টেশন	থোক	১৫.৯৬	থোক	১৫.৯৬
মাটি পরীক্ষা এবং কন্সালটেন্সি	থোক	৩৬.৯৫	থোক	৩৬.৯৫
অভ্যন্তরিণ রাস্তা নির্মাণ	৩ কি:মি:	২৭৬.০০	৩ কি:মি:	২৭৯.০২
ডিপ টিউব ওয়েল	২টি	৯৪.৯৭	২টি	৯৪.৯৭
বিদ্যুত সংযোগ	থোক	৩৫.০০	থোক	৩৫.০০
কন্সট্রাকশন অব সুগারবিট কম্পোনেন্ট	০	০	০	০
গুড় শেড (বমি ৮০)	১০ টি	২৬.৫৫	১০ টি	২৬.৫৫
সুগারবিট মিনি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট (ঘনফিট ৩)	১০ টি	১০.০০	১০ টি	১০.০০
সেচ নালা (মি ৩০০+২০০)	১৮৪২ রা:মি:	৬৩.০৩	১৮৪২ রা:মি:	৬৩.০৩
কন্সট্রাকশন অব আইপিএম কমপোনেন্ট	--	--	--	--
বায়োকন্ট্রোল ল্যাবরেটরি	১৮০ ব:মি:	৬৭.২১	১৮০ ব:মি:	৬৭.২১
উপ(মুলধন ব্যয়) মোট-		৫৪৫৬.৫১		৫২৯৫.২৫
সর্বমোট (মূলধন +রাজস্ব)	**--**	**৭২৬১.২৬**	**--**	৭০৮০.০৪৫

- তথ্য সূত্র: পিসিআর ও পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

- সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ি প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭২৬১.২৬ লক্ষ টাকা, তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৭০৮০.০০ (৯৭.৫০%) লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪। প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত পিসিআর অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকল্পের কোন কাজ অসমাপ্ত নাই।

১৫। বছরভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড় ও ব্যয়: (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষমাত্রা			অর্থছাড়	আর্থিক ও ভৌত অর্জন		
	মোট	টাকা	ভৌত (%)		মোট	টাকা	ভৌত (%)
২০১৫-২০১৬	৪৩০.০০	৪৩০.০০	৫.৯২%	৪৩০.০০	৪২৭.১৬	৪২৭.১৬	৬.০৩%
২০১৬-২০১৭	১৬০০.০০	১৬০০.০০	২২.০৩%	১৬০০.০০	১৫৯৫.২০	১৫৯৫.২০	২২.৫৩%
২০১৭-২০১৮	২৩৭০.০০	২৩৭০.০০	৩২.৬৪ %	২৩৭০.০০	২৩৬৪.০৭৫	২৩৬৪.০৭৫	৩৩.৩৯%
২০১৮-২০১৯	৯৬৮.০০	৯৬৮.০০	১৩.৩৩ %	৯৬৮.০০	৯৬৭.৬১	৯৬৭.৬১	১৩.৬৭%
২০১৯-২০২০	১৮৯৩.২৬	১৮৯৩.২৬	২৬.০৭%	১৭৩৩.০০	১৭২৬.০০	১৭২৬.০০	২৪.৩৮%
মোট	৭২৬১.২৬	৭২৬১.২৬	১০০%	৭১০১.০০	৭০৮০.০৪৫	৭০৮০.০৪৫	১০০%

- তথ্য সূত্র: পিসিআর ও পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী

১৬। <u>আর্থিক বিশ্লেষণ:</u> ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্পটিতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭২৬১.২৬ লক্ষ টাকা যার বিপরীতে অর্থছাড় করা হয় ৭১০১.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৭০৮০.০৪৫ লক্ষ টাকা। অব্যয়িত অবশিষ্ট টাকা অর্থ বছর ভিত্তিক (২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২.৮৪ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪.৮০ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৫.৯৩ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ০.৩৯ লক্ষ টাকা এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৭.০০ লক্ষ টাকা) সমর্পণ করা হয়েছে।

১৭। <u>ক্রয় কার্যক্রম সংক্রান্ত পর্যালোচনাঃ</u> পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধান অনুসরণ করে সকল ক্রয় প্রক্রিয়া উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে ওটিএম-এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয় মর্মে প্রকল্প সংশ্লিস্টগণ জানান। নথিপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পে মোট ৪১টি প্যাকেজ ছিল। তন্মধ্যে পণ্যের ২৪টি, কার্যের ১৬টি এবং সেবার ১টি। ক্রয় কার্যক্রম ২৪টি প্যাকেজের আওতায় ওটিএম এর মাধ্যমে e-GP-তে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্যাকেজসমূহের বিবরণ **<u>পরিশিষ্ট-'ক'</u>** তে দেয়া হলো।

১৮। মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

<u>মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:</u>

- **প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি পর্যালোচনা**;
- **পিসিআর পর্যালোচনা**;
- এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;
- কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং সরেজমিনে পরিদর্শন;
- ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৯। <u>পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণঃ</u> বিএসআরআই কর্তৃক বাস্তবায়িত "বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য আইএমইডি এর সহকারী পরিচালক জনাব মো: কামাল হোসেন কর্তৃক ২৬/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায়

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ভৌত কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধিসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিএসআরআই-এর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৯.১ <u>প্রধান কার্যালয়ের জন্য ল্যাব-কাম-অফিস ভবন নির্মাণ (প্যাকেজ নং-W-03):</u> এ প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ২৮৯.৩৩ লক্ষ টাকা, চুক্তি মূল্য ২৮৯.৩৩ লক্ষ টাকা। টেন্ডারের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ০৫/০২/২০১৭ তারিখ ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হয় এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল ০৫/০৫/২০১৭ তারিখ। ০৮/১০/২০১৭ তারিখের মধ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী ৩তলা ভিত্তির উপর ৩তলা বিশিষ্ট ১৩৫০ বর্গমিটারের একটি ল্যাব কাম অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিস্টগণ জানান যে, নির্মিত ল্যাব কাম অফিস ভবন কৃষি প্রকৌশল বিভাগ ও খামার বিভাগ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর বাইরে নিচ তলা ভান্ডার শাখা ব্যবহার করছে। ভবনটি অনুমোদিত নক্সা/ডিজাইন মোতাবেক এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে কাজ করা হয়েছে।	
১৯.২। **<u>প্রধান কার্যালয়ের জন্য এক্সটেনশন রুম নির্মাণ (প্যাকেজ নং-W-06):</u>** এ প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ১৪০.০৫ লক্ষ টাকা, চুক্তি মূল্য ১৪০.০৫ লক্ষ টাকা। টেন্ডারের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২৭/০৯/২০১৭ তারিখ ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হয় এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল ২৬/০৬/২০১৭ তারিখ। ১২/০৭/২০১৮ তারিখের মধ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী ৩তলা ভিত্তির উপর ২ তলা বিশিষ্ট ৫০০ বর্গ মি. একটি এক্সটেনশন রুম নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, নির্মিত এক্সটেনশন রুম গেস্ট হাউস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবনটি অনুমোদিত নক্সা/ডিজাইন মোতাবেক নির্মাণ করা হলেও এর রং/ওয়েদারকোট নিম্নমানের পরিলক্ষিত হয়েছে।	
১৯.৩। **<u>প্রধান কার্যালয়ের জন্য প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ (প্যাকেজ নং-W-06):</u>** এ প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ২৬১.৬৩ লক্ষ টাকা, চুক্তি মূল্য ২৬১.৬৩ লক্ষ টাকা। টেন্ডারের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২৭/০৯/২০১৭ তারিখ ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হয় এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল ২৬/০৬/২০১৮ তারিখ। ১২/০৭/২০১৭ তারিখের মধ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী ৩ তলা ভিত্তির উপর ১ তলা বিশিষ্ট ৭০০ বর্গ মি. একটি প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত প্রশিক্ষণ ভবন প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণকালীন সময় অবস্থান করতে পারে। তবে ভবনটির গায়ে প্রশিক্ষণ ভবন সনাক্তকরণ পরিলক্ষিত হয়নি। ভবনটি অনুমোদিত নক্সা/ডিজাইন মোতাবেক এবং কাজের গুণগতমান বজায় রেখে	

নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।	
১৯.৪। **বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ (প্যাকেজ নং-W-07):** এ প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ১৮০.৬০ লক্ষ টাকা, চুক্তি মূল্য ১৮০.৬০ লক্ষ টাকা। টেন্ডারের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১০/০২/২০১৭ তারিখ ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হয় এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল ১০/০৪/২০১৭ তারিখ। ১৪/০৬৮/২০১৮ তারিখের মধ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্মিত বিজ্ঞান ভবন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ল্যাব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।	
১৯.৫ প্রধান কার্যালয়ের জন্য সম্প্রসারিত বিএনএফ ল্যাব নির্মাণ**(প্যাকেজ নং-W-11):** এ প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ৫৩.৮৪ লক্ষ টাকা, চুক্তি মূল্য ৫৩.৮৪ লক্ষ টাকা। টেন্ডারের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় ১০/০২/২০১৯ তারিখ ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হয় এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল ১০/০৪/২০১৯ তারিখ। ২৮/০৩/২০১৯ তারিখের মধ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, নির্মিত বিএনএফ ল্যাব সরেজমিন গবেষণা বিভাগের গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।	
১৯.৬ প্রধান কার্যালয়ের জন্য বায়োকন্ট্রোল ল্যাবরেটরী নির্মাণ **(প্যাকেজ নং-W-07):** এ প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য ৬৭.২১ লক্ষ টাকা, চুক্তি মূল্য ৬৭.২১ লক্ষ টাকা। টেন্ডারের নথি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যায় ১৫/০২/২০১৮ তারিখ ঠিকাদারের সাথে চুক্তি করা হয় এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল ২৯/০৩/২০১৮ তারিখ। ২০/০৬/২০১৮ তারিখের মধ্যে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শতভাগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান যে, নির্মিত বায়োকন্ট্রোল ল্যাবরেটরি কীটতত্ব বিভাগের গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সার্বিক বিবেচনায় ভবনটি গুণগতমান বজায় রেখে নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।	

১৯.৭। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিএসআরআই-এর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় বিএসআরআই এর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ২১ একর ভুমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ১টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ২টি উপকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বিএসআরআই এর প্রধান কার্যালয়ে ৩ তলা বিশিস্ট ল্যাব-কাম-অফিস বিল্ডিং, এক্সটেনশন ট্রেনিং ডরমিটরী, এক্সটেনশন বিএনএফ ল্যাব, ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ, সাইন্স বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করার জন্য প্রকল্পের অধীনে ৮৪টি সুগারবিট কম্পোনেন্ট, ৫৬টি ল্যাব, ৬৪টি আইপিএম কম্পোনেন্ট, ০৭টি বিদ্যুতিক ইক্যুইপমেন্ট

৭২টি মেশিনারি এবং অন্যান্য ইক্যুইপমেন্ট, ২০টি কম্পিউটার প্রিন্টার এবং স্পেয়ারস, ০৫টি অফিস ইক্যুইপমেন্ট, ১১৬৬টি আসবাবপত্র, ৫৪টি টেলিযোগাযোগ ক্রয় করা হয়েছে। কিন্তু ক্রয়কৃত আসবাবপত্রসমূহ, ইলেকট্রিক সামগ্রিসহ কোন পণ্যের গায়ে প্রকল্পের লেবেল লাগানো পাওয়া যায়নি। এছাড়া নির্মিত ও মেরামতকৃত স্থাপনাসমূহে নামফলক লাগিয়ে সনাক্তকরণের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পিসিআর পর্যালোচনা আরও দেখা যায় যে, প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় মোট ১৯ জন কর্মকর্তা স্বল্পমেয়াদি বিদেশ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং ২জন কর্মকর্তা বিদেশ থেকে পিএইচডি কোর্স সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পের আওতায় ২৫ ব্যাচে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের ৮০ ব্যাচে প্রশিক্ষণ, কৃষক প্রশিক্ষণ ৭০০ ব্যাচ, মাঠ দিবস ১৫০ টি ও সেমিনার/ওয়ার্কসপ ২০ টি সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প মেয়াদে ২ লক্ষ খেজুরের চারা ও ৫০ হাজার তালের চারা উৎপাদন ও রোপন করা হয়েছে এবং ১০০টি সৌদি খেজুরের চারা রোপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর কার্যক্রমগুলো সচল রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর জন্য Exit Plan এবং কিভাবে প্রকল্পের কার্যক্রমগুলো স্থায়িত্বশীল হবে তা আগেই পরিকল্পনা করে রাখতে হয়। প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তির পরে এর উপকারিতা, স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী হলেও প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এর সফলতা নির্ভর করে প্রকল্পের স্থায়িত্ব এবং রক্ষণাবেক্ষণের ওপর। এজন্য প্রকল্পটির বিস্তারিত পরিকল্পনার মধ্যে এর স্থায়িত্বের সুযোগ ও কৌশল উল্লেখ থাকা বাঞ্চনীয়। ভবিষ্যতে সমজাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে Exit Plan বিবেচনাপূর্বক উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন করা সমীচীন হবে।

১৯.৮ **<u>প্রকল্পে ব্যবহৃত গাড়ি সম্পর্কিত তথ্য</u> :** GD-01 প্যাকেজের মাধ্যমে ৭০.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি জীপগাড়ী, ৫৫.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১৪.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দশটি মোটরসাইকেল, ৪০.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ট্রাক (০৫ টন) এবং ৪৩.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মাইক্রোবাস (১২ সীট), GD-07 প্যাকেজের মাধ্যমে ৬৯.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ট্রাক্টর ক্রয় করা হয়েছে। জীপ গাড়িটি মহাপরিচালক, বিএসআরআই কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে। ০১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ০১টি ট্রাক, ০১টি ট্রাক্টর, ০১ টি মাইক্রোবাস ও ১০টি মোটর সাইকেল কৃষি প্রকৌশল বিভাগ, বিএসআরআই এর অধীনে সংরক্ষিত আছে এবং বিএসআরআই এর গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী গাড়ী পরিবহণ পুলে জামা প্রদানের বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সে নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি।

২০। প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বের সুবিধাদি এবং বর্তমান সুবিধাদির তুলনাঃ

পূর্বের সুবিধাদি	বর্তমান সুবিধাদি
১. পুর্বে ২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৭টি উপকেন্দ্র ছিল।	১। বর্তমানে এই প্রকল্পের অধীনে ১টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ২টি উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে ৩টি আঞ্চলিক কেন্দ্র ও ৯টি উপকেন্দ্র রয়েছে। ফলে বিএসআরআই এর গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ হয়েছে।
২। ল্যাব কাম অফিস ভবন (তলা ৩)নির্মাণের পূর্বে কৃষি প্রকৌশল বিভাগ ও খামার বিভাগ পুরাতন টিন শেড ভবনে ছিল।	২। ল্যাব কাম অফিস ভবন (তলা ৩)নির্মাণের পর কৃষি প্রকৌশল বিভাগ ও খামার বিভাগ নতুন ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
৩। এক্সটেনশন রুম (গেস্ট হাউস)ছিলনা।	৩। বর্তমানে এক্সটেনশন রুম (গেষ্ট হাউজ) রয়েছে। ২০ জন অতিথির অবস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।
৪। ০১ টি ডরমিটরিতে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ছিল- ৪০ টি।	৪। প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণের পর প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন ব্যবস্থা ছিল- ৭০ টি।
৫। বিজ্ঞান ভবন ছিল না।	৫। বিএসআরআই এর বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ভবন রয়েছে।
৬। সম্প্রসারিত বিএনএফ ল্যাব ছিল না।	৬। সম্প্রসরিত বিএনএফ ল্যাব রয়েছে।

৭। বায়োকন্ট্রোল ল্যাবরেটরি ছিল না।	৭। বায়োকন্ট্রোল ল্যাবরেটরি রয়েছে।

২১. প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের প্রকৃত অর্জন

ক্রমিক	উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
১।	দু'টি নতুন আঞ্চলিক ও প্রজনন কেন্দ্র, একটি উপকেন্দ্র এবং একটি বায়োকন্ট্রেল পরীক্ষাগার নির্মাণের মাধ্যমে নির্মিতব্য এবং বর্তমান আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	ব্রিডিং স্টেশনসহ একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র, দুইটি উপকেন্দ্র, সুগারবিটের জন্য দশটি গুড় শেড, দশটি বায়োগ্যাস প্লান্ট এবং একটি বায়ো-কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি স্থাপনের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।
২।	ইক্ষু ও সুগারবিটের স্থানীয় ও বৈদেশিক জার্মপ্লাজম সংগ্রহকরণ, আণবিক চরিত্রায়ন এবং মূল্যায়ন।	সুগারবিটের ২টি জাতের ২০ কেজি বীজ এবং আখের ৫টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, আণবিক চরিত্রায়ন এবং মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
৩।	এগ্রোব্যাকটেরিয়াম পদ্ধতি ব্যবহার করে জীবজ ও অজীবজ প্রতিকূলতা প্রতিরোধক গুণাবলীর ধারক জিন প্রতিস্থাপন।	আখের ২টি প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জেনেটিক্যালি ট্রান্সফর্মড ক্লোন তৈরীর মাধ্যমে জীবজ ও অজীবজ প্রতিকূলতা প্রতিরোধক গুণাবলীর ধারক জিন প্রতিস্থাপন নিশ্চিত হয়েছে।
৪।	প্রচলিত পদ্ধতি এবং জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাহিদা প্রসূত, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু, টেকসই এবং আধুনিক ইক্ষু ও সুগারবিটের জাত উদ্ভাবন।	আখের ২টি জাত অবমুক্তকৃত এবং সুগারবিটের ২টি জাত নিবন্ধিত হওয়ার মাধ্যমে টেকসই এবং আধুনিক ইক্ষু ও সুগারবিটের জাত উদ্ভাবন নিশ্চিত হয়েছে। তবে সুগারবিট হতে সরাসরি চিনি উৎপাদন করা যায়না বিধায় অদ্যাবধি কৃষক পর্যায়ে সুগারবিটের চাষাবাদ শুরু হয়নি মর্মে জানা যায়।
৫।	ইক্ষু ও সুগারবিটের জন্য লাগসই এবং টেকসই সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা প্যাকেজ উদ্ভাবন।	আখ এবং সুগারবিটের ২টি লাগসই এবং টেকসই আইপিএম প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে।
৬।	সম্পদ এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহকৃত।	১টি জিপ, ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১টি ট্রাক, ১টি মাইক্রোবাস এবং ১০টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে। ২০১৯ সালের মধ্যে ২০৪টি ল্যাব যন্ত্রপাতি, ৭টি ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি এবং ৭২টি মেশিনারি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ হয়েছে। ২০১৮ সালের মধ্যে ২১ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালের মধ্যে ৫৭৮৪ ব.মি ল্যাব কাম অফিস ভবন এবং অন্যান্য স্থাপনা এবং ৪১৪৭ রানিং মিটার বাউন্ডারি ওয়াল ও সেচ নালা নির্মিত হয়েছে।
৭।	স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ এবং পিএইচডি কোর্সের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরীকৃত।	প্রকল্প মেয়াদে ২ জনের পিএইচডি এবং ২৬ জনের স্বল্পমেয়াদি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯ সালের মধ্যে ১৭৫০০ জন কৃষক, ৬২৫ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা, ২০০০ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।
৮।	উন্নত জাতের দেশি তাল ও খেজুরের চারা তৈরী, রোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ। পার্বত্য চট্টগ্রামে ইক্ষু চাষের দ্বারা তামাক চাষ প্রতিস্থাপন, চরাঞ্চল, পাহাড়ি এবং উপকূলীয় এলাকার জন্য কার্যকর ইক্ষু চাষাবাদ প্রযুক্তি প্রবর্তন।	ইতোমধ্যে প্রায় ২.০০ লক্ষ খেজুর গাছের চারা এবং ৭৫.০০ হাজার তালের চারা উৎপাদন বিভিন্ন স্থানে রোপন করা হয়েছে। পার্বত্য জেলায় প্রায় ১০% তামাকের জমি আখ চাষাবাদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

সুত্র: প্রকল্প সরেজমিনে পরিদর্শন ও বিএসআরআই এর গবেষক/কর্মকর্তাদের দেয়া তথ্য মোতাবেক।

২২। বিএসআরআই কর্তৃক আখের বছর ভিত্তিক উৎপাদন ও আখ চাষের জমির পরিমাণ সংক্রান্ত এবং সুগারবিট বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া গেছে:

২২.১। আখ:

উৎপাদন মৌসুম (বছর)	আখের উৎপাদন এলাকা (হেক্টর)			আখের উৎপাদন (টন)		
	চিনিকল এলাকা	চিনিকল বর্হিভুত গুড় উৎপাদন এলাকা	মোট	চিনিকল এলাকা	চিনিকল বর্হিভুত গুড় উৎপাদন এলাকা	মোট
২০১৫-১৬	২০	১০	৩০	১৬০	৮০	২৪০
২০১৬-১৭	২০	১০	৩০	১৬০	৮০	২৪০
২০১৭-১৮	২৪	২০	৪৪	১৯২	১৬০	৩৫২
২০১৮-১৯	২৫	১৫	৪০	২০০	১২০	৩২০
২০১৯-২০	১০	৮	১৮	৮০	৬৪	১৪৪
২০২০-২১	১২	৮	২০	৯০	৭০	১৬০
২০২১-২২	১২	১০	২২	৯২	৭৩	১৬৫

সূত্রঃ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।

২২.২। সুগারবিট: এ প্রকল্পের আওতায় ট্রপিক্যাল সুগারবিটের দু'টি জাত নিবন্ধন করেছে। যথা: বিএসআরআই সুগারবিট ১ এবং বিএসআরআই সুগারবিট ২। সুগারবিটের ফলন ১১০ টন/ হেক্টর এবং চিনি ধারণ ক্ষমতা ১১-১৫%। এর জীবনকাল ৫-৬ মাস। এই প্রকল্পের মেয়াদে বিভিন্ন চিনিকলের খামারে সর্বমোট ১৫ হেক্টর জমিতে সুগারবিটের গবেষণা প্লট স্থাপন করা হয়েছিল। সুগারবিট গবেষণা চলমান রাখার স্বার্থে বিগত অর্থ বছরে (২০২১-২২) বিএসআরআই এর তত্বাবধানে ৫টি গবেষণা প্লট স্থাপন করা হয়েছে। সুগারবিট চাষাবাদের পরিপূর্ণ ও টেকসই প্রযুক্তি ভ্যালিডেশন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। সুগারবিট একটি শিল্প ফসল বিধায় এর প্রধান ক্রেতা চিনিকল। কিন্তু সুগারবিট হতে চিনি আহরণের কৌশল ইক্ষু হতে চিনি আহরণের কৌশল হতে আলাদা। যেহেতু ২০১১ সাল হতে অদ্যবধি বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন সুগারবিট হতে চিনি আহরণ উপযোগি যন্ত্রাংশ টেন্ডার সংক্রান্ত জটিলতার কারণে সংযোজন করতে পারেনি, সেহেতু সুগারবিট চাষাবাদ প্রযুক্তি সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে চিনিকলে যন্ত্রাংশ সংযোজন করা মাত্রই এ প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা সম্ভব। বিএসআরআই এ পর্যন্ত ট্রপিক্যাল সুগারবিটের দুইটি জাত উদ্ভাবন/ নিবন্ধন করেছে। যথা: বিএসআরআই সুগারবিট ১ এবং বিএসআরআই সুগারবিট ২ সুগারবিটের ফলন ১১০ টন/ হেক্টর এবং চিনি ধারন ক্ষমতা ১১-১৫। এর জীবনকাল ৫-৬ মাস। এই প্রকল্পের মেয়াদে বিভিন্ন চিনিকলের খামারে ১৫ হেক্টর জমিতে সুগারবিটের গবেষণা প্লট স্থাপন করা হয়েছিল। অদ্যাবধি কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদ শুরু হয়নি।

২৩। প্রকল্পের অডিট সংক্রান্ত: প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ অর্থবছরে External অডিট সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখিত সময়কালে উত্থাপিত মোট ২১টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১৩টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ০৮টি অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াধীন।

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য:

অর্থ বছর	অডিট আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ	নিষ্পত্তির অগ্রগতি
২০১৭-১৮	ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ বরাদ্দের তুলনায় ৯৯,৩৫০/-(নিরানব্বই হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা অতিরিক্ত উত্তোলন।	৯৯,৩৫০/-	অনিষ্পন্ন
	গুড় সেড নির্মাণ বাবদ ৩৩,১৫,৬৩০/-(তেত্রিশ লক্ষ পনেরো হাজার ছয়শত ত্রিশ) টাকা পরিশোধ।	৩৩,১৫,৬৩০/-	অনিষ্পন্ন
	নিজস্ব গাড়ি থাকা সত্ত্বেও যানবাহন ভাড়া বাবদ ১,৪৫,০০০/- (এক লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা অনিয়মিত পরিশোধ এবং হিসাবভুক্তি	১,৪৫,০০০/-	অনিষ্পন্ন
	শ্রমিক মজুরি বাবদ ২০,০৭,৯৪৩/- (বিশ লক্ষ সাত হাজার নয়শত তেতাল্লিশ) টাকা অনিয়মিত পরিশোধ।	২০,০৭,৯৪৩/-	অনিষ্পন্ন
	অনিয়মিতভাবে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ৬,০২,৯৯,৩৫০/- (ছয় কোটি দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ।	৬,০২,৯৯,৩৫০/-	অনিষ্পন্ন
২০১৯-২০	প্রকল্পের অর্থায়নে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রকল্প/বাস্তবায়নকারী সংস্থা বহির্ভূত কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদান করায় ৩,৫২,৬৫১/- (তিন লক্ষ বায়ান্ন হাজার ছয়শত একান্ন) টাকা আর্থিক ক্ষতি।	৩,৫২,৬৫১/-	অনিষ্পন্ন
	কোটেশনের সীমাতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করায় অনিয়মিতভাবে ২,৫০,৯৮১/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয়শত একাশি) টাকা পরিশোধ।	২,৫০,৯৮১/-	অনিষ্পন্ন
	পিপিআর-২০০৮ এবং দরপত্রের শর্ত অমান্য করে বিভিন্ন নির্মাণ কাজের বীমা না করায় ভ্যাট বাবদ সরকারের ৪,৭৭,৬১১/- (চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার ছয়শত এগার) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।	৪,৭৭,৬১১/-	অনিষ্পন্ন

- সর্বমোট ০৮টি অডিট আপত্তিতে মোট জড়িত টাকার পরিমাণ ৬,৬৯,৪৮,৫১৬/= (ছয় কোটি উনসত্তর লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত ষোল টাকা)

২৪। সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

২৪.১। প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩১৬.৭৭ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটি ১ম সংশোধনের মাধ্যমে ব্যয় বৃদ্ধি করে ৭২৬১.২৬ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৭০৮০.০০ লক্ষ টাকা (৯৭.৫০%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। অনুমোদিত মূল মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। সংশোধিত প্রকল্প ব্যয়ের চেয়ে প্রকৃত ব্যয় কম হয়েছে।

২৪.২। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইক্ষু ও সুগারবিটের স্থানীয় ও বৈদেশিক জার্মপ্লাজম সংগ্রহকরণ, আণবিক চরিত্রায়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে। ট্রপিক্যাল সুগারবিটের ২টি জাত (বিএসআরআই সুগারবিট-১ ও বিএসআরআই সুগারবিট-২) উদ্ভাবন/নিবন্ধন করা হয়েছে। সুগারবিটের ফলন ১১০ টন/হেক্টর এবং চিনি ধারণ ক্ষমতা ১১-১৫%। এর জীবনকাল ৫-৬ মাস। প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন চিনিকলের খামারে ১৫ হেক্টর জমিতে সুগারবিটের গবেষণা প্লট স্থাপন করা হয়েছিল। সুগারবিট এর প্রধান ক্রেতা চিনিকল। সুগারবিট হতে চিনি আহরনের কৌশল ইক্ষু হতে চিনি আহরণের কৌশল হতে ভিন্ন। এ জন্য চিনিকলে সুগারবিট হতে চিনি আহরনের জন্য পৃথক যন্ত্রাংশ/প্লান্ট স্থাপন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন সুগারবিট হতে চিনি আহরণ উপযোগি যন্ত্রাংশ/প্লান্ট অদ্যাবধি চিনি কলগুলোতে স্থাপন করতে পারেনি বিধায় সুগারবিট চাষাবাদ প্রযুক্তি সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও কৃষক পর্যায়ে এর আবাদ শুরু করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং, প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। (অনুচ্ছেদ-২২.১)

২৪.৩। আখের ৫টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও আখের ২টি প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জেনেটিক্যালি ট্রান্সফর্মড ক্লোন তৈরীর মাধ্যমে জীবজ ও অজীবজ প্রতিকূলতা প্রতিরোধক গুণাবলীর ধারক জিন প্রতিস্থাপন করা করা হয়েছে। এছাড়া উপকূলীয় এলাকা,পাহাড়ী এলাকা এবং চরাঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য আখ উৎপাদনের সম্পূর্ণ প্যাকেজ উদ্ভাবিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও

২০১৫-১৬ অর্থছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আখের আবাদী জমির পরিমান ও আখের উৎপাদন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়নি ।
(অনুচ্ছেদ-২২.২)

২৪.৪ **কাজের গুণগতমান:** পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, এ প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যালয়ের জন্য সম্প্রসারিত বিএনএফ ল্যাব নির্মাণ, প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ, ৩তলা ভিত্তির উপর ২ তলা বিশিষ্ট ৫০০ বর্গ মি. একটি এক্সটেনশন রুম নির্মাণ, বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ, বায়োকন্ট্রোল ল্যাবরেটরি নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল অবকাঠামো অনুমোদিত নক্সা/ডিজাইন মোতাবেক এবং গুণগতমান মানসম্পন্ন বজায় রেখে করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে এবং কাজের গুণগতমান আপাতদৃষ্টিতে সন্তোষজন মনে হয়েছে।

২৪.৫। ব্রিডিং স্টেশনসহ একটি আঞ্চলিক কেন্দ্র, দুইটি উপকেন্দ্র, সুগারবিটের জন্য দশটি গুড় শেড, দশটি বায়োগ্যাস প্লান্ট এবং একটি বায়ো-কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি স্থাপনের মাধ্যমে আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তবে, সুগারবিটের চাষ কৃষক পর্যায়ে শুরু হয়নি বিধায় গুড়শেডগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় নষ্ট হচ্ছে।

২৪.৬। প্রকল্পের আওতায় বিএসআরআই-এর প্রয়োজনের নিরিখে ৭২টি মেশিনারি এবং অন্যান্য ইক্যুইপমেন্ট, ২০টি কম্পিউটার প্রিন্টার এবং স্পেয়ারস, ০৫টি অফিস ইক্যুইপমেন্ট, ১১৬৬টি আসবাবপত্র, ৫৪টি টেলিযোগাযোগ ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয়কৃত আসবাবপত্রসমূহ, ইলেকট্রিক সামগ্রিসহ কোন পণ্যের গায়ে প্রকল্পের লেবেল লাগানো পাওয়া যায়নি।

২৪.৭। প্রকল্পের আওতায় ১টি জিপ, ১টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১টি ট্রাক, ১টি মাইক্রোবাস এবং ১০টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে । ক্রয়কৃত গাড়ীসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের ০৮ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখের সম(পরি)-স্থায়ী কমিটি/৪৪/২০০৫/(অংশ-১)-৭২১ নং পত্রে জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্টদেরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

২৪.৮। প্রকল্পের অনিস্পন্ন ০৮টি অডিট আপত্তিতে মোট জড়িত টাকার পরিমাণ ৬,৬৯,৪৮,৫১৬/= (ছয় কোটি উনসত্তর লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত ষোল টাকা) । ভূমি অধিগ্রহণে বরাদ্দের তুলনায় অতিরিক্ত উত্তোলন, গুড় সেড নির্মাণে ও নিজস্ব গাড়ি থাকা সত্ত্বেও যানবাহন ভাড়া বাবদ অনিয়মিত পরিশোধ, অনিয়মিতভাবে ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ অর্থ পরিশোধ, প্রকল্প/বাস্তবায়নকারী সংস্থা বহির্ভুত কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদান করা, কোটেশনের সীমাতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করা, বিভিন্ন নির্মাণ কাজের বীমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। এ সকল কারণে অডিট আপত্তি প্রদান করা হয়েছে।

২৫। সুপারিশ/মতামত:

২৫.১। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত/মেরামতকৃত সকল অবকাঠামো ও প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সকল সুবিধাদির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

২৫.২। সুগারবিট হতে চিনি আহরণের কৌশল ইক্ষু হতে চিনি আহরণের কৌশল হতে আলাদা। চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন কর্তৃক সুগারবিট হতে চিনি আহরণ উপযোগি কৌশল চিনি কলগুলোতে সংযোজন না করায় কৃষক পর্যায়ে সুগারবিটের চাষাবাদ শুরু হয়নি। সুতারং, সুগারবিট হতে চিনি আহরণের উদ্দেশ্যে অদ্যাবধি অর্জন হয়নি। ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি না করে এ অঙ্গ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যথাযথভাবে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করে প্রকল্প গ্রহণ করা সমীচীন হবে; (অনুচ্ছেদ-২২.২)

২৫.৩। আখের ৫টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও আখের ২টি প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জেনেটিক্যালি ট্রান্সফর্মড ক্লোন তৈরীর মাধ্যমে জীবজ ও অজীবজ প্রতিকূলতা প্রতিরোধক গুণাবলীর ধারক জিন প্রতিস্থাপন করা রাখা হয়েছে। তবে বিগত বছরসমূহে ইক্ষুর আবাদ এলাকা ও ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধি হয়নি। ইক্ষুর আবাদ এলাকা ও মোট ইক্ষু উৎপাদনের পরিমান ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে যথাক্রমে ৪৫% ও ২৬৮% হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং, আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অদ্যাবধি ইক্ষু চাষের সম্প্রসারণ হয়নি। ইক্ষু চাষের আবাদ এলাকা বৃদ্ধি ও ইক্ষু/চিনি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ-কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; (অনুচ্ছেদ-২২.২)

২৫.৪। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত গাড়ীসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের ০৮ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখের সম(পরি)-স্থায়ী কমিটি/৪৪/২০০৫/ (অংশ-১)-৭২১ নং পত্রে জারীকৃত পরিপত্র মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (অনুচ্ছেদ-২৫.৮)

২৬.৫। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত আসবাবপত্রসমূহ, ইলেকট্রিক সামগ্রিসহ সকল পণ্যের গায়ে প্রকল্পের লেবেল দিতে হবে। নির্মিত ও মেরামতকৃত স্থাপনাসমূহে নামফলক লাগিয়ে সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া

নির্মিত ও মেরামতকৃত সকল স্থাপনার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন নিশ্চিত করতে একটি সুনির্দিষ্ট Exit Plan থাকতে হবে; (অনুচ্ছেদ-২৫.৬)

২৬.৬। প্রকল্পের ০৮টি অডিট আপত্তি দীর্ঘদিন অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (অনুঃ ২১.৭);

২৫.৭। এ প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশ/মতামতের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক গৃহিত কার্যক্রম সম্পর্কে আগামী ১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-‘ক’

পণ্য, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ের বিবরণ	প্যাকেজ নং	ধরের মূল্য (লক্ষ টাকা)		টেন্ডার/বিড/প্রপোজাল		চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	
		ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
জিপ -১টি, ডাবল কেবিন পিক ,টি১-আপ-ট্রাক (০৫ টন)-১টি, মাইক্রো বাস (১২ সীট)-১টি ও মোটরসাইকেলটি১০ -	GD-01	২৫৮.০০	২২৫.০০	০৩.১২.১৫	০৩.০২.১৬	০৩.০৩.১৬	০৩.০৩.১৬
পিএইচ মিটার ,টি২-(ডিজিটাল)ছবি তোলার ব্যবস্থাসহ স্টেরিও মাইক্রাস্কপ-১টি, নকিউবেটরটি১-	GD-02	৫.০০	৪.৫১	০৫.০৭.১৬	০৫.০৯.১৬	০৫.১০.১৬	০৬.০৬.২০১৭
ছবি তোলার ব্যবস্থাসহ কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপটি১- হট এয়ার ওভেন টি৩-(ডিজিটাল) টপ লোডিং ব্যালান্সটি৪-	GD-03	৭.২০	৩.৯৬	০৮.১১.১৬	০৮.০১.১৭	০৮.০২.১৭	০৬.০৬.২০১৭
ইলেকট্রিক ব্যালান্স-১টি, গুড় গ্রাইন্ডার-৫টি, কড়াই-৩০টি, কর্ক সিলার মেশিন-৪টি, ডাবল ব্যান্ড অটো পলি সিলার মেশিন -৪টি	GD-04	১৯.৩০	১৭.৪১	০৩.০৭.১৬	০৩.০৯.১৬	০৩.১০.১৬	০৬.০৬.২০১৭
৪০০ কি. ভোল্ট ওয়েল টাইপ ট্রান্সফরমার-১টি, এইচটি সুইচ গিয়ার-১টি, এলটি সুইচ গিয়ার-১টি, মিনি জেনারেটর (৩ কি. ওয়াট)-৪	GD-05	৩০.০০	১৮.৮০	০৩.১২.১৬	০৩.০২.১৭	০৩.০৩.১৭	০৬.০৬.২০১৭
পাওয়ার ক্রাশার,টি১০০- সুগারবিট সীড প্লান্টার-১টি রেইজড বেড প্লান্টার-১টি	GD-06	৩২১.০০	২২৮.৮০	০৫.০৭.১৯	২০.০৯.১৯	২০.১০.১৯	১০.০৩.২০২০
ট্রাক্টর-২টি এমএইচএ-টি প্লান্ট-১টি সাব-মারসিবল পাম্প-৪টি	GD-07	৯০.০০	৮৯.১৬	১৫.১২.১৭	১৫.০২.১৮	১৫.০৪.১৮	১৪.০৬.২০১৮
রেফ্রিজারেটর-(সিএফটি ১২-১০) :৫টি ডিপ ফ্রিজার -(সিএফটি ১০)২ট	GD-08	৩.৮০	২.৭৭	১০.১২.১৭	১০.০২.১৮	১০.০৪.১৮	১৪.০৬.২০১৮
ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরাটি২- ডিজিটাল ক্যামেরামেগা ১৬নূনতম) : টি১০-(পিক্সেল এসি -টন ২ :ক্যাপাসিটি :(স্প্লিট টাইপ) ১০টি এসি -টন ৫.১ :ক্যাপাসিটি :(স্প্লিট টাইপ) ৫টি	GD-09	২০.৪০	১৪.৪০	০৩.০৭.১৬	০৩.০৯.১৬	০৩.১০.১৬	০৬.০৬.২০১৭
কম্পিউটারপ্রিন্টার) :, ভোল্টেজ স্টাবিলাইজার, ইউপিএস এবং অন্যান্য যন্ত্রাংশসহটি১৪-(মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টরটি৪ : স্ক্যানারটি২-	GD-10	১৪.১০	৯.৬৮	০৬.০৭.১৬	০৫.০৯.১৬	০৫.১০.১৬	০৬.০৬.২০১৭

পণ্য, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ের বিবরণ	প্যাকেজ নং	ধরের মূল্য (লক্ষ টাকা)		টেন্ডার/বিড/প্রপোজাল		চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	
		ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
শেপার মেশিন-১টি পাওয়ার হ্যাকশো-১টি পেডিসটাল গ্রিন্ডার-১টি ওয়েলডিং মেশিন-২টি অক্সিজেন ও এসিটিলিন ওয়েলডিং ইক্যুইপমেন্ট সেট -১টি এয়ার কমপ্রেসার-১টি টায়ার ও টিউবের জন্য হাইড্রালিক অটো প্রেসার মেশিন-১টি	GD-11	২৪.৩০	২১.৫৫	০৫.০৭.১৭	০৫.০৯.১৭	০৫.১০.১৭	১৪.০৬.২০১৮
ফটোকপি মেশিন-৫টি ফ্যাক্স মেশিন-২টি স্টেনো সেট-২টি টেলিফোন সেট-৫০টি	GD-12	৮.০০	৯.০৫	০৬.০৭.১৬	০৫.০৯.১৬	০৫.১০.১৬	০৬.০৬.২০১৭
ফুল সেক্রেটারি টেবিলটি২০- হাফ সেক্রেটারি টেবিলটি১২- আর্ম চেয়ারটি৫০- আর্মলেস চেয়ারটি৪০- স্টীল আলমারীটি২০- ফাইল কেবিনেটটি১০- খাট টি১৪০-(সিঙ্গেল) আলনাটি৭০- ছোটস্টীল আলমারীটি৭০-	GD-13	৫৪.৯০	৩৫.৬৫	০৫.০৭.১৭	০৫.০৯.১৭	০৫.১০.১৭	২২.০২.২০১৮
ডরমেটরির জন্য চেয়ার টেবিল সেট-১৪০টি কম্পিউটার টেবিলটি৩০- কম্পিউটার চেয়ারটি৩০- ল্যাবরেটরী টেবিলটি১০- ল্যাবরেটরী টেবিল সেলফটি১০- অডিটরিয়াম চেয়ারটি৫০০- বুক শেলফ-১০টি সোফা সেট-৪টি	GD-14	৪৫.১০	৪৫.১০	০৫.০৭.১৯	২০.০৯.১৯	১০.০৬.২০২০	১০.০৬.২০২০
বহনযোগ্য স্যালাইনিটি মিটারটি৫- ডিজিটাল ইলোকট্রিক ব্যালান্সটি৫-	GD-15	৩.০০	২.৯৭	০৫.০৭.১৭	০৫.০৯.১৭	০৫.১০.১৭	১৪.০৬.২০১৮
সুগারবিটের মান নিয়ন্ত্রণকারী কম্পিউটার সিস্টেম-১টি	GD-16	১৫০.০০	-	-	-	-	-
বায়োগ্যাস এনালাইজার-১টি প্রেসার প্লেট এপারেটাস-১টি সয়েল ময়েশ্চার মিটার-১টি ক্লোরোফিল মিটার-১টি লাক্স মিটার-৩টি	GD-17	৩০.৭৫	২৮.০৪	০৫.০৯.১৭	০৫.১১.১৭	০৫.০১.১৭	১৪.০৬.২০১৮
প্লান্ট কানোপি এনালাইজার-১টি টপ লোডিং ব্যালান্স-১০টি মেজারিং টেপ (০৫০/১০০ মি.)-১০টি স্প্রেয়ার-১০টি ডিজিটাল স্লাইড ক্যালিপার্সটি৩-	GD-18	১৭.২৫	১৫.৩১	০৬.০৭.১৭	০৫.০৯.১৭	০৫.১০.১৭	১৪.০৬.২০১৮
ডিজিটাল লিফ এরিয়া মিটারটি১- ডিজিটাল রিফ্র্যাকটোমিটারটি৫-	GD-19	২৩.০০	৯.২৫	০৫.০৭.১৭	০৫.০৯.১৭	০৫.১০.১৭	১৪.০৬.২০১৮

পণ্য, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ের বিবরণ	প্যাকেজ নং	ধরের মূল্য (লক্ষ টাকা)		টেন্ডার/বিড/প্রপোজাল		চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	
		ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
হ্যান্ড রিফ্র্যাকটোমিটারটি৫-							
মিনি সুগারবিট স্লাইসার-৫টি মিনি সুগারবিট ডিফিউজার -৫টি গুড় গ্রাইন্ডার -৫টি মাইক্রেওয়েভ ওভেন৩- টি	GD-20	২০.০০	১৮.৭৬	০৫.০৭.১৭	০৫.০৯.১৭	০৫.১০.১৭	১৪.০৬.২০১৮
ছোট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের জন্য কমপ্রেসার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ-৩টি	GD-21	৬.০০	৬.০০	০৫.০৯.১৭	০৫.১১.১৭	০৫.০১.১৮	১৪.০৬.২০১৮
কড়াই-১০টি টপ লোডিং ব্যালান্স-৫টি হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার-৪টি অটোক্লেভ-১টি ইলেক্ট্রিক ব্যালান্স-৩টি এনালাইটিক্যাল ব্যালান্স-১টি ট্রাইনোকুলার মাইক্রোস্কপ সাথে ক্যামেরা ও পিসি যুক্ত-১টি বাইনোকুলার কমপাউন্ড মাইক্রোস্কপ-১টি	GD-22	১৮.৯৫	১৩.৩৬	০৫.০৯.১৭	০৫.১১.১৭	০৫.০১.১৮	১৪.০৬.২০১৮
মাইক্রো পিপেট-৩টি ডিজিটাল লিফ এরিয়া মিটার-১টি মাইক্রোওয়েভ ওভেন (৩০ লি.)-২টি	GD-23	২১.৮০	১০.৩০	০৬.০৭.১৭	০৫.০৯.১৭	০৫.১০.১৭	১৪.০৬.২০১৮
বহনযোগ্য স্যালিনিটি মিটার-৪টি হিউমিডিফিয়ার-২টি ইলেকট্রিক হিটার-১৫টি ডিসটিলড ওয়াটার প্লান্ট-১টি ম্যাজারিং টেপ ফাইবার (১০০মি.)-১০টি	GD-24	৯.২৫	৬.৫৭	০৬.০৭.১৭	০৫.০৯.১৭	০৫.১০.১৭	১৪.০৬.২০১৮
ক ভূমি (অধিগ্রহণ -(সুবর্ণচর)১০ খ-(গাইবান্ধা) ণভূমি অধিগ্রহ (১০একর	WD-01	১০০০.০০	১৩৯৯.৫০	০২.০৮.১৬	০৪.১০.১৬	০২.১২.১৬	**০৮.১০.২০১৮**
ভূমি অধিগ্রহণ -(বান্দরবান)১একর	WD-02	১২৫.০০	৯০.৯৯	১০.১২.১৬	১০.০২.১৭	১০.০৪.১৭	**০৮.১০.২০১৮**
প্রধান কার্যালয়ের জন্য ল্যাব কাম অফিস ভবন ৩)তলা-(১৩৫০বর্গ মি.	WD-03	৩৭০.৯৮	২৮৯.৮৩	০৫.১২.১৬	০৫.০২.১৭	০৫.০৫.১৭	০৮.১০.২০১৭
কজন্য (সুবর্ণচর) আঞ্চলিক কেন্দ্রের (ল্যাব কাম অফিস ভবন -(তলা ৩)৬০০বর্গ মি. খজন্য ল্যাব (গাইবান্ধা) উপ কেন্দ্রের (কাম অফিস ভবন -(তলা ৩)৬০০বর্গ মি.	WD-04	৩৬৬.১২	৪৩৪.০০	০৪.০৭.১৭	০৪.০৮.১৭	০৪.১১.১৭	০৫.০৪.২০২০
উপ কেন্দ্রের জন্য ল্যাব কাম (বান্দরবান) অফিস ভবন -(তলা ৩)৬০০বর্গ মি.	WD-05	১৮৩.০৬	২০৭.০০	০৪.০৭.১৭	০৪.০৮.১৭	০৪.১১.১৭	
প্রধান কার্যালয়ের জন্য এক্সটেনশন রুম (৫০০ বর্গমিটার) খ) প্রধান কার্যালয়ের জন্য প্রশিক্ষণ ভবনএক্সটেনশন রুম (৫০০ বর্গমিটার); ৩ তলা ফাউন্ডেশনসহ একতলা, প্রতি তলা ৩৫০ ব-মি.৭০০বর্গ মিটার)	WD-06	৩৬৬.১২	৪০১.৬৮	১৮.০৭.২০১৭	২৭.০৯.২০১৭	২৬.০৬.২০১৮	১২.০৭.২০১৮

পণ্য, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ের বিবরণ	প্যাকেজ নং	ধরের মূল্য (লক্ষ টাকা)		টেন্ডার/বিড/প্রপোজাল		চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	
		ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
কপ্রধান কার্যালয়ের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং (- (ওয়ার্কশ৩০০বর্গ মি. খ ৩প্রধান কার্যালয়ের জন্য বিজ্ঞান ভবন (তলা ফাউন্ডেশনসহ-৫০০বর্গ মি. গ) বরিশাল উপকেন্দ্রের জন্য বাউন্ডারী ওয়াল-২৫৫রা.মি . ঘ) এমএস গেট, আরসিসি কলামসহ চুয়াডাঙ্গা ও বরিশাল) উপকেন্দ্রের জন্য-(২ ঙ) ইলেকট্রিফিকেশন-থোক	WD-07	৩৩১.৫৯	২৭৬.৮২	১০.১২.১৬	১০.০২.১৭	১০.০৪.১৭	১৪.০৬.২০১৮
ক) রিনোভেশন এব কোয়ারেনটাইন-থোক খ) বরিশাল উপকেন্দ্রের জন্য ভূমি উন্নয়ন-৩২৩৫০বর্গ মি. গ) গাজিপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য ভূমি উন্নয়ন-৮০৯৬৮বর্গ মি. ঘ মাটি পরীক্ষণ ও কন্সালটেন্সি (ডিজাইন), ড্রয়িং এবং অন্যান্য-(থোক	WD-08	১৩৯.৮৫	২৩৪.৯৯	১০.১২.১৬	১০.০২.১৭	১০.০৪.১৭	০৮.০৯.২০১৯
ক) অভ্যন্তরীন রাস্তা-৬কি.মি. খ-ইলেকট্রিফিকেশন (থোক গ-ইলেকট্রিফিকেশন (থোক	WD-09	২৮৩.০০	২৯১.০০	১০.০৭.১৮	১০.০৯.১৮	১০.১১.১৮	০৮.০৯.২০১৯
ক) গাজিপুর আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য ডিপ টিউব ওয়েল-১ ক) সুবর্ণচর আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্য ডিপ টিউব ওয়েল-১ খ-ইলেকট্রিফিকেশন (থোক গ-ইলেকট্রিফিকেশন (থোক	WD-10	৫৮.০০	১০৯.৯৭	০২.০৮.১৭	০৪.১০.১৭	০২.১২.১৭	০৬.০৩.২০১৮
প্রধান কার্যালয়ের জন্য সম্প্রসরিত বিএনএফ ল্যাব-২১৪বর্গ মি.	WD-11	৬০.৯৩	৫৩.৮৪	১০.১২.১৮	১০.০২.১৯	১০.০৪.১৯	২৮.০৩.২০১৯
সুবর্ণচরগাজীপুর ও বান্দরবান ,গাইবান্ধা , উপকেন্দ্রের জন্য বাউন্ডারী ওয়াল-২০৫০রা.মি.	WD-12	১১৫.৭৩	৫২০.৮৪৫	০২.০৮.১৭	০৪.১০.১৭	০২.১২.১৭	০৮.০৯.২০১৯
প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কেন্দ্র ঠাঁকুরগাও এর জন্য সেচ নালা - ২০০+৩০০রা.মি. আঞ্চলিক কেন্দ্র সুবর্ণচর এর জন্য সেচ নালা -১৩৪২রামি.	WD-13	২০.০০	৬৩.০৩	২০.০৮.১৬	২২.১০.১৬	২০.১২.১৬	২০.১২.১৬
ক) পাকা চুলাসহ গুড় সেট (ঈশ্বরদী, বাগরেহাট, সাতক্ষীরা ও বরগুনা, পটুয়াখালী ৮০৫ বর্গমিটর) খ) পাকা চুলাসহ গুড় সেট (ঠাকুরগাও, চুযাডাঙ্গা রাজশাহী, খুলনা, জামালপুর ৮০৫ বর্গমিটার)	WD-14	৬০.০০	৫৫.২৬	২০.০৮.১৬	২২.১০.১৬	২০.১২.১৬	০৫.০২.২০২০
ক) সুপাবিট মিনি বয়োগ্যাস প্লান্ট (বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও বরগুনা, ব পটুয়াখালী ৩৫ বর্গফুট) খ) সুপাবিট মিনি বয়োগ্যাস প্লান্ট (রাজশাহী খুলনা, জামালপুর, ঠাকারগাও	WD-15	৪.৫০	১০.০০	২০.০৮.১৯	২২.১০.১৯	২০.১২.১৯	০৫.০২.২০২০

পণ্য, নির্মাণ ও সেবা ক্রয়ের বিবরণ	প্যাকেজ নং	ধরের মূল্য (লক্ষ টাকা)		টেন্ডার/বিড/প্রপোজাল		চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	
		ডিপিপি অনুযায়ী	চুক্তিমূল্য	দরপত্র আহবানের তারিখ	চুক্তির তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
ও চুয়াডাঙ্গা ৩৫ বর্গফুট)							
বায়োকন্ট্রোল ল্যাবরেটরী-১৮০ বর্গ মি	. WD-16	৬২.৬৪	৬৭.২১	১৭.১১.১৭	১৫.১.১৮	২৯.৩.১৮	২০.০৬.২০১৮
জনবল সংগ্রহ- ০৪	SD-01	২৮.২০	৫৪.৫০	০৩.০৯.১৫	১২.১০.১৫	০৭.১২.১৫	০৭.১২.১৫

শষ্য উৎপাদনে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন ২০২০)

পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার কর্তৃক আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণের উপর বিএমডিএ'র মতামত:

আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ	বিএমডিএ'র মতামত
১। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত। সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০৯.২৯৯ লক্ষ টাকা (৯৬.৪৭%)। এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৭.১৭%।	প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও মেয়াদের (জুন ২০২০) মধ্যে সকল অংগের কাজ যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
২। প্রকল্প এলাকার কৃষকবৃন্দ (নির্বাচিত কিছু সংখ্যক) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন করলে তা চাহিদার তুলনায় যৎসামান্য। এজন্য মানসম্মত বীজের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে এবং অনেক কৃষক বীজ উৎপাদনে আগ্রহী মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।	ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী কৃষকের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে মানসম্মত বীজের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বড় পরিসরে প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।
৩। কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত বীজ নিজস্ব বাড়ীতে সংরক্ষণ করছে ফলে বীজের গুণগত মান (তাপমাত্রা, আর্দ্রতা) বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।	গুণগত মান ঠিক রেখে বীজ সংরক্ষণের জন্য নূতন প্রকল্প গ্রহণ করে বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ করা যেতে পারে।
৪। বিএমডি'র বীজ সংরক্ষণ কাজে ব্যবহৃত আমনুরা গুদামটি বিএডিসি'র সার সংরক্ষণাগার হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছিল। বিধায় ধান, গম ইত্যাদি ফসলের বীজ সংরক্ষণের জন্য যথোপযুক্ত নয়।	আমনুরা গুদামটি যেহেতু সার সংরক্ষণাগার হিসেবে নির্মিত আপাততঃ গুদামের আংশিক অংশ মেরামত করে এটি বীজ সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।
৫। প্রকল্পের শিরোনাম মূল উদ্দেশ্য প্রকল্প এলাকায় মান সম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি হলেও প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের শুধুমাত্র ধান ও গমের বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় ধান ব্যতীত অন্য কোন বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান বা অন্য কোন ফসলের বীজ উৎপাদনের কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি।	প্রকল্পের শুধুমাত্র ধান ও গমের বীজ উৎপাদনের সংস্থান থাকায় ধান ও গম বীজ উৎপাদনের উপর কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং পাশাপাশি কম পানি গ্রহণকারী অন্যান্য ফসল চাষাবাদ সর্ম্পকেও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া প্রকল্পে সংস্থান অনুযায়ী শুধুমাত্র ধান ও গম বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হচ্ছে।
৬। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ও মেয়াদের (জুন ২০২০) মধ্যে সকল অংগের কাজ যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা (বিএমডিএ) প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বিষয়টি যথাযথভাবে তদারকি করবে।	প্রকল্পের সকল অংগের কাজ যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৭। মানসম্মত বীজের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে চলমান প্রকল্পের বিএমডিএ'র আওতাভূক্ত অন্য কোন প্রকল্পের আওতায় মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম আরো বিস্তৃত করা প্রয়োজন।	মানসম্মত বীজের চাহিদা পূরণের মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ কার্যক্রম নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আরো বিস্তৃত করা যেতে পারে।
৮। কৃষকের উৎপাদিত উন্নত জাতের বীজে গুণগত মান সংরক্ষণের জন্য চলমান প্রকল্প বা বিএমডিএ'র তত্ত্বাবধানে চলমান অন্য কোন প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বীজের গুণগত মান সংরক্ষণের লক্ষ্যে বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৯। আমনুরা গুদামটির ভিতরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণপূর্বক বীজ সংরক্ষণের উপযোগী পরিবেশ বজায় রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	আমনুরা গুদামটি সার সংরক্ষণের জন্য নির্মিত হওয়ায় সম্পূর্ণরূপে বীজ সংরক্ষণের উপযোগী করা সম্ভব নয়, বিধায় নতুন বীজ প্রক্রিয়াজতকরণ কেন্দ্র ও সংরক্ষণাগার নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
আইএমইডি'র পর্যবেক্ষণ	**বিএমডিএ'র মতামত**
১০। প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে কৃষকেরা ধান ও গম ছাড়াও যেন ডাল, তেল ইত্যাদি ফসল উৎপাদন ও বীজ সংরক্ষণে আগ্রহী হয় এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	বিএমডিএ'র সংশ্লিষ্ট কারিগরি জনবরের অপ্রতুলতা রয়েছে। এজন্য প্রকল্প গ্রহণের সময় পরিকল্পনা কমিশনে ডাল ও তৈল জাতীয় ফসলের বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজটি বাদ দেওয়া হয়েছিল। ভবিষ্যতে কারিগরি জনবল বৃদ্ধি সাপেক্ষে ধান ও গম বীজের পাশাপশি ডাল ও তৈল জাতীয় ফসলের উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

১.০ প্রকল্পের নাম : শষ্য উৎপাদনে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প ।

২.০ প্রকল্পের অবস্থান : রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা।

৩.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : কৃষি মন্ত্রণালয় ।

৪.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)।

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় : (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		**প্রকৃত ব্যয়**	**পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল**		**প্রকৃত বাস্তবায়নকাল**	**অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)**	**অতিক্রান্ত সময় (অনুমোদিত বাস্তবায়ন কালের %)**
মূল মোট টাকা (জিওবি)	**সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা** (জিওবি)		**মূল**	**সর্বশেষ সংশোধিত**			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৯৮৬.২৩	১০৪৬.২৩	১০৪৫.০০	০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০২০	০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০২০	০১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০২০	৫.৯৬%	-

৬.০ প্রকল্পের পটভূমি ও উদ্দেশ্য:

৬.১ পটভূমি:

ফসলের ভাল ফলন পেতে হলে বীজ একটি অন্যতম প্রধান উপকরণ। বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা এবং ঠান্ডা উভয়ই প্রকট। সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার জলবায়ু বিবেচনা করে ফসলের জাত নির্ধারণ না করা হলে কৃষকগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলন থেকে বঞ্চিত হন। তাছাড়া শস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের নিকট যথাসময়ে মানসম্মত বীজের সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত খরাপ্রবণ বরেন্দ্র এলাকার উপযোগী করে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করে কৃষক পর্যায়ে বিতরণের লক্ষ্য নিয়ে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এর আওতায় "শষ্য উৎপাদনে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ মেয়াদে খরা সহিষ্ণু গম বীজ, ঠান্ডা সহিষ্ণু ধান বীজ; খরা এড়ানো ও কম জীবনকাল সম্পন্ন জাতসহ অন্যান্য প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ৩০১৫ মে. টন গুনগত মানসম্পন্ন আউশ ও আমন জাতের বীজ উৎপাদন; ৪০০ টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং ১০০ টি মাঠ প্রদর্শনী করা হয়।

৬.২ **প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো-**

ক) প্রকল্প এলাকায় মান সম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি।

খ) প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিকুলতা সহিষ্ণু জাতের ধান এবং গম বীজ উৎপাদনে কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ।

গ) মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং কম পানি গ্রহনকারী ফসলের চাষাবাদের উপর কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান ।

৭.০ **প্রকল্পের অনুমোদন পর্যায় ও সংশোধন :**

ক) মূল: ০৯ জুলাই ২০১৫

খ) ১ম সংশোধিত: ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৮

৮.০ **পরিদর্শিত এলাকা:** রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা এবং চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলা। পরিদর্শনকালে প্রাক্তন প্রকল্প পরিচালক, এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৯.০ **প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (কৃষি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর)-এর ভিত্তিতে) :**

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	অনুমোদিত মূল/সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গের নাম	একক	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	(ক) **রাজস্ব:**					
(১)	ভ্রমন ভাতা	থোক	থোক	১১.০০	থোক	১১.০০
(২)	কর	থোক	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
(৩)	টেলিফোন	থোক	থোক	১.০০	থোক	১.০০
(৪)	বিদ্যুৎ	থোক	থোক	২.৯৭	থোক	২.৯৭
(৫)	জ্বালানী ও গ্যাস	থোক	থোক	১৩.০০	থোক	১৩.০০
(৬)	প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	২..৯০	থোক	২..৯০
(৭)	কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	৫০০০	৫০.০০	৫০০০	৫০.০০
(৮)	কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ	জন	৭০০	৭.২৮	৭০০	৭.২৮
(৯)	শ্রমিক মজুরী (বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ)	থোক	থোক	১৭.০০	থোক	১৭.০০
(১০)	বীজ উৎপাদন, ক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ	মে.টন	৩০০০	৫০৪.৩৬	৩০১৫	৫০৪.৩৬
(১১)	কীটনাশক	থোক	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০
(১২)	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০
(১৩)	অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	থোক	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০
(১৪)	বিবিধ	থোক	থোক	৭.২২	থোক	৭.০৯
(১৫)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	থোক	৪২.০০	থোক	৪১.০০
(১৬)	প্রর্দশনী প্লট স্থাপন এবং মাঠ দিবস আয়োজন	থোক	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০
	উপমোট (ক)			**৭২৭.৭৩**		**৭২৬.৬০**
	(খ)মূলধন ব্যয়:					
(১৭)	যানবাহন: ডাবল কেবিন পিক-আপ	সংখ্যা (টি)	১	৫৫.৫০	১	৫৫.৫০
(১৮)	বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ, বীজ পরিক্ষণ ল্যাবের মেশিনারীজ এবং অন্যান্য দ্রাব্যাদি	থোক	থোক	৪৩.০০	থোক	৪৩.০০
(১৯)	অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
(২০)	ল্যাবরেটরী ও অফিসসহ বীজ গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা (টি)	১ (৬০০ বর্গ মিটার)	২১০.০০	১ (৬০০ বর্গ মিটার)	২০৯.৯০

ক্রমিক নম্বর	অনুমোদিত মূল/সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গের নাম	একক	আরডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত ব্যয়	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
	(খ) মোট মূলধন ব্যয়ঃ			**৩১৮.৫০**		**৩১৮.৪০**
	(গ) প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	-	-	-	-	-
	(ঘ) ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	-	-	-	-	-
	সর্বমোট=			**১০৪৬.২৩**		**১০৪৫.০০**

১০.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে তার কারণ: বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১১.০ বছর ভিত্তিক এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি/সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়
২০১৫-২০১৬	৩২৯.১০	৩৪০.৫০	৩২৯.১০
২০১৬-২০১৭	৩৫৫.০০	৩৮৭.০০	৩৫৫.০০
২০১৭-২০১৮	৭৬.০০	৭৬.০০	৭৫.৭০
২০১৮-২০১৯	২৩৭.৮৫	২৩৮.০০	২৩৭.৭০
২০১৯-২০২০	৪৮.২৮	৪৭.৫০	৪৭.৫০
মোট=	**১০৪৬.২৩**	**১০৮৯.০০**	**১০৪৫.০০**

(পিসিআর অনুযায়ী প্রদত্ত)

১২.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

ক্রঃনং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি এবং মোবাইল নম্বর	দায়িত্বের ধরণ	মেয়াদকাল
০১	জনাব এ, টি, এম রফিকুল ইসলাম উপ-ব্যবস্থাপক (কৃষি) ০১৭১২৭০১৭১৬	নিয়মিত	১২/১০/২০১৫ থেকে ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত

১৩.০ প্রকল্পের প্রধান প্রধান অংগ:

ক) বীজ উৎপাদন, ক্রয়, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ: প্রকল্প এলাকায় কৃষকের মাঝে নায্যমূল্যে বিতরণের জন্য ৩০১৫ মে. টন মানসম্মত বীজ উৎপাদন;

খ) প্রদর্শনী প্লট স্থাপন: কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ৪০০ প্রদর্শনী প্লট স্থাপন;

গ) মাঠ দিবস: কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রদর্শনী প্লটে ১০০ টি মাঠ দিবস অনুষ্ঠান;

ঘ) প্রশিক্ষণ: মানসম্মত বীজ উৎপাদন সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের উপর ৫০০০ জন কৃষক এবং ৭০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং

ঙ) বীজ গুদাম নির্মাণ: উৎপাদিত বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রকল্পের আওতায় ল্যাব ও অফিস কক্ষসহ ১টি বীজ গুদাম নির্মাণ।

১৪.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :

মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি (Methodology) অনুসরণ করা হয়েছে :

(ক) মূল ডিপিপি, সংশোধিত ডিপিপি ও মনিটরিং রিপোর্ট পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরজমিনে পরিদর্শন; এবং

(ঘ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ও অর্জন:

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) প্রকল্প এলাকায় মান সম্মত বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি।	প্রকল্প এলাকায় ৩০১৫ মে. টন মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং কৃষকের মাঝে নায্যমূল্যে বিতরণ।
খ) প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিকুলতা সহিষ্ণু জাতের ধান এবং গম বীজ উৎপাদনে কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।	কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ৪০০ প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং ১০০ টি মাঠ দিবস অনুষ্ঠান করা হয়।
গ) মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং কম পানি গ্রহনকারী ফসলের চাষাবদের উপর কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান।	মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের উপর ৫০০০ জন কৃষক এবং ৭০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৬.০ অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য :

ক্রমিক	অর্থবছর	আপত্তির বিবরণ	আপত্তিকৃত টাকার পরিমান (লক্ষ টাকায়)	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২০১৯-২০২০	টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতের অনুসরণীয় কার্যপ্রণালী লঙ্ঘন করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করায় আর্থিক ক্ষতি সাধন।	২.০৬	কমার্শিয়াল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তির বিপরীতে তথ্য উপাত্তসহ ব্রডশীট জবাব প্রদান করা হয়েছে।
২		উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত খন্ড খন্ড কোটেশনের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।	৬.৬৬	
৩		প্রাপ্যতার অতিরিক্ত একটি জিপ ব্যবহার করায় অনিয়মিতভাবে জ্বালানি বাবদ ব্যয় করা হয়েছে।	১.৪২	
৪		ধান ও গম বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য ব্যহত হয়েছে।	-	

১৭.০ প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব: প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে খরা এবং ঠান্ডা সহিষ্ণু ৩০১৫ মে. টন ধান ও গম কীজ উৎপাদন করে কৃষকের মাঝে নায্য মূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে মানসম্মত বীজ ব্যবহারের ফলে কৃষকের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে ফসল উৎপাদনের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ করায় স্থানীয় জনগণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে।

১৮.০। মনিটরিং : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের নিম্নবর্নিত কর্মকর্তাগণ সমাপ্ত প্রকল্পটিতে পরিদর্শন করেছেন:

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিদর্শনের তারিখ	পরিদর্শন এলাকা
১	২	৪	৫
১	জনাব মোসাঃ তাজকেরা খাতুন পরিচালক (যুগ্মসচিব)	২৮-৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯	নওগাঁ জেলা

১৯.০। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি: (Procurement of Goods, Works and Consultancy Services): প্রকল্পের ক্রয়পরিকল্পনা অনুযায়ী ৭টি পন্য এবং ১টি কার্যসহ মোট ৮টি প্যাকেজে ক্রয়কার্য সম্পন্ন করা হয়। উল্লেখ্য যে ক্রয়পরিকল্পনা অনুযায়ী সেবা খাতে কোন প্যাকেজ ছিল না। এগুলোর মধ্যে ২ কোটি টাকা মূল্যের উর্ধ্বের কোন ক্রয় নেই। গাড়ী এবং বীজ গুদাম নির্মাণ এ দু'টি তুলানামূলক বড়। এর মধ্যে ডিপিএম পদ্ধতিতে সরকারি সংস্থা প্রগতি থেকে ৫৫.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি পিকআপ ক্রয় করা হয়। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় ২২/০৮/২০১৬ তারিখে গাড়ী সরবরাহের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। আর তা গ্রহণ করা হয় ২২/০৮/২০১৬ তারিখে। সবচেয়ে বড় ক্রয় ল্যাব এবং অফিসসহ বীজগুদাম নির্মাণ খাতে। আরডিপিপি অনুযায়ী এ খাতে টাকা ছিল ২১০ লক্ষ টাকা। প্রথমে এ কাজ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সম্পন্নের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হয়। একটা পর্যায়ে তাদের ব্যয় বৃদ্ধি পেলে এবং তা ডিপিপি মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্প সংশোধিত হয় ইতোমধ্যে সেনাবাহিনীর ব্যয় প্রস্তাব আরেক দফা বৃদ্ধি পেলে পরবর্তীতে বিএমডিএ'র তত্ত্বাবধানে কাজটি এলটিএম পদ্ধতিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অপু ট্রেডার্স এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় eGP প্রক্রিয়ায় ক্রয় কার্য সম্পাদিত হয়েছে, মোট ৫১৯টি প্রতিষ্ঠান eGP পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে সবাই ৫% কমে দর প্রস্তাব করে। এতে লটারির মাধ্যমে অপু ট্রেডার্স কাজ পায়। অপু ট্রেডার্স এর সাথে প্রকল্পের চুক্তিমূল্য ছিল: ১,৭০,১৪,৮৩০.০০ (এক কোটি সত্তুর লক্ষ চৌদ্দ হাজার আটশত ত্রিশ) টাকা। চুক্তি অনুযায়ী যথাসময়ে কাজটি সম্পন্ন হয়।

২০.০ <u>পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ:</u> পিসিআর পর্যালোচনা ও সরজমিনে পরিদর্শনকালে পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরূপ:

২০.১। দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত বরেন্দ্র এলাকা একদিকে যেমন খরাপ্রবণ এলাকা অপরদিকে শীতের সময় ঠান্ডাও বেশী থাকে। এ এলাকার জলবায়ূ বিবেচনা না করে ফসলের জাত নির্ধারণ করা হলে কৃষকগণ তাদের কাক্ষিত ফলন থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। খরা এবং ঠান্ডা পরিবেশের উপযোগী করে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করে কৃষক পর্যায়ে বিতরণের লক্ষ্য নিয়ে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এর আওতায় "শষ্য উৎপাদনে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ মেয়াদে ৩০১৫ মে. টন গুনগত মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন পূর্বক কৃষকদের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে।

২০.২। প্রকল্পের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিকূলতা সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ সরবরাহ এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের আওতাভূক্ত প্রতিটি উপজেলায় খরা সহিষ্ণু, ঠান্ডা সহিষ্ণু, কম জীবনকাল সম্পন্ন উন্নত জাতের ধান ও গম বীজ উৎপাদন প্লট স্থাপন করা হয়। এগুলোর মধ্যে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার কানাইডাংগায় এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার বৈদ্যপুরে অবস্থিত আমন ধান বীজ উৎপাদন প্লট পরির্দশন করা হয়। প্রকল্প শেষ হলেও এখানকার অনেক কৃষক এখনও বিএমডিএ'র সহায়তায় উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিকট বিক্রয় করে থাকেন। বিএমডিএ প্রকল্প শেষে তালিকাভুক্ত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব বাজেটের আওতায় উৎপাদিত উন্নত জাতের ধান ও গমবীজ ক্রয় করে তা প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করা হয় এবং তা প্রয়োজন অনুযায়ী ন্যায্য মূল্যে কৃষকগণের মাঝে বিক্রয় করা হয়।

২০.৩। মানসম্মত বীজ উৎপাদন সংগ্রহ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণের উপর প্রকল্পের মাধ্যমে আওতাভুক্ত সকল উপজেলায় ৫০০০ জন কৃষক এবং ৭০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকৃত রাজশাহীর গোদাগাড়ী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার প্রদর্শনী প্লটের আশে পাশে থাকা উপস্থিত কৃষকদের কাছ থেকে জানা যায় তারা প্রকল্পের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। উন্নতমানের ধান ও গম বীজ উৎপাদনের কলা কৌশল জেনে এ সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ফাউন্ডেশন বীজ থেকে প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন করছেন। এ বীজগুলোর মধ্যে ব্রি ধান ৫১ (স্বর্ণা সাব-১), ব্রি ধান৮৭ ও বিনা ধান ১৭ যা খরা সহনশীল ও উচ্চফলনশীল। প্রাক্তন প্রকল্প

পরিচালক জানান যে কৃষকগণের উৎপাদিত বীজের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কর্মকর্তা মাঠ পরিদর্শন করে বীজ আইন অনুযায়ী প্রত্যয়ন প্রদান করেন।

২০.৪। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার আমনুরায় অবস্থিত বিএমডিএ'র বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়। গুদামটি প্রকৃতপক্ষে বিএডিসি'র পরিত্যক্ত সার গুদাম ছিল, যা মেরামত করে বিএমডিএ'র বীজ সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় এ গুদামের ফ্লোর ও ছাদের প্যাডেন স্টোন ঢালাই করা হয়েছে; তাছাড়া গুদামের পার্টিশান দেয়ালসহ আনুষাঙ্গিক মেরামতসহ গুদাম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে বাহ্যিকভাবে গুদামটি ব্যবহার উপযোগী মনে হলো।

২০.৫। প্রকল্পের আওতায় বরেন্দ্র এলাকায় জন্য বিশেষায়িত জাতের ধান, গম ও অন্যান্য শষ্যের বীজ সংরক্ষণের জন্য বিএমডিএ'র মূল ভবন সংলগ্ন নিজস্ব জায়গায় ল্যাব অফিসসহ একটি বীজ গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। গুদামটি ৪তলার ভিত্তিসহ দোতলা সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, দুই তলা ভবনের নিচ তলায় ৩০০ বর্গ মিটারের বীজ গুদাম এবং ২য় তলায় ৩০০ বর্গ মিটারের অফিসের জন্য ৬ টি কক্ষ এবং একটি ল্যাব রয়েছে। অফিসের জন্য নির্ধারিত কক্ষগুলোতে বর্তমানে বিএমডিএ'র কর্মকর্তাগণের অফিস হিসেবে ব্যবহার করছেন। ল্যাব ও অফিসসহ বীজ গুদামটির সার্বিক অবস্থা সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

২০.৬। পিসিআর এর অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় দেখা যায় বীজ গুদাম নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিবিধ খাত ব্যতীত অন্য সকল (১৭টি) খাতে আরডিপিপি'র লক্ষমাত্রার বিপরীতে ১০০% ব্যয় করা হয়েছে। এতে মনে হয় প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী ব্যয় না করে বরং বাজেট সম্পূর্ণ নিঃশেষ করার লক্ষ্য নিয়ে ব্যয় করা হয়েছে।

২১.০। চিত্রসহ ছবির বর্ণনা:

চিত্র	বর্ণনা
	প্রকল্পের আওতায় গোদাগাড়ী উপজেলায় বীজ উৎপাদন প্লটে প্রকল্প পরিচালকসহ।
	চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার আমনুরা বীজ সংরক্ষণ গুদামে এতে এ প্রকল্পের আওতায় মেরামত করা হয়েছে।

	বিএমডিএ'র মূল ভবন সংলগ্ন ল্যাব অফিসসহ বীজ গুদাম যা প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়েছে।
 	প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণগ্রহণকারী এবং বীজধান উৎপাদনকারী কৃষকগণের সাথে বীজ উৎপাদন প্লটের পাশে।

২২.০। মতামত/সুপারিশ:

ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত "শষ্য উৎপাদনে মানসম্মত বীজ উৎপাদন, সরবরাহ ও কৃষক প্রশিক্ষণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২০ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত মানসম্মত বীজ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকগণ এখনো বিএমডিএ'র কারিগরি সহায়তায় বীজ উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন। তদুপরি ক্রমপরিবর্তনশীল প্রযুক্তির আলোকে বরেন্দ্র এলাকার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জাতের বীজ সম্পর্কে বিএমডিএ কৃষকদের অবহিত করতে পারে।

খ) প্রকল্পের আওতায় নাচোল উপজেলার আমনুরায় অবস্থিত বিএমডিএ'র বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রের আনুষাঙ্গিক উপকরণ সরবরাহসহ মেরামত করা হয়েছে। তাছাড়া শষ্যবীজ সংরক্ষণের জন্য বিএমডিএ'র মূল ভবন সংলগ্ন ৪তলার ভিত্তিসহ দোতলা একটি বীজ গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত এবং মেরামতকৃত এসকল স্থাপনা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

গ) বীজ উৎপাদনের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকগণকে ফাউন্ডেশন বীজ সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করতে হবে যাতে তারা তা থেকে বীজধান উৎপাদন করতে পারে। পাশাপাশি তাদের উৎপাদিত মানসম্মত শস্যবীজ সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ এবং তা ন্যায্যমূল্যে কৃষকদের মাঝে বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে এক্ষেত্রে প্রয়োজনে সংস্থার রাজস্ব খাত থেকে ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে।

ঘ) প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ৪টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। কমার্শিয়াল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত আপত্তির বিপরীতে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ এর মধ্যে অনিষ্পন্ন আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং এ বিষয়ে আইএমই বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

ঙ) উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন,২০২০)

১. **প্রকল্পের নাম** : **খামার পর্যায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি (১ম সংশোধিত)**

১. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : কৃষি মন্ত্রণালয়

৪. **প্রকল্প এলাকা** : ৭ টি বিভাগের ৪৫টি জেলার ১৩৪ টি উপজেলা

৫. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় : (লক্ষ টাকা)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল অনুমোদিত সময়ের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	মোট	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৭
৩৪৫৭.০০	৬৮৯৩.০০	৬৫০০.৮৭	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত	২০১৩ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত	২০১৩ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত	৮৮.০৪	৪০

৬. প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন: আলোচ্য প্রকল্পটি মোট ৩৪৫৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ০৬/১০/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। পরবর্তীতে প্রকল্পটি ৬৮৯৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৩/০১/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়।

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- মাঠ পর্যায়ে যথোপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ পানির অপচয় কমিয়ে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ কমানো।
- পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রযুক্তি দক্ষ ও কারিগরী জনবল এর মাধ্যমে কৃষকদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া।
- সেচ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী, চালক বা মেরামতকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।

৮. অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি: **(লক্ষ টাকা)**

প্রকল্পের অংগভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকল্পের অর্জন	
			বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	আবর্তক খাত ঃ					
	ক) জনবল					
	কর্মকর্তাদের বেতন	জন	৪৮ জন	৫৬৪.০৪	৩৬ জন	৫৫০.৩৯

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকল্পের অর্জন	
			বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						(৯৭.৫৮%)
	কর্মচারীদের বেতন	জন	৩ জন	১২.১০৬	১ জন	৮.৪৮ (৭৬.৩৬%)
	ভাতাদি	থোক	থোক	৫০৮.৮৩	থোক	২৭৬.০০ (৫৪.২৪%)
	ভ্রমণ ব্যয় (টিএ/ডিএ)	থোক	থোক	২২০.০০	থোক	২১৯.৭৪ (৯৯.৮৮%)
	কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	২৫২৩ ব্যাচ	৪৭৮.৪১	২৫২৩ ব্যাচ (১০০%)	৪৭৮.৪১ (১০০%)
	গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৩৫ ব্যাচ	১৯৬.৩০	৩৫ ব্যাচ (১০০%)	১৯৫.৪০ (৯৯.৫৪%)
	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	১৪ ব্যাচ	৭১.৫০	১৪ ব্যাচ (১০০%)	৭১.৫০ (১০০%)
	উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৪৫ ব্যাচ	৩৬.০০	৪৫ ব্যাচ (১০০%)	৩৬.০০ (১০০%)
	বিদেশ শিক্ষা সফর	ব্যাচ	৫ ব্যাচ	১৩৩.০০	৪ ব্যাচ (৮০%)	৯৭.০০ (৭২.৯২%)
	মাঠ দিবস	সংখ্যা	২৫১২ টি	২০৪.০০	২৫১২ সংখ্যা (১০০%)	২০৪.০০ (১০০%)
	কৃষক মাঠ স্কুল	সংখ্যা	৬৮৫টি	৪১৫.৪৮	৬৮৫ সংখ্যা (১০০%)	৪১৫.৪৮০ (১০০%)
	জাতীয় কর্মশালা	সংখ্যা	১টি	৯.৮৬	-	-
	গ) প্রদর্শণী					
	এডব্লিউডি	সংখ্যা	৪১৬৭টি	১৮৪.৩২	৪১৬৭ টি (১০০%)	১৮৪.৩২ (১০০%)
	ড্রিপ সেচ	সংখ্যা	২৪০০টি	৫০২.৪০	২৪০০ টি (১০০%)	৫০১.৩০ (৯৯.৭৮%)
	ফিতা পাইপ সেচ	সংখ্যা	২৪০০টি	৬৭৭.৬০	২৪০০ টি (১০০%)	৬৭৬.৩৮ (৯৯.৮২%)
	হ্যান্ড শাওয়ার সেচ	সংখ্যা	২৮২৮টি	৪৬২.৬৪	২৮২৮ টি (১০০%)	৪৬১.৪৮ (৯৯.৭৫৫)
	এস আর আই	সংখ্যা	২৮২৮টি	৭৬.৭২৪	২৮২৮টি (১০০%)	৭৬.৭২৪ (১০০%)
	বেড নালা পদ্ধতি	সংখ্যা	২৩৮৯টি	১১১.৭৩২	২৩৮৯ টি (১০০%)	১১১.৭৩২ (১০০%)
	ঘ) মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক	থোক	৪৫.০০	থোক	৪৫.০০ (১০০%)
	ঙ) অড়ি ভিডিও	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০

ক্র: নং	অঙ্গের নাম	একক	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকল্পের অর্জন	
			বাস্তব (পরিমাণ/ সংখ্যা)	**আর্থিক**	**বাস্তব (%)**	**আর্থিক (%)**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ডকুমেন্টেশন/ শর্ট ফিল্ম ইত্যাদি					(১০০%)
	চ) প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০%)
	ছ) জ্বালানী/ তেল (মাঠসহ)	থোক	থোক	১২০.০০	থোক	১২০.০০ (১০০%)
	জ) প্রগ্রেস মনিটরিং	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০%)
	ঞ) হায়ারিং চার্জ	জন	৪ জন	৭০.৮৬	৪ জন	৫৭.০৯ (৮০.৫৭%)
	ট) অফিস আনুসংঙ্গিক (মাঠসহ)	থোক	থোক	১৮০.০০	থোক	১৭৯.৮০ (৯৯.৮৮%)
	ঠ) মেরামত, সংরক্ষণ ও পূনর্বাসন (মাঠসহ)	থোক	থোক	৭৫.০০	থোক	৭৪.৯৭ (৯৯.৯৬%)
	মোট রাজস্ব ব্যয়			**৫৩৮৫.৭৯**		**৫০৭১.১৮ (৯৪.১৬%)**
	খ) মূলধন খাত					
	যানবাহন					
	জীপ	সংখ্যা	১টি	৬৭.৭৬	১টি (১০০%)	৬৭.৭৬ (১০০%)
	পিক আপ	সংখ্যা	১টি	৫৮.২৩	১টি (১০০%)	৫৮.২৩ (১০০%)
	মটর সাইকেল	সংখ্যা	৪৫টি	৭২.০০	৪৫টি (১০০%)	৭২.০০ (১০০%)
	আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	৪৫১টি	৭৬.৮২	৪৫১টি (১০০%)	৭৬.৭০ (৯৯.৮৪%)
	পাওয়ার টিলার চালিত বেড প্লান্টার	সংখ্যা	৪৫টি	২৭.০০	৪৫টি (১০০%)	২৭.০০ (১০০%)
	ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ	সংখ্যা	৫৯৯টি	১২০৫.৪১	৫৯৯টি (১০০%)	১১২৮.০০ (৯৩.৫৮%)
	মোট মূলধন ব্যয়			**১৫০৭.২১**		**১৪২৯.৬৯ (৯৪.৮৬%)**
	সর্বমোট (আবর্তক+মূলধন)			**৬৮৯৩.০০**	**৯৯%**	**৬৫০০.৮৭ (৯৪.৩১%)**

৯. বছর ভিত্তিক ডিপিপি লক্ষমাত্রা, এডিপি/আরডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য: (লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়		
			মোট	টাকা	বাস্তব (%)
২০১৩-১৪	১৫০.০০	১৫০.০০	১৪৯.২৬	১৪৯.২৬	২.৩%
২০১৪-১৫	৫৭০.০০	৫৭০.০০	৫৬৯.৭৩	৫৬৯.৭৩	৮.৭৬%
২০১৫-১৬	৯৮৯.০০	৯৮৯.০০	৯৮৫.৭০	৯৮৫.৭০	১৫.১৬%
২০১৬-১৭	৮৭৮.০০	৮৭৮.০০	৮৭৭.৪৩	৮৭৭.৪৩	১৩.৫%
২০১৭-১৮	৮২০.০০	৮২০.০০	৮১৯.৯০	৮১৯.৯০	১২.৬১%
২০১৮-১৯	১৫৪৩.০০	১৫৪৩.০০	১৫৩৯.৯০	১৫৩৯.৯০	২৩.৬৯%
২০১৯-২০	১৫৬৯.০০	১৫৬৯.০০	১৫৫৮.৯৬	১৫৫৮.৯৬	২৩.৯৮%
সর্বমোট	**৬৫১৯.০০**	**৬৫১৯.০০**	**৬৫০০.৮৭**	**৬৫০০.৮৭**	**১০০%**

১০. কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: কোভিড-১৯ এর কারণে ১ ব্যাচ বিদেশ শিক্ষা সফর ও ১টি জাতীয় কর্মশালা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

১১. মূল্যায়ন পদ্ধতি: প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রনয়ণে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়েছে।

- প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;
- প্রকল্প এলাকাভূক্ত সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ; এবং
- প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনা।

১২. প্রকল্প গ্রহণের পটভূমি: অতীতের মূল প্রস্তাবনা ছিল অধিক কৃষি উৎপাদন ধারা নিশ্চিত করার জন্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সমূহের সাথে কৃষক পর্যায়ে পরিচিতি করা। কৃষিতে অধিক উৎপাদন ধারার জন্য আধুনিক প্রযুক্তি সমূহের প্রত্যক্ষকরণ এবং প্রচারের জন্য প্রয়োজন বহু প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা কিন্তু কার্যকরী এবং টেকসইকরণের জন্য কিছু কিছু প্রযুক্তি যেমন কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, খামারভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষিতত্ত্ব ভিত্তিক শস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং বালাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির সাথে সম্মন্বিতভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতায় ২০০৫-২০০৬ থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছর পর্যন্ত ''কৃষি প্রকৌশল প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি'' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রকল্পটি পরবর্তীতে ২০১০-২০১১ অর্থবছর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছিল। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীনে উপজেলা পর্যায়ে সম্বন্বিতভাবে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, খামারভিত্তিক পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষিতত্ত্ব ভিত্তিক শস্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা কৃষকদের কাছে গ্রহণীয় এবং খুবই কার্যকরী ও কৃষকের জন্য উপকারী। খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি ও কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস সত্ত্বেও বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমানে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে অধিক উৎপাদন খরচ ও বাজারে কৃষি পণ্যের কম মূল্য। প্রকেল্পের ২য় পর্যায়ের আওতায় সেচের কতিপয় পানি সাশ্রয়ী উন্নত প্রযুক্তি যেমনঃ ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা, এডব্লিউডি, হ্যান্ড শাওয়া সেচ, ড্রিপ সেচ, এস আর আই, ফিতা পাইপ সেচ, বেড নালা সেচ পদ্ধতি সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, সেচ খরচ কমানো এবং ফসল উৎপাদন বাড়াতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

১৩. প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

ক্র:নং	প্রকল্পের মূল অঙ্গ সমূহ	আরডিপিপি অনুযায়ী
১	বারিড পাইপ সেচ নালা	**৫৯৯টি**
২	**এডব্লিউডি**	৪১৬৭ **টি**

ক্র:নং	প্রকল্পের মূল অঙ্গ সমূহ	আরডিপিপি অনুযায়ী
৩	**হ্যান্ড শাওয়ার সেচ**	**২৮২৮ টি**
৪	**ড্রিপ সেচ**	২৪০০ **টি**
৫	ফিতা পাইপ **সেচ**	২৪০০ **টি**
৬	**এস আর আই**	**২৮২৮ টি**
৭	বেড নালা পদ্ধতি	**২৩৮৯ টি**
৯	**কৃষক প্রশিক্ষণ**	২৫২৩ ব্যাচ
১০	**গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ**	৩৫ ব্যাচ
১১	**এস এ এ ও প্রশিক্ষণ**	৪৫ ব্যাচ
১২	**কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ**	১৪ ব্যাচ
১৩	বিদেশ শিক্ষা সফর	৫ ব্যাচ
১৪	**মাঠ দিবস**	২৫১২টি
১৫	**কৃষক মাঠ স্কুল**	৬৮৫ টি
১৬	জাতীয় কর্মশালা	১টি

১৪. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	**মূলদপ্তর ও পদবী**	**দায়িত্ব কাল**		**দায়িত্বের ধরন**
		যোগদানের তারিখ	**অব্যহতির তারিখ**	
জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন খান	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি প্রকৌশলী	২৪/১০/২০১৩	৩০/০৬/২০	নিয়মিত

১৫. ভুমি অধিগ্রহণ, Reselttlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে): প্রযোজ্য নয়।

১৬. অডিট আপত্তি:

ক্র:নং	**অডিট বৎসর**	**অডিট রিপোর্ট তারিখ**	**অডিট আপত্তির সংখ্যা**	**আপত্তি নিস্পত্তির অবস্থা**
১	২০১৩-২০১৫	৩১.০৮.২০১৫	০৬	সব নিস্পত্তি
২	২০১৫-২০১৬	০৮.০৯.২০১৬	০৩	সব নিস্পত্তি
৩	২০১৬-২০১৭	০৩.০১.২০১৮	০৭	সব নিস্পত্তি
৪	২০১৭-২০১৮	২৯.০৪.২০১৯	০৪	২ নিস্পত্তি
৫	২০১৮-২০১৯	০৬.০২.২০২০	০৩	২ নিস্পত্তি
৬	২০১৯-২০২০	২১.১০.২০২১	০৫	অডিটের চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়া যায়নি

১৭. প্রকল্পে বাস্তবায়ন উত্তোর কাজের বর্তমান অবস্থা: প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা, হ্যান্ড শাওয়ার সেচ, ফিতা পাইপ সেচ ও ড্রিপ সেচ প্রদর্শণী ব্যতীত অন্য কোন প্রদর্শণীর প্লট নাই। তবে সংশ্লিষ্ট কৃষকরা অন্যান্য পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি চালু রেখেছেন মর্মে জানা যায়।

১৮. প্রকল্পের জনবল নিয়োগ: প্রকল্পে সরাসরি ও আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত কর্মচারী প্রকল্প সমাপ্তির দিন হতে অব্যাহতি পেয়েছে। প্রেষণে নিয়োগ প্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক সহ অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাগণের প্রেষণাদেশ বাতিলপূর্বক পদায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের কোন জনবল নাই।

১৯. সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন: আইএমইডি'র পরিচালক জনাব খলিল আহমেদ কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পটি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল ও নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রদর্শনী কৃষক, স্থানীয় কৃষক, এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, উপ সহকারী কৃষি অফিসার, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, উপজেলা কৃষি অফিসার, জেলা পর্যায়ের অতিরিক্ত উপ পরিচালক, জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার সহ অন্যান্য কার্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় করা হয়। পরিদর্শনের পর্যবেক্ষণসমূহ নিম্নরুপ:

ক্র: নং	পরিদর্শণ স্থান	পর্যবেক্ষণ
১৯.১	কৃষি ব্লক- চকরামপুর উপজেলা- ত্রিশাল জেলা- ময়মনসিংহ	**কৃষক মো: নুরুল আমীন এর ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা প্রদর্শনী পরিদর্শন:** কৃষক মো: নুরুল আমীন এর ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা প্রদর্শনী ৫/১১/২০২১ পরিদর্শণ করা হয়েছে। তিনি জানান যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০০ মিটারের ১টি ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা প্রদর্শণী দেয়। জানা যায় ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে সেচ প্রদানে সেচ পানির অপচয় কমানো, সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণে কাজ করে। আলোচ্য ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালাটি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নির্মাণ করা হয়েছে। বোরো মৌসুমেই প্রথম সেচ নালা ব্যবহার করা হচ্ছে । পাম্প মালিক ও অন্যান্য কৃষক জানান পূর্বে কাচা নালা দিয়ে ৮ একর জমিতে সেচ প্রদান করা হতো। ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা তৈরীর ফলে সেচ পানির অপচয় কমেছে। এতে সেচ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০% এবং সেচ খরচ কমেছে ৩০%।
১৯.২	কৃষি ব্লক- আকরাই উপজেলা- ত্রিশাল জেলা- ময়মনসিংহ	**কৃষক মো: রমজান আলী এর হ্যান্ড শাওয়ার সেচ প্রদর্শনী পরিদর্শন:** কৃষক মো: রমজান আলী এর হ্যান্ড শাওয়ার সেচ প্রদর্শনী ৫/১১/২০২১ পরিদর্শণ করা হয়েছে। কৃষক জানান যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তাকে ৩০০ ফুট ৩/৪ ইঞ্চি ডায়া ডেলিভারী পাইপ, ১টি শাওয়ারসহ হ্যান্ডেল (দৈর্ঘ্য: ৪-৫ ফুট), ১ অশ্বশক্তির মটর ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হয় এবং কৃষক মাঠ স্কুল থেকে প্রশিক্ষনও পেয়েছেন। পূর্বে উক্ত কৃষক সবজি প্লটে সেচ দিতে বালতি ব্যবহার করতেন। এতে সেচ প্রদানে সমস্যা হতো। শ্রমিক খরচ বেশি হত। কৃষিক জানান হ্যান্ডশাওয়ার ব্যবহারের ফলে পানির অপচয় কমেছে। এতে সেচ খরচ ৪৫% কমেছে এবং ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে ১০% ।
১৯.৩	কৃষি ব্লক- আকরাই উপজেলা- ত্রিশাল জেলা- ময়মনসিংহ	**কৃষক মো: মীর মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এর ফিতা পাইপ সেচ প্রদর্শনী পরিদর্শন:** কৃষক মো: মীর মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এর ফিতা পাইপ সেচ প্রদর্শনী ৫/১১/২০২১ পরিদর্শণ করা হয়েছে। কৃষক জানান প্রকল্প থেকে ৪০০ ফুট ক্যানভাস ফিতা পাইপ এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং ফিতা পাইপ প্রযুক্তি বিষয়ে উপজেলা কৃষক মাঠ স্কুল হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ফিতা পাইপ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পানির অপচয় কম হওয়ায় সেচ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫%, সেচ খরচ হ্রাস পেয়েছে ৪০% এবং ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে ৯%।
১৯.৪	কৃষি ব্লক- আকরাই উপজেলা- ত্রিশাল জেলা- ময়মনসিংহ	**নগরচুড়া পানি ব্যবস্থাপনা কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শন:** ত্রিশাল উপজেলার নগরচূড়া গ্রামের পানি ব্যবস্থাপনা কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শণ করা হয়েছে। কৃষক মাঠের সদস্য সংখ্যা ২৫ জন (১০ জন পুরুষ ও ১৫ জন মহিলা) ।মোট ১২টি সেশনে বিভিন্ন পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি বিষয়ে কৃষকদের কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । তৎমধ্যে রয়েছে এডব্লিউডি, হ্যান্ড শাওয়ার সেচ, ড্রিপ সেচ, ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা, ফিতা পাইপ সেচ, এসআরআই ও বেডনালা পদ্ধতি ইত্যাদি। কৃষকদের সাথে মতবিনিময়ে জানা যায় আগে এ সমস্ত প্রযুক্তি বিষয়ে তাদের কোন ধারনা ছিল না। কৃষক মাঠ স্কুল এর মাধ্যমে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি বিষয়ে ভালো জ্ঞান

ক্র: নং	পরিদর্শণ স্থান	পর্যবেক্ষণ
		অর্জন করতে পেরেছেন। কৃষক কামরুজ্জামান জানান যে, হ্যান্ড শাওয়ারের মাধ্যমে সবজি প্লটে সেচ দিচ্ছেন। এতে পানি কম লাগছে, বেশী এলাকায় সেচ দেওয়া যাচ্ছে এবং ফলনও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
১৯.৫	কৃষি ব্লক- মানুষউরা উপজেলা- পূর্বধলা জেলা- ময়মনসিংহ	**কৃষক মো: রুস্তুম খান এর ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা প্রদর্শনী পরিদর্শন:** কৃষক মো: রুস্তুম খান এর ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা প্রদর্শনী ৬/১১/২০২১ পরিদর্শণ করা হয়েছে। তিনি জানান যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ২০০ মিটারের ১টি ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা প্রদর্শণী দেয়। জানা যায় ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে সেচ প্রদানে সেচ পানির অপচয় কমানো, সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও সেচ এলাকা সম্প্রসারণে কাজ করে। আলোচ্য ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালাটি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নির্মাণ করা হয়েছে। বোরো মৌসুমেই প্রথম সেচ নালা ব্যবহার করা হচ্ছে । ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা তৈরীর ফলে সেচ পানির অপচয় কম হয়েছে, সেচ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৫% এবং সেচ খরচ কমেছে ৪০%।
১৯.৬	কৃষি ব্লক- মানুষউরা উপজেলা- পূর্বধলা জেলা- ময়মনসিংহ	**কৃষক মো: বুলবুল আহমেদ এর হ্যান্ড শাওয়ার সেচ প্রদর্শনী পরিদর্শন:** কৃষক মো: বুলবুল আহমেদ এর হ্যান্ড শাওয়ার সেচ প্রদর্শনী ৬/১১/২০২১ পরিদর্শণ করা হয়েছে। কৃষক জানান যে, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তাকে ৩০০ ফুট ৩/৪ ইঞ্চি ডায়া ডেলিভারী পাইপ, ১টি শাওয়ারসহ হ্যান্ডেল (দৈর্ঘ্য: ৪-৫ ফুট), ১ অশ্বশক্তির মটর ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হয় এবং কৃষক মাঠ স্কুল থেকে প্রশিক্ষনও পেয়েছেন। আগে সবজি বাগানে সেচ প্রদানে সমস্যা হতো। শ্রমিক খরচ বেশি হত। কৃষিক জানান হ্যান্ডশাওয়ার ব্যবহারের ফলে পানির অপচয় কমেছে। এতে সেচ খরচ ৪০% কমেছে এবং ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে ৮% ।
১৯.৭	কৃষি ব্লক- মানুষউরা উপজেলা- পূর্বধলা জেলা- ময়মনসিংহ	**কৃষক মো: আব্দুর রহমান মন্ডল এর ড্রিপ সেচ প্রদর্শনী পরিদর্শন:** কৃষক মো: আব্দুর রহমান মন্ডল এর ড্রিপ সেচ প্রদর্শনী ৬/১১/২০২১ পরিদর্শণ করা হয়েছে। গাছের গোঁড়ায় পানির কোন রূপ অপচয় না করে গাছের চাহিদা মত ফুটায় ফুটায় সেচ দেয়াই হচ্ছে ড্রিপসেচ। কৃষক জানান প্রকল্প থেকে ১টি ২৫০ লিটার পানির ট্যাংক, ১টি ০.৫ অশ্বশক্তির মটর ও অন্যান্য সেচ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং উপজেলা কৃষি অফিস থেকে ড্রিপ সেচ প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন । সরবরাহকৃত সেচ উপকরণ দিয়ে ড্রিপসেচ প্রদর্শনী স্থাপন করেন। কৃষক জানান ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে ফুটায় ফুটায় গাছের গোঁড়ায় সেচ দেওয়ার ফলে পানির অপচয় হয় না বললেই চলে। এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার পানির সাথে মিশিয়ে গাছের গোঁড়ায় প্রয়োগ করা যায়।
১৯.৮	কৃষি ব্লক- মানুষউরা উপজেলা- পূর্বধলা জেলা- ময়মনসিংহ	**কৃষক মো: সুলতান এর ফিতা পাইপ সেচ প্রদর্শনী পরিদর্শন:** কৃষক মো: সুলতান এর ফিতা পাইপ সেচ প্রদর্শনী ৬/১১/২০২১ পরিদর্শণ করা হয়েছে। কৃষক জানান প্রকল্প থেকে ৪০০ ফুট ক্যানভাস ফিতা পাইপ এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং ফিতা পাইপ প্রযুক্তি বিষয়ে উপজেলা কৃষক মাঠ স্কুল হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ফিতা পাইপ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পানির অপচয় কমেছে ৪০%, সেচ এলাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০%, সেচ খরচ হ্রাস পেয়েছে ৩৫% এবং ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে ১০%।
১৯.৯	কৃষি ব্লক- মানুষউরা উপজেলা- পূর্বধলা জেলা- ময়মনসিংহ	**নগরচুড়া পানি ব্যবস্থাপনা কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শন:** পূর্বধলা উপজেলার ছন্ধরা গ্রামের পানি ব্যবস্থাপনা কৃষক মাঠ স্কুল পরিদর্শণ করা হয়েছে। কৃষক মাঠের সদস্য সংখ্যা ২৫ জন (১০ জন পুরুষ ও ১৫ জন মহিলা) ।মোট ১২টি সেশনে বিভিন্ন পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি বিষয়ে কৃষকদের কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । তৎমধ্যে রয়েছে এডব্লিউডি, হ্যান্ড শাওয়ার সেচ, ড্রিপ সেচ, ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা, ফিতা পাইপ সেচ, এসআরআই ও বেডনালা পদ্ধতি ইত্যাদি। কৃষকদের সাথে মতবিনিময়ে জানা যায় আগে এ সমস্ত প্রযুক্তি বিষয়ে তাদের কোন ধারনা ছিল না। কৃষক মাঠ স্কুল এর মাধ্যমে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি বিষয়ে ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন।

২০. প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি: প্রকল্পের অনুকূলে আর্থিক অনুমোদন ছিল ৬৮৯৩.০০ লক্ষ টাকা। তম্মধ্যে আর্থিক অগ্রগতি ৬৫০০.৮৭ লক্ষ টাকা (৯৪.৩১%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%।

২১. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক. মাঠ পর্যায়ে যথোপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ পানির অপচয় কমিয়ে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ কমানো;	প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন ও রেকর্ডপত্র অনুসারে প্রকল্পের মাধ্যমে সঠিক সেচ পানি ব্যবস্থাপনায় গড়ে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ২৩%, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ৩৮%, সেচ খরচ হ্রাস ৩৫% এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ৮%। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শণের সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা বৃদ্ধি, সেচ খরচ হ্রাস এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির চিত্র পরিদৃষ্ট হয়েছে।
খ. পানি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রযুক্তি দক্ষ ও কারিগরী জনবল এর মাধ্যমে কৃষকদের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেয়া;	প্রকল্পে নিয়োজত জেলা পর্যায়ে ৪৫ জন কৃষি প্রকৌশলীর মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা, ফিতা পাইপ সেচ, হ্যান্ড শাওয়ার সেচ, ড্রিপ সেচ, এসআরআই, বেডনালা ও এডব্লিউডি প্রযুক্তি প্রকল্পাধীন এলাকায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এতে কৃষক, গ্রামীণ মেকানিক, এবং উপকারভোগীরা অনুপ্রানিত এবং উৎসাহিত হয়েছেন। কৃষি উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত কৃষি প্রকৌশলীদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
গ. সেচ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী, চালক বা মেরামতকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা;	সেচ পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ৭৫৬৯০ জন কৃষক, ১০৫০ জন গ্রামীণ মেকানিক, ১৭১২৫ জন কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য, ১৩৫০ জন এসএএও ও ৪২০ জন কর্মকর্তা সহ সর্বমোট ৯৫৬৩৫ জন কে প্রশিক্ষণ দেওয়ায় তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২২. উদ্দেশ্য অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের উদ্দেশ্য বহুলাংশে অর্জিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।

২৩. প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব ও উপকারভোগীদের মতামত :

২৩.১. পরিদর্শিত এলাকায় প্রকল্পে আওতায় গঠিত কৃষক গ্রুপসমূহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তত্বাবধানে কাজ করে যাচ্ছে মর্মে দেখা যায়। প্রকল্পের কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শণী থেকে আহরিত আধুনিক পানি সাশ্রয়ী কলাকৌশল বিষয়ক জ্ঞান ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করে প্রকল্পের কৃষক গ্রুপসমূহ সফলভাবে কৃষি উৎপাদন কাজে নিয়োজিত আছে।

২৩.২. প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি বারিড পাইপ সেচ নালা, এডব্লিউডি, হ্যান্ড শাওয়ার সেচ, ড্রিপ সেচ, এস.আর.আই (SRI), ফিতা পাইপ সেচ, বেড নালা পদ্ধতি প্রদর্শণী কার্যক্রম সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, সেচ খরচ হ্রাস ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখছে মর্মে জানা যায়।

২৩.৩. উপকারভোগীগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে।

২৪. সার্বিক পর্যবেক্ষণ :

২৪.১. প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি এর অর্থায়নে ৩৪৫৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিগত ০৬.১০.২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত সময়কাল ছিল জুলাই/২০১৩ থেকে জুন ২০১৮। পরবর্তীতে ১৩.০১.২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ৬৮৯৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৯৯% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৩১%। প্রকল্পের Time-over-run ৪০% এবং Cost Over-run ৮৮.০৪%। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে প্রায় ০৭ বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ০৩ বছর মেয়াদকালের মধ্যেই করা সমীচীন হবে।

২৪.২. প্রকল্পটি পরিদর্শনকালে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার মাধ্যমে সেচ প্রদানে কৃষকের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণের পূর্বে প্রতি বছর সেচের কাঁচানালা তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফসল উৎপাদনে খরচ অনেক বেশী হতো এবং সেচের পানি ইকোনমিক উপায়ে ব্যবহার করা যেতনা। সুনির্দিষ্ট জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হতোনা। এ কারণে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা সেচ ব্যবস্থায় বেশী উপযোগী হয়েছে বলে কৃষকেরা মতামত ব্যক্ত করেন। ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ জমিতে সেচ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ খরচ হ্রাস, সেচ এলাকা বৃদ্ধি ও ফসলের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২৪.৩. পরিদর্শনে আলোচ্য প্রকল্পে হ্যান্ড শাওয়ার সেচ, ফিতা পাইপ সেচ ও ড্রিপ সেচ প্রিযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ লক্ষ্যে করা যায়। এসকল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচের সুবিধা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা বছরই বিভিন্ন ফসল আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে এবং কৃষকেরা লাভবান হচ্ছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ও কৃষকেরা অবহিত করেন।

২৪.৪. পানি ব্যবস্থাপনা কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে ২৫ জন কৃষক (১০ জন পুরুষ ও ১৫ জন মহিলা) পানি সাশ্রয়ী বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন, বারিড পাইপ সেচ নালা, এডব্লিউডি (AWD), হ্যান্ড শাওয়ার সেচ, ড্রিপ সেচ, ফিতা পাইপ সেচ, এস.আর.আই (SRI) ও বেড-নালা পদ্ধতি বিষয়ে হাতে কলমে শিখেছে। কৃষকের পাশাপাশি কৃষাণীদের মধ্যেও পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি জানার বিষয়ে আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।

২৪.৫. প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে যা খুবই যুগোপযোগী। এ প্রশিক্ষণ সেচ যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ মেকানিকের সহজলভ্যতা সৃষ্টিতে সাহায্য করছে।

২৪.৬. আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগ ৪৫টি জেলা ১৩৪টি উপজেলায় সর্বোমোট ৭৫৬৯০ জন কৃষক, ১০৫০ জন মেকানিক, ১৭১২৫ জন কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য, ১৩৫০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, ৪২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ ও ৫৯৯টি ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা, ৪১৬৭টি এডব্লিউডি, ২৪০০টি ফিতা পাইপ সেচ, ২৪০০টি ড্রিপ সেচ, ২৮২৮টি হ্যান্ড শাওয়ার সেচ, ২৮২৮টি এসআরআই, ২৩৮৯টি বেডনালা প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২৫. পরিদর্শনের খন্ড চিত্র:

২৫.১. ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার চকরামপুর ব্লকের মোঃ নুরুল আমিন এর ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা প্রদর্শনী পরিদর্শন।	 
২৫.২. ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার আকরাইল ব্লকের মোঃ রমজান আলী এর হ্যান্ড শাওয়ার সেচ প্রদর্শনী পরিদর্শন।	
২৫.৩. ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার আকরাইল ব্লকের মীর মোহাম্মদ কামরুজ্জামান এর ফিতা পাইপ সেচ প্রদর্শনী পরিদর্শন।	 
২৫.৪. ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার আকরাইল ব্লকের নগরচুড়া পানি ব্যবস্থাপনা কৃষক মাঠ স্কুল সদস্যদের সাথে মতবিনিময়।	

২৫.৫. নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার মানুষউরা ব্লকের মোঃ রুস্তম খান এর ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা প্রদর্শনী পরিদর্শন।	 
২৫.৬. নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার মানুষউরা ব্লকের মোঃ সুলতান এর ফিতা পাইপ সেচ প্রদর্শনী পরিদর্শন।	
২৫.৭. নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার মানুষউরা ব্লকের মোঃ আব্দুর রহমান মন্ডল এর ড্রিপ সেচ প্রদর্শনী পরিদর্শন।	
২৫.৮. নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা উপজেলার মানুষউরা ব্লকের চনধরা পানি ব্যবস্থাপনা কৃষক মাঠ স্কুল সদস্যদের সাথে মতবিনিময় ।	

২৬. বাস্তবায়ন সমস্যা: প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের জেলার সকল কৃষি প্রকৌশলীগণ অস্থায়ীভিত্তিতে (উন্নয়ন খাতে) নিয়োজিত ছিল। স্থায়ী চাকুরী পেয়ে এসব কৃষি প্রকৌশলীদের অনেকেই চাকুরী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় প্রকল্প কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ব্যাহত হয়েছে মর্মে মাঠ পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়েছে।

২৭. <u>মতামত/সুপারিশসমূহ</u>:

২৭.১ প্রকল্পের Time-over-run ৪০% এবং Cost Over-run ৮৮.০৪%। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে প্রায় ০৭ বছর সময় অতিবাহিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প ০৩ বছর মেয়াদকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিতে হবে যাতে করে কোন ধরণের Time-over-run ও Cost Over-run না হয় (অনুঃ ২৪.১);

২৭.২. আধুনিক পানি সাশ্রয়ী (ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা, এডব্লিউডি, ফিতা পাইপ সেচ, ড্রিপ সেচ, হ্যান্ড শাওয়ার সেচ, এসআরআই ও বেডনালা) প্রযুক্তি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় (অনুচ্ছেদ- ২৪.২ ও ২৪.৩);

২৭.৩. সেচ যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ মেকানিক তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে (অনুচ্ছেদ- ২৪.৫);

২৭.৪. ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আধুনিক পানি সাশ্রয়ী পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প অব্যাহত রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে;

২৭.৫. আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগের ৪৫টি জেলার ১৩৪টি উপজেলায় সর্বমোট ৭৫৬৯০ জন কৃষক, ১০৫০ জন মেকানিক, ১৭১২৫ জন কৃষক মাঠ স্কুলের সদস্য, ১৩৫০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও ৪২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ৫৯৯টি ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা, ৪১৬৭টি এডব্লিউডি, ২৪০০টি ফিতা পাইপ সেচ, ২৪০০টি ড্রিপ সেচ, ২৮২৮টি হ্যান্ড শাওয়ার সেচ, ২৮২৮টি এসআরআই, ২৩৮৯টি বেডনালা প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে; তাই ভবিষ্যতে পানি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে সকল কৃষক প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী সুবিধা পেয়েছেন তাদেরকে বিবেচনা না করে নতুনদের সুযোগ দিলে সম্প্রসারণ বেশি হবে এবং অধিক কৃষক লাভবান হবেন (অনুচ্ছেদ- ২৪.৬);

২৭.৬. সামগ্রীকভাবে কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি ও কলা-কৌশল ব্যবহারে কৃষক যাতে উদ্বুদ্ধ হন সে বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। এ লক্ষ্যে কৃষককে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ব্লক পর্যায়ে নিয়োজিত এসএএও-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া প্রয়োজন;

২৭.৭. ব্যয়িত অর্থের স্বচ্ছতা নিরুপণের জন্য ০৮ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করে আইএমইডি'কে অবহিত করতে হবে (অনুঃ১৬);

২৭.৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশ/মতামতের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।